বিকৃতি-বিনায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

বিকৃতি-বিনায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম সংস্করণ ঃ
১লা কার্ত্তিক, ১৩৭০
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
দোলপূর্ণিমা, ১৪০৩

মুদ্রাকর ঃ
কৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

BIKRITI-BINAYANA
by Sri Sri Thakur Anukulchandra
3rd Edition : March, 1997

ভূমিকা

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য—এই ষড়্‌রিপু ও তৎসঞ্জাত নানা দোষ-দুর্ব্বলতা ও কদর্য্য অভ্যাস মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যে কত দুঃখতাপ, বেদনা ও বিপাক-বিধ্বস্তি ব'য়ে আনে তার কোন সীমা-সংখ্যা নেইকো। প্রবৃত্তির এই বীভৎস, নারকীয় লীলা দেখে স্বতঃই মনে হয়, ভগবানের অজস্র আশিস্‌-অবদান-পূত এই সুন্দর সৃষ্টিতে কেন এই অবিমিশ্র অভিশাপদিগ্ধ অনাসৃষ্টির অকারণ আমদানি? একটু ধীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে যাকে আমরা অভিশাপ আখ্যায় আখ্যায়িত করছি, তা'ও কিন্তু মূলতঃ অভিশাপ নয়, বরং অস্তিবৃদ্ধির অমৃতযজ্ঞের অবশ্য-প্রয়োজনীয় সন্দীপনী হোমহবি। তবে তার বিহিত বিনিয়োগ চাই। তার জন্য প্রয়োজন—প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য। আমরা যখন ঈশ্বর তথা জীয়ন্ত ঈশ্বরবিগ্রহস্বরূপ ইষ্টের আধিপত্য মেনে নিয়ে নিষ্ঠানিটোল আগ্রহে প্রবৃত্তিগুলিকে তাঁরই সেবায়, তৎস্বার্থী লোককল্যাণে ও সত্তাপোষণে নিয়োজিত করি, কেবল তখনই সেগুলির উপর আমাদের আধিপত্য আসে। তখন পরশমণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণে রূপান্তরিত হয় এবং সমগ্র জীবন হিরণ্যদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এই শ্রেয়-আধিপত্য আমরা যদি স্বীকার না করি তাহ'লে প্রবৃত্তি ও রকমারি দোষ-দুর্ব্বলতা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে কসুর করে না এবং ক্রমান্বয়ে আমরা তাদের দাসত্ব বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হই। আর, এই রিপু-দাস্যই যত দুর্দ্দৈবের আকর। তাতে দিন-দিন জীবনসম্বেগ পাপে-তাপে জীর্ণ ও মলিন হ'য়ে ওঠে। স্থূলতা, রূঢ়তা ও বোধ-বৈকল্যের অবলেপ প'ড়ে-প'ড়ে জীবনভূমি পাষাণ-কঠিন ও শ্মশান-সম হ'য়ে পড়ে। আনন্দের আলো নিভে যায়। বিষাদের ঘন-ঘোর আঁধার ঘিরে আসে চতুর্দ্দিক থেকে। এ সবই হ'লো বিকেন্দ্রিক, বিকারগ্রস্ত বৃত্তি-অভিভূতির বিকট অবদান। এই সব রুগ্ন বিকৃতি ছদ্মবেশী বহুরূপীর মত কত বিচিত্র বেশবাস ও মুখোস প'রে যে আত্মপ্রকাশ করে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমরা লোকসমক্ষে ভালমানুষ সাজার তাগিদে মনকে আঁখি ঠেরে, বিবেককে স্তব্ধ ক'রে, সবার চোখে ধূলি দিয়ে, অন্তহীন কপটতার কৃত্রিম কক্ষে ভ্রান্তিনিমজ্জিত জীবনযাপন করি। এই আত্মপ্রবঞ্চনা

নিয়ে আসে আত্মবিস্মৃতি। বিকৃতিকে বিকৃতি ব'লে আর চেনাই যায় না। অচেতন ও অবচেতন মনে বহু অন্ধ, বধির, জটিল গ্রন্থি আমাদের অগোচরে সহস্রশীর্ষ কালনাগের মত নিয়ত কিলবিল ক'রে ঘুরে বেড়ায় এবং চেতন-চলনের অঙ্গনে নানা অসঙ্গতির আবির্ভাব ঘটায়। মনোরাজ্যের এই গহন দুর্গম অঞ্চলে নানা গূঢ়ৈষার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমনভাবে চলে এবং কেমনভাবে তা' আমাদের বাস্তব জীবনকে প্রভাবিত করে, তার পূর্ণতম প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর এই "বিকৃতি-বিনায়না" গ্রন্থে। তিনি শুধু রোগের নিদান নির্দ্দেশ ক'রেই ক্ষান্ত হননি, চিকিৎসার বিধানও দিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

তিনি বিশদ বিশ্লেষণ-সহকারে দেখিয়েছেন—অহঙ্কার, গর্ব্বেপ্সা, হীনম্মন্যতা, স্বার্থান্ধতা, পরশ্রীকাতরতা, অসূয়াবুদ্ধি, কদাচার, অপরাধপ্রবণতা, আত্মম্ভরিতা, অভিমান, বহুনৈষ্ঠিকতা, পরনিন্দা, দোষদর্শন, কামলোলুপতা, অতিলোভ, চৌর্য্য-বুদ্ধি, বদমেজাজ, প্রবৃত্তির অবদমন, প্রবৃত্তির প্রশ্রয়, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, কপটতা, অভ্যস্ত অসৎ-চলন ইত্যাদি কেমন ক'রে মানুষের চলার পথকে রুদ্ধ ক'রে তার জীবন যন্ত্রণাময় ক'রে তোলে। এ সব তার পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্য্যন্ত কী-ভাবে কলুষিত ক'রে তোলে, সুনিপুণ চিত্রকরের মত তা' তিনি অঙ্কিত ক'রে দিয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গে দেখিয়েছেন, ঐ সব শাতনী আকর্ষণের হাতছানি এড়িয়ে নিষ্ঠা ও অনুরাগনন্দিত ইষ্টনিদেশবাহিতায় কেমন ক'রে সাত্বতচলনের বীজ বপন ক'রে নিয়ত লালনে নব-নব কল্যাণকর অভ্যাস ও সংস্কারের অক্ষয়বটকে নিত্য বাড়িয়ে তুলতে হয়, যার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় শত-শত তাপিত প্রাণ শীতল হ'তে পারে।

প্রতিটি বাণীর ভিতর-দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি-পীড়িত, কালিমালিপ্ত, দিশেহারা, আশাহত, বুকভাঙ্গা মানুষের সামনে একটি অবিনশ্বর আশার ইশারা ভাস্বর হ'য়ে ফুটে উঠেছে—অনির্ব্বাণ ঔজ্জ্বল্যে। সে আশার অভিসার—বিশ্বেশ্বরে, যাঁর পরিচর্য্যায় সর্ব্ববৃত্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে বিশ্বসহ নিজেকে উন্নীত ক'রে তুলতে হবে—শুদ্ধ, বুদ্ধ, যোগযুক্ত মুক্তজীবনানন্দের অমৃতলোকে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭০
৩।১০।১৯৬৩

তোমার
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
যা'ই থাক্ না কেন—
সেগুলিকে যদি অচ্যুত
ঊর্জ্জী ইষ্টার্থপরায়ণ উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
'লোকহিতায়' ব্যবহার ক'রতে পার—
শুভ-বিনায়নী তৎপরতায়
বৈধী বিনিয়োগে,—
তুমি বীর্য্যবান সেখানেই ;
তখন সেগুলি আর
তোমার সত্তাপোষণাকে
বঞ্চিত ক'রে তুলবে না,
রিপু হবে না তা'রা,
বরং স্বাধ্যায়ী সঙ্গতিশীল অন্বয়ী উদ্দীপনায়
সুব্যবস্থ নিয়োজনে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট অনুশাসনী সম্বর্দ্ধনায়
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে ;
তাই, রিপু-পরবশ না হ'য়ে
রিপুবশী হ'য়ে ওঠ,
সেগুলিকে অন্যায্য বিনিয়োগ না ক'রে
ন্যায্য বিনিয়োগে
লোকহিতী সন্দীপনায়
স্বস্তিপ্রসূ ক'রে তোল ;
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক-সন্দীপনা,
ঈশ্বরই বিনায়িত বর্দ্ধনার অন্বিত বোধি,
ঈশ্বরই কুশল তৎপরতার
দক্ষ অনুপ্রেরণা ।

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথাচিত্রেরই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
পোশাককে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারে-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উষ্ণ স্পর্শটুকুই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

প্রবৃত্তি

রিপু মানেই হ'চ্ছে—
যা' অস্তিত্বের শত্রু,
অস্তিত্বকে বিক্ষুব্ধ ক'রে ফেলে যা',
এই বিক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমই
শরীর ও মনের ব্যাধিকে আমন্ত্রণ করে,
পরিবেশকেও তা'
ব্যতিক্রান্ত ক'রে তোলে ;
শুভ-পরিচর্য্যী সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
মনকে স্বস্থ ক'রে
সুধায়িত ক'রে
সত্তাকে সুন্দর ক'রে তোল,
তা'ই তো তা'র অমিয় পন্থা । ১ ।

স্বস্তিকে পীড়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
অসৎ-এর চরিত্রগত লক্ষণ । ২ ।

শাতনের প্রচ্ছন্ন চলনই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের ভিতর অবৈধ নূতনত্ব ঢুকিয়ে
তা'কে বিকৃত ক'রে তোলা,
তাই, তা' নারকীয় ডাইনী নিয়ন্ত্রণ ;
যে-নীতিই হো'ক
তা' যদি ভাগবত-নীতিকে পোষণ ও সমর্থন করে,
বিকৃত ও বিকলাঙ্গ না ক'রে
পূরণ ও প্রবর্দ্ধনশীল ক'রে তোলে,—
তা'ই কিন্তু সৎ । ৩ ।

তা' তোমার লোভনীয় হওয়া উচিত নয়—
যা' সত্তাকে
স্বস্তি-প্রসন্ন ক'রে না তোলে । ৪ ।

অসৎ যা'-কিছু ছাড়,
সৎ যা'-কিছু হাতে-কলমে কর—
বেশ ক'রে বিনিয়ে-বিনিয়ে দেখে,
গ্রহ-নিগ্রহ হ'তে অনেক রেহাই পাবে ;
আর, গ্রহ মানেই— গ্রহণ,
যা' গ্রহণ ক'রে তদ্‌ভাবাপন্ন হ'য়ে
তদনুগ কর্ম্মে নিযোজিত হও । ৫ ।

মানুষের অসৎ-বৃত্তি
অস্তিত্বে নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে
যদি সৎ-সন্দীপী না হ'য়ে উঠল—
কৃতি ও ধৃতিসম্বেগ নিয়ে,
মনে রেখো—তা'র উন্নতি
তেমনতরই শ্লথ, মন্থর
ও বিপথগামী হ'য়ে থাকে,
সে বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে
সত্ত্ব-সন্দীপনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে কমই,
বা পারে না । ৬ ।

পুরুষই হো'ক আর স্ত্রীই হো'ক—
যা'রা বীর্য্যসন্দীপ্ত কথায়
ও প্রণয়-পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হ'য়ে
তদনুক্রমে নিজের লোল আকাঙ্ক্ষাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে
তা'র প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—

তা'রা অশিষ্ট ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে
সাধারণতঃ—
তা'তেই আত্মসমর্পণ ক'রে নিজের জীবনকে
অসতে ধন্য ক'রে তুলতে ;
তাই, দৃষ্টি রেখো, সাবধান হ'য়ো । ৭ ।

কাউকে অসৎভাবে ফুস্‌লানো
বা ফুস্‌লাব—
এই মতলবে দোষারোপ ক'রে
তা'র সাত্বত চরিত্রকে
কালিমাদুষ্ট ক'রো না,
এতে তা'র মানব-চরিত্র
ঐ ছাপে অনুরঞ্জিত হ'য়ে
দিকদারির বেঢং আবর্ত্তনে
অসুস্থ অনুপ্রাণনায় বিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
এতে তা'র মন্দ তো হয়ই
তোমারও মন্দ নেহাত কম নয়কো ;
অসৎবুদ্ধির উৎসর্জ্জনাই অমনতর,
তুমি অসৎপিষ্ট হবে,
তোমার অন্তঃস্থ কালিমাকে তো
বাড়িয়ে নেবেই,
পালন-পাতিত্য তোমাকে
সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন ক'রবে ;
অমনতর অনুচলন
সংস্থিতির অপলাপই ক'রে থাকে
তা'দের জীবনে । ৮ ।

যা'রা প্রেষ্ঠ-প্রস্বস্তির বাহানায়
তাঁ'র স্বস্তিরই শোষক হ'য়ে
তাঁ'কেই বিক্ষুব্ধ ক'রতে থাকে—
অন্তর্নিহিত স্বার্থ-পরিষেবণার মতলববাজি নিয়ে,

বা কোনপ্রকার আক্রোশের
গা-ঢাকা অবতারণায়,—
ঠিক জেনো—
তা'রা শাতন-বুদ্ধিপরিচালিত,
শ্রেষ্ঠ-প্রস্বস্তি ও মর্য্যাদাকে
স্বার্থলোলুপ সংঘাতে
বিক্ষুব্ধ করার ভদ্রবেশী আড়কাঠি । ৯ ।

জীবমাত্রেরই
কোন-না-কোন অভিভূতি থাকেই,
অভিভূতি যেখানেই
তাৎপর্য্যও তা'র তেমনি,
সৎ-সন্দীপ্ত অভিভূতি
সত্যে, সৎ-তে বা সৎ-এ আঘাত পেলেই
ক্ষোভক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকে,
আর, অসৎ-অভিভূতি যা'
তা' ঐ প্রবৃত্তি-পরিচালিত প্রয়োজনে
বা কামনায়
বাধা পেলেই ক্রূর হ'য়ে ওঠে,
সৎ-অভিভূতির ক্ষোভক্ষুব্ধ অভিমান
সত্য ও ন্যায়কে সম্ভ্রান্ত রেখে
ক্ষমাশীল ও সেবাপরায়ণ,
আর, অসৎ-প্রবৃত্তির অভিভূতি
বিচ্ছেদপরায়ণ, হিংস্র ও ক্রূর,—
মার্জ্জনা-ভিক্ষা তা'দের হীনম্মন্য অহংকে
দলিত ক'রে তোলে,—
তা'দের দাম্ভিক অভিমান
অপমানকেই আবাহন করে,
এমনতর যা'রা
তা'রা ত্রুটি ও বিচ্যুতিকে
ন্যায্য ব'লেই ধ'রে নিয়ে থাকে,

নিন্দা ও শত্রুতাই তা'দের সহজ অনুচর—
এমন-কি, চির-বান্ধব যিনি তাঁ'র প্রতিও । ১০ ।

পরশ্রীকাতরতা অন্তর্দাহের পরম ইন্ধন । ১১ ।

হিংস্র পরশ্রীকাতরতা, কৃতঘ্নী দর্প,
আত্মাভিমানী গৌরব, স্বার্থগৃধনু বন্ধুত্ব,
ও সেবাবিহীন প্রীতি—
দুর্ভাগ্যের দুষ্ট আশীর্ব্বাদ । ১২ ।

শাতনপ্রবৃত্তি মানুষের উপর
যতদিন আধিপত্য ক'রবে
সন্তানুরাগ সঙ্কুচিত ক'রে—
ততদিনই হিংসানিরোধী ব্যবস্থিতিকেও
প্রস্তুত রেখে চ'লতে হবে,
নয়তো, বিপন্নতা
উচ্ছল ও অব্যাহত হ'য়ে চ'লতে থাকবে । ১৩ ।

ফাঁকিবাজি মানেই
ফাঁকিতে প'ড়বার জাল বিছিয়ে রাখা । ১৪ ।

ঠগ্‌বাজি ক'রে
ঠিক হ'তে যেও না,
ঠগী চলন ঐ ঠিককে
ঠিক্‌রে দেবে কখন—
তা'র ঠিক নেই । ১৫ ।

ইষ্টার্থ-আশ্রয়ী ঔচিত্যের অপলাপ যেখানে,
ঠগ্‌বাজী স্বার্থ-সন্ধিৎক্ষুতাও সেখানে
তেমনি ভঙ্গিমা নিয়েই চ'লতে থাকে । ১৬ ।

আত্মপ্রবঞ্চনার কাল্পনিক লোল লাস্য
যে-কর্ম্মে তোমাকে নিয়োজিত ক'রছে,—
সে-প্রবঞ্চনা তোমাকেও
আলিঙ্গন ক'রতে কসুর ক'রবে না,
ঐ উদাহরণে
তুমি অল্পবুদ্ধি দুনিয়াকে ঠকাবে,
নিজে তো ঠ'কবেই। ১৭।

অন্তরের ভাবদীপনাকে লুকিয়ে রেখে
দাগাবাজির উদ্দেশ্য
ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে যা'রা সংসারে চলে—
বেঘোরে পড়ার আবেগ
তা'দের অন্তরেই নিহিত থাকে। ১৮।

মূঢ় বিজ্ঞতা সেখানেই বসবাস করে,—
মানুষ যেখানে করণীয়গুলিকে
অগ্রাহ্য ক'রে
কথা দিয়ে
কথা মেরে
ধাপ্পার ধোঁকা দিয়ে
অন্যের ভরণী যা'
তা'কে অপহরণ ক'রে থাকে। ১৯।

তুমি যতই মিথ্যাচার কর না কেন,
ফাঁকিবাজি প্রতারণা কর না কেন,—
ওগুলি তোমার ধারণা ও বোধের
চারিদিকে এমন শক্ত পলি সৃষ্টি ক'রবে,
যা' ভেদ ক'রে
সরাসরি কোন কিছুর সম্বন্ধে
বিহিত বোধ-ধৃতিকে জাগাতে পারাই
কঠিন হ'য়ে উঠবে,

দেখবে এক, শুনবে এক,
আর বুঝবে অন্য ;
এখনও সাবধান । ২০ ।

ফাঁকিবাজি ক'রে যদি চল,
ঐ ফাঁকিবাজি
তোমার শাসক হ'য়ে উঠবে—
সন্তাপ সৃষ্টি ক'রতে ক'রতে ;
তাই বলি—সম্ভব যা' যেমনতর—
ফাঁকিবাজিকে বা ভাঁওতাবাজিকে
উড়িয়ে দিয়ে চ'লতে থাক—
বাস্তব বোধবিন্যাস-তৎপরতায়,
শুভপ্রসু স্বস্তিচর্য্যায়,—
ফাঁকিবাজি কমই তোমাকে
বেফাঁস ক'রে তুলবে । ২১ ।

যে-কোন ফাঁকিবাজিই হো'ক না—
তা' কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তিরই ইন্ধন ;
এমন-কি, যদি তোমার
আত্মপোষণী ব্যবহারার্থে
কেউ কিছু দেয়—স্বতঃস্বেচ্ছ সন্দীপনায়,
সাধ্যমত তুমিও তা'কে দিও
যেমন তোমার জোটে,
তা' যদি না-কর
তা'ও কিন্তু স্তেয়,
তা'ও কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তি ;
আবার, নিজ কুলকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য কুলের পরিচয়ে
যদি তুমি নিজেকে জাহির ক'রতে চাও,—
তা'ও কিন্তু স্তেয়বৃত্তি তো বটেই,
তা' ছাড়া অতি কদর্য্য

অন্তঃস্থ প্রকৃতির নিশানা ;
আবার, কথা দিয়ে কথা না-রাখা—
কিংবা তা' বিকৃত ক'রে
অন্যভাবে প্রকাশ করা—
তা'ও কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিরই পরম ইন্ধন । ২২ ।

তুমি নিজেও ঠ'কো না,
তোমার আওতার মধ্যে
কাউকে ঠ'কতেও দিও না,
এই ঠগ্‌বাজি চলন সংক্রামিত হ'য়ে
ক্রমেই চারিয়ে যায়,
আর, ঠ'কবার উৎসর্জ্জনাই এমন জন্মে—
না-ঠ'কলে বা না-ঠকালে
যেন কিছুই করা হ'ল না,
তাই, তোমার যেখানে
যেমনতর দুর্ব্বলতা আছে—
সবগুলিকে এড়িয়ে
সুস্থ, স্বস্থ, সম্বৃদ্ধিপরায়ণ হ'য়ে চ'লতে থাক,
আর, অন্যেও যা'তে
সম্বৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে—
যা'-কিছুর কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে—
সেদিকে নজর রেখো,
তোমার অন্তঃস্থ নিষ্ঠানন্দিত ঊর্জ্জনায়
অস্খলিত অনুদীপনার সহিত
যা'তে না ঠক বা কেউ না ঠকে—
তা'র দিকে নজর রেখে চল ;
সমীচীন শক্তির
সুপরিচর্য্যী সদ্ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে যত পার—
ঐ ঠগ্‌বাজির উৎখাত ক'রে চল—
শিষ্ট-সুন্দর উদ্বোধনী তাৎপর্য্যে । ২৩ ।

ঠ'কতে কিন্তু আসে নাই কেউ,
সবাই এসেছে—থাকতে,
বাঁচতে, সম্বৃদ্ধ হ'তে ;
তাই, ঠকাতে শুভ নেইকো,—
আছে—শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায়,
জ্ঞানদীপ্ত কৃতিসম্বেগে ;
সবাই বাঁচতেই চায়, থাকতেই চায়,
অজ্ঞতাবশতঃ ব্যতিক্রমবিধ্বস্ত হ'লে
থাকাটা না-থাকার দিকে
নিয়ে চ'লে যায় প্রায়ই,
তাই, তা'কে বলে—শাতন ;
শাতনের উৎপত্তি—শদ্-ধাতু থেকে,
আর, শদ্-ধাতু মানে—
বিশীর্ণতা, ছেদন, পতন, পাতন ;
তাই, নিজে বিনায়িত হও,
ভালমন্দকে শুভ-সন্দীপনায় সংহত ক'রে
থাকার সার্থকতাকে
পরিপালন ক'রে চল ;
আর, এমনি ক'রেই অমৃত আহরণ কর,
অমরত্বে চিরস্থায়ী হ'য়ে বেঁচে থাক । ২৪ ।

ঘুষ নেওয়া মানেই—
কৃতিদেবীর শিষ্ট পূজাকে অগ্রাহ্য করা,
তাঁ'র আরাধনাকে অভিনন্দিত না ক'রে
ফাঁকিবাজির ফক্কিকারিতে
নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে তোলা ;
আর, তা'তে
বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি
সংকীর্ণতা লাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র ও ইতরই ক'রে রাখে,
সার্থকতা অর্থকে আমন্ত্রণ করে না । ২৫ ।

গণস্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে
বা তা'র অপব্যবহারে
আত্মপ্রতিষ্ঠার জলুসী প্রলোভনে
নিজেকে যতই ব্যয়িত কর না কেন,—
ঐ গণস্বার্থ-প্রতিষ্ঠ না হ'লে
ঐ ভূতুড়ে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস
তোমাকে ফাঁকির অধিকারী ক'রে
নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ক'রে তুলবে ;
তাই, যা'ই তা'ই কর—
সুকেন্দ্রিক সুষ্ঠুতার সহিত
তদর্থী গণস্বার্থকে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে
ঐ বর্দ্ধনা তোমাকে যা'তে প্রতিষ্ঠা করে
তেমনি ক'রেই চল—
যদি জীবনে সার্থক হ'তে চাও । ২৬ ।

মানুষের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বীবৃত্তি
অসঙ্গত চালিয়াতি শৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে
এমনতরই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রে থাকে
বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রমে,—
যা'র ফলে, অন্যের অন্তঃকরণকেও
দ্বিধা-দোদুল্য ক'রে
তা'র সহযোগী আকুতিকে
লাভ-লালসা-প্ররোচনায় খিন্ন ক'রে ফেলে,
ফলে, বিপর্য্যয় তো আসেই—
বিফল মনোরথ
বিধ্বস্তিকেও আমন্ত্রণ ক'রতে
কসুর করে না,
মনে রেখো, দ্বন্দ্বীবৃত্তি
প্রগতির উপচয়ী বর্দ্ধনার
একটা বিষাক্ত লাঞ্ছনা ;

তাই, শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যী হ'য়ে
কথায়-কাজে মিল রেখে চল—
বিষয় ও ব্যাপারের বাস্তব শুভ সঙ্গতিতে,
নয়তো, ঐ দারুণ ব্যাধি হ'তে নিস্তার পাওয়া
অতি দুরূহ। ২৭।

যোগ্যতার সাংঘাতিক ব্যাধিই হ'চ্ছে দ্বন্দ্বীবৃত্তি,
দায়িত্বঘাতী যা'রা, তা'রাই দ্বন্দ্বীবৃত্তি-পরবশ,
কোন দায়িত্ব নিয়ে
বা কাউকে কথা দিয়ে
যথাসময়ে না জানিয়ে
তা'র ব্যত্যয়, অপব্যবহার বা অন্য ব্যবহারকেই
দ্বন্দ্বীবৃত্তি বলে ;
যত বড়ই যোগ্যতা থাক্ না কেন—
দ্বন্দ্বীবৃত্তি যেখানে,
তা' ঐ যোগ্যতাকে জাহান্নমের দিকে
টেনে নেবেই কি নেবে,
তাই, যা'ই কর না কেন,—
ঐ দ্বন্দ্বীবৃত্তিকে এড়িয়ে চ'লতে চেষ্টা কর,
দায়িত্বশীল মানুষ
দক্ষ ও বোধিশীলই হ'য়ে থাকে ;—
সদনুদীপনা নিয়ে
দায়িত্বের অনুচর্য্যায়
যথাসময়ে তা' নিষ্পাদনই হ'চ্ছে
শুভ-সম্বর্দ্ধনার রাজপথ ;
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বরই শিব অর্থাৎ শুভ,
ঈশ্বরই সুন্দর। ২৮।

কুটিল অন্তঃকরণ
কটু মনোবৃত্তিরই স্রষ্টা। ২৯।

কাঁচা আমি
লোকপালী-সেবা-বিমুখ হ'য়েও
প্রাধান্য চায়—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক,
আর, তা' না হ'লেই দুঃখ পায় । ৩০ ।

বাইরের চালচলন দর্শনধারী হওয়া সত্ত্বেও
অন্তরে ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে—
ঐ চলৎশীল তৎপরতা নিয়ে
যা'রা চ'লতে থাকে—
অন্তঃশুদ্ধির তোয়াক্কা না রেখে
নিষ্ঠাপ্রভ তৎপরতায়,—
ঐ ব্যতিক্রম অন্তরে ফাটল সৃষ্টি ক'রে চলে,
তা'কে সৎ-নিরাকরণে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা
কঠিনই হ'য়ে থাকে,
কারণ, মানস-ব্যক্তিত্বই সেখানে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে চ'লতে থাকে,
তা'র ব্যবহার একরকম—
কিন্তু অন্তরদীপনা
অন্যরকম হ'য়ে থাকে,—
যা' নাকি বাহ্যিক চালচলনের উল্টো,
ভালবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও
বিকৃত তৎপরতায়
তা'র উল্টো করারই প্রবৃত্তি
সহজ সম্বৃদ্ধিপ্রবণ হ'য়েই চলে,
বাহ্যিকভাবে—
ঐ চলন পবিত্রসন্নিভ দেখালেও
তা' ব্যতিক্রমদুষ্টই,
ক্রিয়াদীপনী হ'য়েও কৃতি-তৎপরতায়
তা' ব্যতিক্রমেরই অনুপোষক হ'য়ে চলে ;

এই এমনতর অন্তর-ফাটল
যেখানে যেখানে থাকে—
সুশোভন-তৎপরতায়
তা'কে বিহিতভাবে বিন্যাস ক'রে
যদি শুভসন্দীপ্ত না ক'রে তোলা যায়,—
ঐ ফাটল চরিত্রের উপর আধিপত্য ক'রে
একটা বিকৃত ব্যক্তিত্বেরই সৃষ্টি ক'রে চলে,
আর, তা' মানুষকে সবেগে
অধঃপাতের দিকে নিয়ে যেয়ে
তা'কে দুর্ভাগ্য ক'রে
শয়তানের আশ্রয়ান্বিত ক'রে তোলে । ৩১ ।

আত্মনিবেদনী ঝোঁক
যদি আত্মজাহিরী ঝোঁকে
উদ্গতি লাভ করে
তাঁ'র নৈবেদ্য না হ'য়ে,—
তখনই বুঝবে—
প্রত্যাশার সত্তালাঞ্ছনী কুহেলিকাই
প্রবল সেখানে ;
সেইজন্য করা, হওয়া ও পাওয়া
পর্য্যায়ক্রমে লাঞ্ছিতই হ'য়ে চলে,
পরিণাম আসে– ব্যর্থতা নিয়ে,
কুটিল বঞ্চনা-বিদ্রূপের সহিত । ৩২ ।

যা'রা আত্মপরিচর্য্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত,—
সমীচীন সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তা'দের বোধের স্ফুরণ হওয়া সুকঠিন,
কিন্তু শ্রেয়-পরিচর্য্যা
বা অন্যের পরিচর্য্যা নিয়ে
যা'রা নিযুক্ত হ'য়ে চ'লতে বাধ্য হয়,
তাঁ'র সুবিধা ও সুস্থির দিক

নজর রেখে চ'লতে হয় ব'লে
তা'দের জ্ঞানও ক্রমশঃ
তেমনতর অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে—
সমস্ত ব্যাপারগুলির
প্রয়োজনমাফিক সঙ্গতি নিয়ে । ৩৩ ।

বিলাসী হ'তে যেও না,
বিলাসিতা অলস উপভোগেরই অভিশাপ,
সুক্রিয়া-সন্দীপী বোধ-অনুপ্রেরণা
ঐ বিলাসিতার শ্লথ হ'য়ে ওঠে । ৩৪ ।

তুমি উচ্ছল-সচ্ছল-নিষ্ঠা-বিহীন
পিচ্ছিল রাগ-আবেগ নিয়ে
যেমনতর যেদিকে
এগুতেই থাক না,—
পাতিত্য তোমাকে ধ'রবেই কি ধ'রবে । ৩৫ ।

প্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমে
তোমার আবেগকে শ্লথ ক'রে
যখনই অন্য কিছুতে তুমি
উচ্ছল-আবেগী হ'য়ে উঠলে—
তোমার গতিশীল সম্বর্দ্ধনা
দীর্ণ পদক্ষেপে
প্রবৃত্তিমুগ্ধ প্রতারণায় অভিভূত হ'য়ে
আত্মবিসর্জ্জন দিতে চ'লল । ৩৬ ।

অশ্রেয় উদাহরণ—
যা' অস্তিবৃদ্ধির অন্তরায়,
তা' যেন তোমাকে লুব্ধ না করে ;
কারণ, এই লুব্ধ হওয়া মানেই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলা । ৩৭ ।

বেঁচে থেকেও যে নিনড় তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে
বিড়ম্বনার পথে এগিয়ে যায়—
তা'র ঐ মূঢ় চেতনাই মূর্খতার ইন্ধন। ৩৮।

জীবন যা'র
একটানা অন্বয়ী নিয়মনায় চলে না—
অনুক্রিয় তৎপরতায়,
সব যা'-কিছুর মাধ্যমে,—
সে কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বৃত্তি-পরামৃষ্ট। ৩৯।

সত্তানুস্যূত জীবনমর্ম্ম
যা' প্রতিপাদ্য—
তা'র সঙ্গে যখনই
প্রবৃত্তির সার্থক সঙ্গতি না থাকে
তখনই বাদের সৃষ্টি হয়,
আর, তখনই ঐ প্রবৃত্তিকে মুখ্য ক'রে
তা'কেই প্রতিপাদ্য ক'রে নিয়ে
সব জিনিসটার ব্যাখ্যা
বিকৃত পথ অবলম্বন করে,
কৃষ্টিও দৈন্যপ্রাপ্ত হয় অমনি ক'রেই। ৪০।

যে-ক্ষুব্ধতা তোমাকে ক্ষোভান্বিত ক'রে রেখেছে,
প্রশ্রয় দিয়ে সেই ক্ষোভকেই যদি
পরিপুষ্ট ক'রে তুলে চল,
তা'কে যদি নিরস্ত ক'রে না তোল,—
ঐ ক্ষোভ-সম্বেগই
তোমার নিস্তারের পথ রুদ্ধ ক'রে তুলবে। ৪১।

সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে সতর্ক থেকো,
প্রার্থনানিরত থেকো,—
যেন কোন প্রলোভন

তোমাদিগকে অভিভূত ক'রতে না পারে,
ঢ'লে প'ড়তে না হয় তা'তে ;
তোমাদের অন্তঃকরণ যদিও আগ্রহান্বিত,
তথাপি পেশীগুলি কিন্তু দুর্ব্বল । ৪২ ।

অসূয়াবুদ্ধির উপগতি
তা' যেমনই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু ক্রূর,
সাত্বত চাহিদার সাথে
তা'র কোন সঙ্গতি নেইকো ;
ইষ্ট বা শ্রেয়জনে
যা'রা সেই দৃষ্টিসম্পন্ন,—
সৎ-শ্রদ্ধা সেখানে নেহাতই বিপন্ন । ৪৩ ।

মানুষ যখন দুর্দ্দশাগ্রস্তের
সুস্থি-অনুচর্য্যা না ক'রে
তা'কে অযথা দোষী সাব্যস্ত ক'রে
বিপন্ন ক'রতে চায়,
বুঝে নিও—
সেখানে দুষ্ট বুদ্ধিই বসবাস ক'রে থাকে প্রায়শঃ । ৪৪ ।

বিড়ম্বিত ঐতিহ্য, অশিষ্ট জন্ম,
দুষ্ট ব্যবহার, বিকৃত দূরদৃষ্টি,
আর ব্যতিক্রমী অনুচলন,—
এই কয়টিই
জীবনকে ব্যর্থ করার
দুষ্ট অভিচার । ৪৫ ।

ঘৃণা-লজ্জা-ভয়কে
আর লুব্ধ ক'রে তুলো না,
বেপরোয়া ক'রে তুলো না,

সমীচীন বিনায়নে সুসংযত
বা সুসংহত ক'রে তোল—
যা'তে বিহিত সন্দীপনায়
বৈধী নিয়মনী তাৎপর্য্যে
তা'কে ব্যবহার ক'রতে পার—
যে-ব্যবহারে লোক-মঙ্গল নিহিত থাকে । ৪৬ ।

দুষ্ট মন, কলুষিত মনোবৃত্তি
সব সময়েই সন্দেহের,
তা'র প্রভাবে মানুষ ভূতে পাওয়ার মত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'দের আশপাশে যা'রা থাকে
তা'রাও সংক্রামিত হয় ;
অযথা-সন্দেহশীলতা হ'তে বহুদূরে থেকো,
আর, সাবধান থেকো—
ঐ সন্দিগ্ধতা দ্বারা
তুমিও যা'তে সংক্রামিত না হও । ৪৭ ।

তোমার দুষ্কর্ম্মকে
নানারকম ভাঁওতায়
লোকচক্ষু হ'তে আড়াল দিয়ে রাখতে পার,
কিন্তু ঐ দুষ্কর্ম্ম
তোমার মস্তিষ্কলেখায় নিহিত থেকে
তোমার বোধ ও প্রবৃত্তিকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রবে,
যা'তে তুমি ওরই প্রেরণাপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
শত-শত অপকর্ম্মে নিজেকে
নিগৃহীত ক'রতেই থাকবে,
রেহাই পাওয়াই দুরূহ হবে ওর হাত থেকে ;
নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায়
তদনুবর্ত্তনী আত্মনিয়ন্ত্রণে

ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
জয়শ্রীমণ্ডিত হওয়া,
কারণ, ঐ অচ্যুত শ্রেয়ার্থ-অনুরতিই
তোমার মস্তিষ্ক-লেখাগুলিকে তদনুকূলে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী এমনতরভাবেই বিন্যস্ত ক'রবে,—
যা'তে তুমি নবীন আলোক নিয়ে
নবীন উদ্গীতিতে উদ্গত হ'য়ে উঠবে । ৪৮ ।

যখন অপকর্ম্ম করি,
সে যে-কোন অপকর্ম্মই হো'ক না কেন—
তা'র গভীরতা-অনুপাতিক
আমাদের বিধানেও
তেমনতরই গভীর ছাপ প'ড়ে থাকে,
আবার ঐ ছাপ-অনুপাতিক
তা' দুর্ব্বল বা সবলক্রিয় হ'য়ে থাকে—
বিধানকে জড়িত ক'রে,
বিধানকে অমনতরভাবে বিক্ষত ক'রে
বা স্বল্পাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে ;
আবার, ঐ বিকৃতি জন্মগতভাবেও থাকতে পারে,
অথবা অবক্রিয়ায় অর্জ্জিতও হ'তে পারে ;
বিধানের এই বিকৃতিই ব্যাধি,
অর্থাৎ বিধানের বিকৃত ধৃতি ;
যে যেমনতর সুনিয়ন্ত্রিত, সদাচারী,
অর্জ্জিত বিকৃতি তা'র তেমনি কম,
সে জন্মগত বিকৃতি হ'তেও অনেক সময়
অনেকখানি রেহাই পেতে পারে সহজে—
উপযুক্ত বিপাকমোচন-অনুচর্য্যায় ;
তাই, সুকেন্দ্রিক, সুনিয়ন্ত্রিত
সদাচারী হ'য়ে চ'লতে থাক,
অনেক বিপাক এড়িয়ে
অল্প পীড়নের ভিতর-দিয়ে অনেক সময়

সুস্থিকে উপভোগ ক'রতে পারবে,
দুঃস্থি তোমাকে
বিপাকবিদ্ধ ক'রতে পারবে কমই । ৪৯ ।

যেখানেই ব্যতিক্রম কর না—
থাকায়, করায়, বলায়, চলায়,—
সাত্বত কল্যাণকে
তা'ই ব্যাহত ক'রবে,—
সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাহত হবে তুমি,—
ব্যাহত হবে তোমার পরিবেশ,—
ভাগ্যলক্ষ্মী অবনতমস্তক হ'য়ে রইবেন ;
আর, তাঁর চক্ষু হ'তে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুপাত
তোমার সার্থকতার ব্যর্থতার প্রতীক-স্বরূপ
প্রতি কর্ম্মে শ্রমনিয়োজন-তাৎপর্য্যে ক্ষরিত হ'য়ে
তোমার চলৎ-সম্বেগকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলবে ;
সাবধান ! ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে চল,
তা'র প্রশ্রয় দিও না । ৫০ ।

নিকৃষ্ট বা স্বল্পকৃষ্ট যা'রা—
তা'দের শ্রদ্ধাহারা প্রভাবে
উৎকৃষ্ট যা'রা
যতই প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে,
ততই উৎকর্ষ অপকর্ষে ক্রমে-ক্রমে
আত্মবিলয়ই ক'রতে থাকবে ;
তা'র ফলে, নিকৃষ্ট বা স্বল্পকৃষ্ট যা'রা
উৎকর্ষী আদর্শ-অভাবে
শ্রদ্ধাপূত অনুচর্য্যা-অভাবে
অপলাপেই ক্রম-অবশায়িত হ'য়ে
নিজেদের অবসান আবাহন ক'রে চ'লবে—
অজ্ঞতার অপগতি আঁকড়ে ধ'রে,
উৎকৃষ্ট ও উৎকর্ষণাকে অবদলিত ক'রে । ৫১ ।

যতই তুমি সৎ বা শুভ সন্দীপনার সহিত
বিভেদ সৃষ্টি ক'রে চ'লবে—
ব্যতিক্রমী তৎপরতা নিয়ে,—
ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্যও তোমাতে
ততই ভেদপ্রাপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
সব কিছু পেয়ে—
সার্থকতার সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
যতই তা' বিনায়িত ক'রতে পারবে,—
সম্বেদনার বিনায়ন-বিগ্রহ
ততই তোমাতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লবে—
তোমার চালচলনের ভিতর-দিয়ে
স্বস্তি-আশীর্ব্বাদে বিনায়িত হ'য়ে। ৫২।

মিথ্যা তা'ই—যা'র বাস্তবতা
খুঁজে পাওয়া যায় না,
কিংবা বাস্তবতাকেই
অবাস্তব ক'রে তোলে—
ভ্রান্তির আকৃষ্ট অনুবেদনা নিয়ে,
তা'র ফলে হয়—
মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া,
যা' তোমার সাত্বত সত্তাকে বিড়ম্বিত ক'রে
ব্যতিক্রমের দিকেই নিয়ে চ'লে থাকে ;
তাই বলি—তুমি কোন অবস্থাতেই
কোনরকমে ঐ ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না,
যা'কে যেমন জায়গায়
যেমনতরভাবে লাগাতে হয়
তেমনতরভাবে বিনায়িত ক'রো—
তা'র বিকাশ দিয়ে
সার্থকতায় দৃষ্টি রেখে
অব্যাহত জীবনীয় উর্জ্জনা নিয়ে। ৫৩।

আসক্তির লেলিহান নিষ্ঠা
বিধিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
ভ্রান্ত যুক্তির অবতারণায়
বিবেক-বিচারণায়
নিজেকে সমর্থন ও সক্রিয় অনুষ্ঠানে
যখন নিয়োজিত ক'রে চলে—
শ্রেয়চর্য্যাকে অবহেলা ক'রে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতাকে বিদ্রূপ কটাক্ষে
অবলাঞ্ছিত ক'রে,—
মানুষের অন্তরাত্মা
বিহ্বল স্ফুরণায়
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে তখনই—
কুৎসিতের পরিহাস-পঙ্কিল
নারকীয় আলিঙ্গনের
মূঢ় সন্দীপনায়
আশার স্তোক-শিহরণায়
নিজেকে বিকম্পিত ক'রে,
নরক তখন থেকেই
'স্বাগতম্'-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে । ৫৪ ।

শয়তানের কাছে তুমি লোপাট হ'য়ে যাও—
এর চাইতে তোমার ব্যক্তিত্বের অবমাননা
আর কী আছে ?
বরং শয়তান তোমার কাছে শিষ্ট হ'য়ে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
তোমার সাফল্যের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
তবে তো তোমার ইষ্টার্থ-গৌরব
সার্থক হ'য়ে উঠবে !
আত্মপ্রসাদ তো সেখানেই । ৫৫ ।

বিরক্ত বা ক্রোধবিহ্বল হ'য়ে
যে যা' বলে বা করে,
তা' কিন্তু তা'র অন্তঃ-প্রবৃত্ত ভাবেরই লক্ষণ,
মোদ্দা কথায়
সে তেমনিই মানুষ,
তা' সে যেমনতর খোলসই
প'রে থাকুক না কেন,
আর, সে-সময় যে-সব পরিবর্ত্তন হয়,
তা'ও কিন্তু অন্তরেরই পরিবর্ত্তন—
তা' কা'রো কম কা'রো বেশী ;
আবার, অনেককে এমনও দেখতে পাওয়া যায়,
যা'রা রাগলে বা বিরক্ত হ'লে
ভালও কয় না, মন্দও কয় না,
শুধু 'হাঁ' 'হুঁ' ক'রে কাটায়,
কিন্তু করে খারাপ,
অর্থাৎ, সুবিধা পেলেই প্রতিশোধ নেয় ;
তা'দের অনুকম্পী অনুচর্য্যা
দেখতেই পাওয়া যায় না,—
যদিও এমনতর লোক কম ;
আবার, বন্ধুত্বের ভান ক'রে প্রতিশোধ নেয়—
এও অনেক দেখতে পাওয়া যায়,
সে-বন্ধুত্ব—
কৃতিপরিচর্য্যাহীন দরদহারা ছলনা-মাত্র । ৫৬ ।

আক্রোশে নয়, ইষ্টানুগ অনুচলনে
বাস্তব শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চতুর চৌকস বিবেচনায়
হৃদ্য উৎসারণী অনুবেদনায়
যেখানে যখন যে-মুহূর্ত্তে ক্রোধ করা উচিত,
সেখানে ক্রোধ ক'রবে,
লোভের প্রয়োজন যেখানে—লোভ ক'রবে,

মদ-মোহের প্রয়োজন যেখানে—
সেখানে তা'ই ক'রবে,
এমনি ক'রে তুমি ষড়রিপুকেই
শুভ-অনুধ্যায়িতায় যেখানে যেমন প্রয়োজন
সমীচীন বিবেচনায় ব্যবহার ক'রো,
ছল, বল, খলতা ও কৌটিল্যকেও
অমনতরভাবে প্রয়োজন-মত
বিহিত বিনায়নে বিহিত চালে
চাতুর্য্যের সহিত ব্যবহার ক'রো—
যা'তে যথাসত্বর তা'
শুভ-ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে,
নয়তো, অন্তঃস্থ পরাক্রম
শুভপরিচর্য্যাবিমুখ হ'য়ে
সংকীর্ণ হ'য়েই উঠবে,
তোমার আগ্রহ অনুগ্রহ-বিস্তারে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে
কোথাও অন্যায়ের
প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা নিরাকরণ
ক'রতে পারবে না—
ওজোদীপ্ত বিহিত অনুচলনে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে যদি না চল,
কিন্তু স্বার্থসমাহিত অন্তঃকরণে
আক্রুদ্ধ অভিচারে যদি এগুলি ক'রতে চাও
বা ব্যবহার কর,
তা' কিন্তু তোমাকে শীর্ণ ও ধুক্ষিত ক'রেই তুলবে ;
বিবেচনার সহিত যা' ক'রতে হয় ক'রো,
তোমার শুভ-অনুধ্যায়িতা যেন
সক্রিয়তায় প্রকট হ'য়ে ওঠে সেখানে,
ফল কথা, কল্যাণপ্রসূ না হয়—
এমনতরভাবে কোন প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দিও না,
তা' কিন্তু অপরাধের, অধঃপাতের । ৫৭ ।

ক্রোধ সেখানেই ক'রো—
সুষ্ঠু হনন-তাৎপর্য্যে,—
যা'তে যা'র উপর ক্রোধ ক'রছ—
সে প্রবুদ্ধ হয়,
কিন্তু ব্যথাবিদ্ধ না হয় ;
যেখানে অপচয়, অপচার,
কুপ্রবৃত্তির সন্ধিক্ষু সন্দীপনা
মানুষকে লোলুপ ক'রে চ'লেছে—
সেখানে তা' নিরোধ কর—
যদি অভিমানের টিট্‌কারিতে নিজেকে
ঠাট্টার সামগ্রী ব'লে মনে না কর,
আর, নিরোধ ক'রতে যদি ক্রোধ লাগে,
এমনতর শিষ্ট ক্রোধ কর—
যা' আনন্দের হয়, শুভসন্দীপী হয় ;
এমনি ক'রেই তোমার রিপুগুলিকে ব্যবহার ক'রো—
যে-ব্যবহার ব্যতিক্রমদুষ্ট না ক'রে
মানুষকে মার্জ্জিত ক'রে
সুযুক্ত সন্দীপনায় নন্দিত ক'রে তোলে—
তৃপণ-উচ্ছ্বাসে,
যদিও ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা
তা'দের পক্ষে এগুলি কষ্টসাধ্য,
তা'দের এমন অনুকম্পা
বা প্রীতি-সঞ্চারণী তৎপরতা থাকে না,—
যা'তে তোমার ভালর জন্যে
যদি কেউ কিছু করে
তা'তে সে
অপমান বোধ না ক'রে থাকতে পারে,
এই অপমান বোধ করাই যে কী—
সে পাগলরা
তা'ও বুঝতে পারে না ;
বিহিত সন্দীপনায়—তুরীয় তৎপরতায়

সক্রিয় চর্য্যানিপুণ মূর্চ্ছনায়
অন্তরের অধিষ্ঠিত যিনি তাঁকে সুমূর্ত্ত ক'রে
শুভসন্দীপী যা' তা'ই ক'রে চ'লো,
আর, নজর রেখো সেইরকম,
দেখো—কোথাও-কোথাও সার্থকতা এলেও
যা'রা নিষ্ঠাবিহীন—অনুরাগবিহীন—আনুগত্যহারা—
কৃতিসম্বেগ যা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট—
শ্রমসুখপ্রিয়তা যেখানে অলসপন্থী—
সেখানে তা'রা অপমানিতই হ'য়ে ওঠে,
অভিমানসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সেখানে দেখতে পাবে এ-কথার সার্থকতা—
'নরক কী মূল অভিমান' ;
তথাপি—সুন্দরে সুষ্ঠু ক'রে তুলতে যা' করণীয়—
তা' ক'রে যেও,
আত্মতৃপ্তি না হ'লেও
তোমার চেষ্টা পরিতৃপ্ত থাকবে হয়তো । ৫৮ ।

অবিবেকীর মত যেখানে-সেখানে
রাগত হ'য়ে উঠো না—
একমাত্র অসৎনিরোধী তৎপরতা ছাড়া,
আর তা'ও যেন শুভসিক্ত হয় ;
উপযুক্ত স্থলে যদি রাগ ক'রতেও হয়—
যা'তে যা'র উপর রাগ ক'রছ
তা'র অন্তঃস্থ অনুবেদনা
শুভসন্দীপী হ'য়ে থাকে—
সেইভাবে ক'রো,
তা' যদি তোমার
সঙ্গচ্যুতি লাভ ক'রেও হয়,—
তা'তেও কিন্তু দুঃখের কারণ নেই ;
সমস্ত রিপুগুলিকেই
ঐ শুভ-সন্দীপনা নিয়েই ব্যবহার ক'রো ;

এই শুভ-অনুবেদনা
যদি তা'র ভিতর থাকে —
সে বিরক্ত হ'তে পারে—
কিন্তু বিকৃত হবে না,—
যে-বিকারকে উচ্ছেদ করার জন্য
তুমি রাগান্বিত হ'য়েছ—
কিংবা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছ—
শিষ্ট তাৎপর্য্যে হয়তো কতকগুলি কথা ব'লেছ—
অনুকম্পী তৎপরতায় ;
যদি কখনও কা'রো
এমনতর নিষ্ঠানিবেশ না থাকে—
যা'তে সে সেগুলিকে সহ্য করে,
তখন সে হয়তো তোমাকে
অপদস্থই ক'রে তুলল,
কিন্তু ভাল'র প্রতি তা'র অভ্যর্থনাকে
কখনও কৃত্রিম ক'রে তুলো না ;
ঠগ্‌বাজির তাড়নায় নানা কায়দা নিয়ে
হামবড়ায়ী তৎপরতায়
অবমানী মানের সংশ্লেষ
যে-অশুভের সৃষ্টি করে—
যত পার—
তুমি তা'তে আক্রান্ত হ'য়ো না ;
নিষ্ঠা যা'দের অশিষ্ট—তা'রা ভঙ্গুর,
তা'দের চরিত্রে
ভাল দেখা কঠিন,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ যা'-কিছু আছে—
সেগুলিকে আঁকড়ে ধ'রে
তা'রা নিজের ব্যক্তিত্বকে
গুছিয়ে নিতে চায়
তোমার এতটুকু আঘাতই
তা'দের কাছে মনে হয়

বজ্রপাতের মতন,
আর, করেও তা'রা তেমনি,
কিন্তু সে-আঘাতও যেন
অনুকম্পী তাৎপর্য্যমাখা হয়,
তা'তে ব্যথা পেতে পার—
তবুও অনেকখানি পথকে
পরিষ্কার ক'রে তুললে ;
যা'রা তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
সইতে পারে না,
এমনতর নিষ্ঠানিবেশ নাইকো,—
তা'দের মূলধনেই খাঁকতি,
তা'রা ব্যক্তিত্বের সম্বর্দ্ধনাকে
বোধ ক'রতে পারে না,
ডাকাতি ক'রে, চুরি ক'রে, ঘুষ নিয়ে
বা যে-কোন উপায়েই হো'ক
অর্থশালী হ'তে পারে,—
শ্রেয়ার্থ তা'দের জীবনে
সার্থকতা লাভ করে না,
ভূতকে ফাঁকি দিয়ে খায় তা'রা—
ভূতুড়ে তৎপরতায়,
কিন্তু ঐ ভূতই তা'র ভৃত্য না হ'য়ে
মনিব হ'য়ে তা'র ব্যক্তিত্বে
একটা মন্বন্তর সৃষ্টি ক'রে দেয়—
যা' অপঘাত-উদ্দীপনী তৎপরতায়
পরামৃষ্ট হ'তে থাকে ;
তাই বলি—
নজর ঠিক রেখো,
হিসেব ক'রে চ'লো,
মানুষের যা'তে ভাল হয় তা'ই ক'রো,
তোমার ব্যক্তিত্বের তৃপ্তিদীপনা
অজচ্ছল হ'য়ে চলুক—

লাখ বেদনাকে অতিক্রম ক'রে,
স্বস্তির দীপালী চুম্বনে। ৫৯।

দোষদৃষ্টি, স্বার্থসংকীর্ণ অনুচলন
মানুষের শুভদৃষ্টিকে ও শুভ-ইচ্ছাকে
আমন্ত্রণ ক'রতে জানে না। ৬০।

মহাপুরুষদের নিন্দা ক'রো না,
কিন্তু ব্যত্যয়ী অনুসরণকারীদের
বরং বিনায়িত ক'রো—শুভে—মহানে। ৬১।

শ্রেয় বা মহৎ-দূষকদের আশ্রয় দেওয়া
বা আশ্রয় নেওয়া
নিরাশ্রয় হওয়ারই উপক্রমণিকা—
তা' কি অন্তরে, কি বাহিরে। ৬২।

যে যা'র যেমন প্রিয়
তা'র প্রতি কা'রও
বিন্দুমাত্র বা বিশেষ অবহেলা—
অবজ্ঞাকারীর সঙ্গে
সম্বন্ধ ও সহযোগকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে। ৬৩।

অবতার-পুরুষদের প্রতি যে ভেদজ্ঞান—
তা' যেমন পাপের,
প্রত্যেকের সমাবর্ত্তন-সন্দীপনায়
ঘৃণা দেখানো—
তা'র চাইতেও অধম। ৬৪।

যা'রা কা'রো আশ্রয় হ'তে পারে না—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা নিয়ে,

অসৎ-নিরাকরণায়,
তা'রাই প্রশ্রয়ের অন্যায্যতা সম্বন্ধে
মুখর হ'য়ে ওঠে বেশী । ৬৫ ।

পরিশোধন-পরিচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে
তোমার দোষদৃষ্টি
যতই সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
তোমার অন্তঃকরণও হ'য়ে উঠবে তেমনতর । ৬৬ ।

কেউ যদি তোমাকে নিন্দা করে—করুক,
কিন্তু খুব খেয়াল রেখো—
তোমার চলনচরিত্রে নিন্দনীয় কিছু
যেন কোনক্রমেই
স্থিতিলাভ ক'রতে না পারে,
নিন্দা ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে আপনিই । ৬৭ ।

অন্যায়কারীর প্রতি নিয়ত নিন্দাবাদ
ও প্রীতিচর্য্যাহারা ব্যবহার
তা'কে উস্কিয়ে দিয়ে থাকে,
মরিয়াই ক'রে তোলে,
ফল কথা,
পরোক্ষে প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকে । ৬৮ ।

কা'রও নিন্দায়
তোমার অন্তঃস্থ নিন্দার প্রবৃত্তি
যেই মাথা তোলা দিল,
অথচ নিরোধ বা প্রতিবাদ ক'রলে না,—
তুমি কি চিনতে পারনি যে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
তখনও কলঙ্ক-ক্লিষ্ট ? ৬৯ ।

দোষদর্শী সমালোচনা সার্থক তা'দেরই পক্ষে—
নিরাকরণী-প্রেরণা সক্রিয়তায়
উদগ্র হ'য়ে উঠেছে যা'দের অন্তরে রূপ নিয়ে,
কিন্তু নিরাকরণ-অন্ধ দোষদর্শী সমালোচনা
যা' সুষ্ঠু গঠনমূলক মোটেই নয়কো—
তা' যেমন ক্ষতিকর তেমনি অবসাদ-উৎপাদক,
তেমনি মূঢ় স্বার্থসন্ধিৎক্ষু। ৭০।

যদি কা'রও কোন ব্যাপারে দরদীই হ'য়ে থাক—
যা'তে তা'র দুঃখের নিরাকরণ হয়,
বাস্তব অনুচর্য্যায় তা আগে কর,
তা'র পরে, যা' পারছ না—
তা'র জন্য অন্যকে দোষারোপ না ক'রে
তা'দের সাহায্য যাচ্ঞা কর—
অনুকম্পাকে স্বতঃ-উৎসারিত ক'রে তুলে ;
মানুষের দোষের সমালোচনা ক'রে
কা'রও বাস্তব সহানুভূতি পাবে না—
তা' তোমার নিজের বেলায়ই হো'ক
বা অন্যের বেলায়ই হো'ক। ৭১।

যা'রা কা'রও প্রতি অসন্তোষ
বা অবিশ্বাস পোষণ ক'রে
নিন্দা-অপবাদ রটিয়ে চলে,
অথচ যা'কে উপলক্ষ্য ক'রে তা' করে—
তা'র অবস্থা, উদ্দেশ্য যা'-কিছুকে
বিবেচনা না ক'রে
আত্মসমর্থনের খাতিরে তা' ক'রে বেড়ায়,
তা'রা ঘৃণ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন,
কুৎসিত মনোবৃত্তিই তা'দের চালক ;
জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—
তা'রা যা'র বিষয়ে যা' ব'লছে

তা'র অবস্থা ও ঐ ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে
জিজ্ঞাসা ক'রে
উপযুক্ত প্রামাণিক অনুসন্ধানে
তা'র উদ্দেশ্য-অবগতির সহিত ব'লছে কিনা,
তা' যদি না জেনে থাকে,
তৎক্ষণাৎই বুঝে নিও—সে কী। ৭২।

কা'রও নিন্দনীয় কিছু ব'লতে গেলেই
সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে দেখো
প্রশংসনীয় তা'র কিছু আছে কিনা—
এবং সেই প্রশংসনীয় যা'
তা'র চরিত্রে দেখছ বা বুঝতে পারছ
তা'র স্তুতিবাদেও বিরত থেকো না—
তাতে লাভ কিন্তু তোমার বেশী,
ঐ নিন্দাবাদ তোমাতে আবিষ্ট হ'য়ে
গলাধাক্কা দিয়ে তোমাকে
নিন্দক-শ্রেণীভুক্ত ক'রে তুলতে পারবে কমই ;
আবার দেখো,—তোমার স্তুতিবাদ
—যে-নিন্দার কথা ব'লছ
তা'কে কোনক্রমে
পরিপুষ্ট না ক'রে তুলতে পারে যেন ;
তাই, নিন্দনীয় যা' তা'কে নিরুদ্ধ কর,
আর, প্রশংসনীয় যা'
তা'কে উচ্ছল ক'রে তোল। ৭৩।

কাউকে নিন্দা ক'রতে যেও না,—
কা'রও কাছেই নয়—
বিশেষ স্থল ব্যতীত,
কোথাও নিন্দা ক'রতে হ'লেও
তা' এমনতর
হৃদ্য প্রীতিসন্দীপনী হওয়া উচিত,

যা'তে তোমার ঐ নিন্দা-কথনের ফলে
সে সংশোধনপ্রয়াসী হ'য়ে ওঠে,
শত্রুতাকে পরিহার করে,
আর, বিরোধ নিরুদ্ধ হয়,
প্রীতি-আন্তরিকতা নিয়ে
অনুসেবন ও অনুপ্রেরণ-তৎপর হয়ে ওঠে—
পারস্পরিকতায় ;
সম্ভ্রমাত্মক সৎ-নিষ্ঠা যেখানে
প্রীতি ও সেবা যেখানে,— সেখানেই শ্রী,
আর, ঈশিত্বের অধিষ্ঠানও সেখানে তেমনি । ৭৪ ।

কেউ যদি তোমার সমক্ষে
কা'রো নিন্দাবাদ করে—
তা' যথা বা অযথা ব'লে তোমার
মনে হো'ক না কেন,
তুমি তা' রটাতে যেও না,
বিহিত যা বিবেচনা কর,
শুভ-সমীচীনতার সহিত
সম্ভব যা' তোমার পক্ষে তা' তুমিই ক'রো—
নিরাকরণের দিক-দিয়ে ;
কিন্তু ভাল যা'—সবা'কে ব'লো,
আর, তা'দের সঙ্গে
তুমিও উপভোগ ক'রো—
আপনার জনের মত ;—তৃপ্তি পাবে । ৭৫ ।

প্রয়োজনীয় স্থলে
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুচর্য্যা ছাড়া
অকারণ বা স্বল্প কারণে
মানুষের কাজে বা চরিত্রে
টিপ্পনী কাটা ভাল নয়কো ;
কা'রো বিষয়ে কোন কথা ব'লতে গেলে

যথাসম্ভব সৌজন্যের সহিত ব'লো,—
যা'তে অন্যের কাছে
তা'র বিষয় যা' ব'লছ,
সে-ও যদি তা' শোনে—
সুখী ছাড়া দুঃখিত হওয়ার সম্ভাবনা
যেন তা'র না থাকে ;
এমনি ক'রে চলা—
এ-ও একটা জঞ্জাল এড়ানোর
টোটকা পন্থা,
এতে বরং তৃপ্তি পাবে,
মানসিক বিরক্তি
বা খোঁচা খাওয়ার হাত হ'তে
অনেকটা রেহাই পেয়ে
চ'লতে পারবে। ৭৬ ।

অভিযোগ ক'রে
বা কাউকে দোষারোপ ক'রে
সহযোগিতা কমই মিলে থাকে,
পাওয়াই যায় না তা',
বরং বিহিত মন্ত্রগুপ্তি ও বিশ্বস্ততা-সমন্বিত
আপ্যায়নী আগ্রহ, প্রশংসা, সমবেদনা
ও ভাববিনিময়ের ভিতর-দিয়ে
সহানুভূতি ও সহযোগিতা সংঘটিত হ'য়ে থাকে ;
যেখানে তা' নাই—
সেখানে দোষদৃষ্টি ও অখ্যাতি ছাড়া
আর কী সম্বল থাকতে পারে ?
সেখানে যা'ই চাও,
তা' ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য । ৭৭ ।

যে বা যা'রা তোমার কাছে
অন্যের নিন্দা করে—

যা'দের নিন্দা ক'রছে
তা'দের কাছে কখনও
অনুগ্রহ পেয়েও,—
বা কোথাও কা'রও কাছে
অমনতরভাবে নিন্দা ক'রেও
পরিবেশে সহজে ঘোরাফেরা করে—
ঐ নিন্দুক চলন নিয়ে,—
তুমি যদি তাদের চিনে নিতে না পার,
তোমার অন্তরেও যে
বিষাক্ততা বসবাস করে— তা' অতি নিশ্চয় । ৭৮ ।

যে বা যা'রা তোমার পক্ষে জীবনীয়, হিতপ্রসু,
তা'দের নিন্দা করা—
যেমন ঋষিনিন্দা, বিপ্রনিন্দা,
হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনদের নিন্দা,—
জীবন ও আয়ু হ'তে
বঞ্চিত হওয়ার
প্রধান সোপান,
আর, ব্যভিচারপরায়ণ হ'য়ে চলাও তদ্রূপই,
কারণ, এই দোষের বিকৃত সংঘাতে
স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হ'য়ে
জীবনীয় দেহযন্ত্রগুলিকে
দুর্ব্বল ক'রে তোলে,
এমনি ক'রেই জীবনধৃতি
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তাই, ধর্ম্ম বা ধৃতির নিন্দক হ'য়ে
ব্যভিচারপরায়ণ চলন—মৃত্যুর অগ্রদূত । ৭৯ ।

দোষের জন্য কাউকে ঘৃণা ক'রে,
অবজ্ঞা ক'রে, নিন্দা ক'রে,
বা তা'র প্রতি দুর্ব্ব্যবহার ক'রে

ও বিরক্তি পোষণ ক'রে
কিংবা দোষের প্রশ্রয় দিয়ে
ঐ অবগুণের অযথা ইন্ধন হ'তে যেও না,
বরং তা'র
পরিশুদ্ধিপ্রয়াসী ও সত্তাপোষণী হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তুলো ;
বেকুবের মত
অন্যের প্রতি দোষদৃষ্টিতে দুষ্ট হ'য়ে
নিজেকে ঠকাতে যেও না,
তাই ব'লে, অসৎকেও নিরোধ ক'রতে
নিরস্ত থেকো না—হৃদ্য ব্যবহারে,
স্মরণ রেখো,
তোমার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত অনুপ্রেরণা
মানুষের প্রতি যেমন ব্যবহার ক'রবে—
তা'দের হ'তে পাবেও তা'ই । ৮০ ।

যা'রা দায়িত্বশীল লাগোয়া হ'য়ে
কোন-কিছুর সমাধান ক'রতে পারে না,
অথচ অন্যের
কুৎসিত সমালোচনা করে,
ঐ সমালোচনাই
তা'দের নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে
আলোচনা ক'রে থাকে—
বাস্তব ব্যবহারে ;
তাই, পার তো, কা'র কতটুকু
শুভ-স্ফুরণী আকুতি ও কর্ম্ম আছে—
খুঁজে-পেতে বের কর,
আর, তা'ই দিয়েই তা'কে আপ্যায়িত কর,
নয়তো, খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে
যদি বিষিয়ে তোল,—

পরিবেশও তোমাকে বিষাক্ত ক'রে তুলবে,
অপদস্থ ক'রবে । ৮১ ।

তুমি না-জেনে, না-বুঝে
বা কোন মনগড়া ধারণা নিয়ে
প্রলোভন-নিগৃহীত হীনম্মন্য দৈন্যের প্রতিষ্ঠায়
প্রাজ্ঞোপম চালচলনে
পরিবার ও পরিবেশের ভিতর
নিজের আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
সমাজ ও রাষ্ট্র-বিষয়ক
কুৎসিত সমালোচনা ক'রতে যেও না,
বিতৃষ্ণার বিষ ছড়িয়ে দিয়ে
তোমার সত্ত্ব-সাত্ত্বিক কৃষ্টি, ধর্ম্ম
ও গোত্রীয় জীবন্ত রক্তকে
অযথা কলঙ্কিত ক'রে তুলো না,
নিজের পারিবারিক সংহতিকে ধ্বংস ক'রে
নিজের ধ্বংসকে আবাহন ক'রো না,
কৃষ্টি, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
বিষাক্ত ক'রে তুলো না—
যে-বিষে সপরিবেশ তুমিও
তোমার সন্তানসন্ততি-সহ জর্জ্জরিত হ'য়ে
মর্য্যাদাবিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতায়
নিস্তারহারা, দুর্ব্বিষহ, সমবেদনাহীন,
মর্ম্মন্তুদ পরিসমাপ্তিতে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—
সন্তানসন্ততিদের ভিতর-দিয়ে
তোমার রূপান্তর, পরিক্রমা খতম হ'য়ে উঠবে ;
দৃষ্টিকে দীর্ঘপ্রসারিত কর,
বিবেচনা কর, বুঝে দেখ । ৮২ ।

শ্রেয় যিনি, শুভানুচর্য্যী যিনি,
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যানুগ প্রয়োজনপালী যিনি,

যিনি দরদী, তাঁ'র যে নিন্দা করে—
সমালোচনার দুষ্ট কূটচক্ষু নিয়ে
বা সরাসরিভাবে,
—নিজে কোন-না-কোনরকমে
সম্পোষিত হ'য়েও,—
বালকই হোক আর বৃদ্ধই হো'ক,
জ্ঞানীই হো'ক আর মূর্খই হো'ক,
তা'র আন্তরিক বিনায়না কুৎসিত বা কৃতঘ্ন ;
এমনতর দেখলেই সমীচীন তৎপরতায়
তা'র ঔচিত্য-অপলাপী
অর্থাৎ, মিলন-ব্যত্যয়ী প্রবণতাকে
নিরসন ক'রতে চেষ্টা কর,
সে যদি তোমার সংশ্রয়ে থাকে
তবে তো ক'রবেই,
পরিবেশের সংশ্রয়ে থাকলেও
তা'কে যদি নিরোধ ও নিরসন না কর,—
ধুক্ষা ক্ষোভান্বিত ক'রে তুলবে
তোমাকে যেমন, তেমনি অপরকেও । ৮৩ ।

নিজের দোষত্রুটিকে সংশোধন না ক'রে
বা সংশোধনে সমীচীন প্রয়াসশীল না হ'য়ে
যদি কেবল অন্যের দোষত্রুটিই ধ'রে বেড়াও,
কিছুদিন পরে দেখতে পাবে—
তোমার ভিতরে অজচ্ছলভাবে
ঐ সব দোষত্রুটি এসে বসবাস আরম্ভ ক'রছে,
তা'র উপরে আধিপত্য ক'রছে
তোমার আহাম্মক অহঙ্কার,
তোমার দোষের সম্বন্ধে কেউ কিছু ব'ললেই
তুমি ঘোর অসন্তুষ্ট হ'য়ে প'ড়ছ ;
তাই বলি, সর্ব্বতোভাবে,
নিজের দোষত্রুটিগুলিকে সংশোধন ক'রে,

সমীচীনভাবে শুভ চলনাকে আয়ত্ত ক'রে
বেশ সাবুদ হ'য়ে দাঁড়াও,
অনুকম্পী শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
প্রীতি-নিয়মনায় আশাশীল ক'রে
অন্যকে দোষত্রুটি হ'তে মুক্ত ক'রতে চেষ্টা কর,
তুমিও মুক্তি পাও, অন্যেও দোষমুক্ত হো'ক ;
আর, সবারই প্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ—
এমনি পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়েই। ৮৪।

তোমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে
যদি কারো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকে,
বা কেউ যদি তোমার নিন্দাবাদ করে,—
তুমি কখনও তা'র নিন্দা
বা বিরুদ্ধবাদ ব'লতে যেও না—
বিশেষ ক'রে তা'র পরোক্ষে,
বরং যদি প্রয়োজন হয় ব'লো—
'এই কারণে আমি হয়তো তা'র তৃপ্তিপ্রদ
হ'তে পারিনি,
তাই এমনতর বলে,'
আর, সতর্কতার সহিত তা'র অনুকূলেই
যা'-কিছু ব'লবার ও ক'রবার
ব'লো ও ক'রো,
এমন-কি, তা'র প্রতি অন্যের নিন্দাবাদেও
তুমি প্রতিবাদ ক'রো—
সতর্ক তৎপরতার সহিত ;
আর, এমনতরভাবে চল—
সে যেন তোমার চলন-চরিত্রে,
বা আচার-ব্যবহার-কথার ভিতর-দিয়ে
কোনরূপ ছিদ্রই না পায়—
তোমার সম্বন্ধে কোন কুৎসিত ধারণা ক'রবার ;

এমনিতরভাবে চ'লতে চ'লতেই দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্বের সহিত তা'র পরিচয় হ'চ্ছে,
মুখে যা'ই বলুক, অন্তরে সে তোমাকে
আপনার জন ব'লেই গ্রহণ ক'রছে ;
এর ভিতর-দিয়েই
সে অন্তর-যন্ত্রণা হ'তে রেহাই পাবে,
আর, একদিন তোমাকে নিজের ক'রে পেয়ে
তৃপ্তিলাভ ক'রবে। ৮৫।

কোন সর্ত্তনিবন্ধ না হ'য়েও
যে তোমার কণামাত্রও উপকার ক'রে থাকে—
তা' অর্থ দিয়েই হো'ক, সামর্থ্য দিয়েই হো'ক,
অহিতকে প্রতিবাদ বা নিরোধ ক'রেই হো'ক,
বা তোমার প্রতিষ্ঠা ক'রেই হো'ক,—
তোমার কৃতজ্ঞতা সেখানে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হওয়া উচিত,
আভিজাত্যের মেকদার তোমার
অমনতরই হওয়া উচিত,
যদি তা' না হয়,
তোমার চরিত্র মসীলিপ্ত তখনও ;
আবার, বহু উপকার ক'রেও
তোমার আদর্শ-বা-ইষ্টনিন্দক যে,
কৃতজ্ঞতা থেকেও যদি
তা'র প্রতিবাদ, নিরোধ
বা নিরাকরণ না কর,—
তোমার সত্তাই সেখানে শাতন-মর্দ্দিত,
বুঝতে হবে—
একজনের অপকার-উদ্দেশ্যে
তুমি কা'রও উপকার ক'রতে পার,
কিন্তু উপকার-উদ্দেশ্যে উপকার ক'রতে পার না,
শাতন-পরামৃষ্ট প্রবৃত্তিই তোমার পরিচালনী শক্তি ;

সাবধান! বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও,
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায় ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ—
সুক্রিয় তৎপরতায়,
রেহাই পাবার পথ ঐ একই তোমার। ৮৬।

মনে ভেবো না—
তুমি লোকের ভুলত্রুটি বা দোষ দেখতে পাও,
অন্যে তোমার ভুলত্রুটি বা দোষ
কিছু দেখতে পায় না,
সবারই মনোজ্ঞ তুমি ;
সাধারণতঃ দোষ-দেখা মানেই হ'চ্ছে—
অন্যে যখন তোমার মনোমত না চলে
তা'তে ক্ষুব্ধ হওয়া,
অলস মনোবৃত্তি নিয়ে
অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে
নিজে ফাঁকে থেকে
দোষের কথা ব'লে ছাড়দারী করা,
তা' কিন্তু লাভজনক কিছু নয়কো,
বরং লোকসানেরই বেশী ;
যতদিন মানুষের দোষত্রুটি নজরে পড়া সত্ত্বেও
তা'র প্রতি বিহিত, বিনীত শ্রদ্ধা বা স্নেহল সৌজন্যে
তা'র হৃদ্য হ'য়ে
তা'কে ঐ দোষ বা ত্রুটি বুঝিয়ে
তা'রই নিরাকরণী আগ্রহকে
মোক্ষম ক'রে না তুলতে পারছ,—
ঐ দোষত্রুটি দেখা
তোমার স্বভাবের কণ্ডূতি ছাড়া কিছুই নয়কো,
তা' ছাড়া, তুমি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেকে বিনায়িত ক'রে
অন্যকে ঐ অমনতর বিনায়নে

নন্দিত ক'রে তুলতে না পারছ,—
লোকের কাছে তা'কে দুষ্ট ব'লে
প্রতীয়মান ক'রে আত্মম্ভরি বাহবায়
নিজেকে ধন্য ক'রে তুলছ,
ততদিন কিন্তু
মনুষ্যত্বের ভূমিতেই তুমি দাঁড়াওনি,
উন্নতি তো অনেক দূরের কথা। ৮৭।

যা'রা—মেয়েই হো'ক বা পুরুষই হো'ক—
বিহিতভাবে না জেনে-শুনে অন্যের চরিত্রে
দোষারোপ ক'রে থাকে—
শোনা-কথার অবতারণা ক'রে,
এবং অন্যের ঐ জাতীয় দোষ দেখাই যা'দের বুদ্ধি,
বুঝে দেখো—তা'রা ঐ প্রবৃত্তিরই পরম ইন্ধন,
আন্দাজে বা পরোক্ষে দেখার অজুহাত নিয়ে
অশিষ্ট বা কুৎসিত ব্যাপারের
সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ ক'রেই
সেই সিদ্ধান্তে তা'র সমাহার ক'রতে চায়;
তখনই তুমি তা'কে সন্দেহ ক'রতে পার—
সে সেই-জাতীয় মানুষ,
তা'র অন্তর-প্রবৃত্তিও তদনুগ,
সে যা'কে দোষারোপ ক'রছে—
সে তা' হ'তেও পারে বা না-ও হ'তে পারে,
চারিত্রিক ব্যতিক্রমই তা'র বৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে
বসবাস করেই কি করে;
সাবধান থেকো তা'দের হ'তে—
যদি তুমি মানস-চিকিৎসক না হ'য়ে থাক,
যদি তা'তে উৎসাহান্বিত থেকেও থাক—
তবুও সাবধান নজর নিয়েই চ'লো;
মনে রেখো,—স্বভাবদুষ্ট যা'রা—
তোমার অসাবধানতার অজুহাতে

তোমাকে সংশ্লিষ্ট ক'রে
সেই ব্যাখ্যাতেই বিপর্য্যস্ত ক'রতে
চেষ্টা ক'রবে কিন্তু,
মনে রেখো কবির সেই কথা—
'যদ্যপি নির্দ্দোষ তুমি কা'রে তব ভয়
আছাড়ে রজক ম্লান বসন-নিচয়।' ৮৮।

অনেকের ঝোঁকই দেখা যায়—
তা'রা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের
অবস্থা বিবেচনা না ক'রে
তা'র মন্দ দিকটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায়,
ঐ অমনতর কুটিল চিন্তায়ই ঝুঁকে পড়ে,
সেটাকে অপনোদন ক'রতে তো
চেষ্টা করেই না,
বরং তা'কে আরো কঠোর ক'রে
অন্তরে পোষণ ক'রতে চেষ্টা করে—
ঐ ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারে
বাস্তবে দূষ্য কিছু না থাকলেও ;
ঐ কুৎসিত, কুটিল মত্ততা
যেন তা'দের পছন্দই হয়,
তা'র উত্তেজনা সামাল দিয়ে
শুভে বিনায়িত না ক'রে—
সমবায়ী শুভ মিলন-চেষ্টা হ'তে বিরত থাকা
তা'দের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক গতি হ'য়ে ওঠে ;
মন্দকে নিরোধ ক'রে
বাস্তব সরল চিন্তায়
সেগুলিকে শুভ সম্মিলনে বিনায়িত করাকে
তা'রা দুর্ব্বলতাই মনে করে ;
মন্দ-নিরোধ করা মানে
ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারকেই ত্যাগ করা—

তা'দের জটিল কৌটিল্য
এমনতরই মেনে নিয়ে চ'লতে থাকে ;
এমনতর যা'রা,
আত্মম্ভরি আত্মগৌরব
ও আত্মপ্রতিষ্ঠানন্দিত অভিমান
বা আক্রোশই
তা'দের নিয়ামক-প্রবৃত্তি হ'য়ে থাকে ;
তা'রা ব্যক্তি হিসাবে
বড় ভাল নয়কো,
আজ যা'কে ভাল ব'লে উচ্ছল হ'য়ে
সকলের কাছে ব'লছে,
কাল তা'কে হয়তো
নরকের অদ্ভুত জানোয়ার ব'লে
প্রতীয়মান ক'রে তুলছে,
তা'র ক্ষতি বা অশুভের অবদান
সবাইকে বিতরণ ক'রছে,
নিজেই তা'র হোতা হ'য়ে দাঁড়িয়ে
বিবেকবুদ্ধিতে যা' জোগায়
তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রছে না ;
এমনতর যা'রা
তা'দের হ'তে সাবধান থেকো,
অসৎ-নিরোধী কৃতি-তৎপরতার সহিত
তা'দের পক্ষে শুভ-অনুচর্য্যী যা'
আচারে, ব্যবহারে, কথায়-কাজে
তা'ই ক'রে চ'লো,
কোন বিষয়ে মতামত দিয়ে কিংবা সমর্থন ক'রে
তা'দের খপ্পরে প'ড়ে যেও না,
হিসেব ক'রে চ'লো,
একটু হিসেবী চলন অনেক অস্বস্তিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে কিন্তু ;
সাবধানী চলনে

আপ্যায়নী অনুকম্পা নিয়ে চ'লো—
যদি তা' তোমার সংস্পর্শকে শুভসম্বন্ধ ক'রে
ঐ জটিল-কুটিল যা'-কিছুকে
শুভ সারল্যে সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে । ৮৯ ।

তাচ্ছিল্য ও অবিবেকী অনুচলন
দুর্ভাগ্যেরই অগ্রদূত । ৯০ ।

অমনোযোগী, অবিবেচক,
তাচ্ছিল্যপূর্ণ চালচলনের সাথে
সময়ান্তিক সচেতনতা,—
এই হ'চ্ছে বিহ্বল অনুচলনের পরম ঐশ্বর্য্য । ৯১ ।

অসঙ্গতিশীল অসার্থক চলন যেখানে,
সেখানেই ছন্নতা । ৯২ ।

চলন যেখানে যদৃচ্ছ, অদম্য,—
প্রীতি সেখানে মুহ্যমান,
প্রবৃত্তিই তা'র প্রভু ও শাসক,
আর, দূরদৃষ্টই তা'র ভজন-বিগ্রহ । ৯৩ ।

বিকেন্দ্রিকতা যেখানে—
হীনম্মন্যতা সেখানেই,
আর, গর্ব্বেপ্সা তা'রই অনুবর্ত্তন ক'রে থাকে । ৯৪ ।

যে-আনতিই তোমাকে
বিকেন্দ্রিক ক'রে তুলল—
পূরয়মাণ-প্রিয়চর্য্যা হ'তে
সৎ-অনুকম্পিতা হ'তে
উদ্বর্ত্তনী প্রেষ্ঠ-অনুরাগ হ'তে,—
—তা'ই কিন্তু তোমার শত্রু,

শয়তানের প্রবৃত্তিলোলুপ প্ররোচনা,
দুর্ভাগ্যের ধুরন্ধর আবাহন,
সাবধান থেকো । ৯৫ ।

ছন্নতার উৎসই হ'চ্ছে বিকেন্দ্রিকতা,
সুকেন্দ্রিক সঙ্গতিপূর্ণ অন্বয়ী চলনে
মর্য্যাদার অপলাপবোধ,
স্বার্থপরতায় অনুরাগ,
পরার্থপরতায় বিরাগ ;
আবার, সুস্থতার শুভ-সন্দীপনাই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক অন্বয়ী চলনে আত্মপ্রসাদ,
পরার্থের শুভবিন্যাসী
সার্থক ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
আত্মপোষণী আত্মপ্রসাদ-উপভোগ । ৯৬ ।

শ্রেয়-অনাশ্রিত বিক্ষুব্ধ প্রবৃত্তি-অভিভূতি
যা' বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চ'লেছে—
হীনম্মন্যতার অভ্যুত্থান ওখান থেকেই,
আর, ওর থেকেই
দাম্ভিক গর্ব্বেপ্সার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে । ৯৭ ।

দাস-মনোবৃত্তি যা'দের গর্ব্বেপ্সু ক'রে তুলেছে,—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-সঙ্গতি
তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত,
তা'রা ওকেই দাস-মনোবৃত্তি ব'লে ভাবে । ৯৮ ।

গর্ব্বেপ্সা
নিজের হামবড়াই প্রতিষ্ঠার জন্য
ক'রতে পারে না—
এমনতর কাজ কমই আছে,

শুধু পারে না—কাউকে ভালবেসে
অচ্যুত নিরন্তরতায়
নিজেকে তা'র স্বার্থসম্পদে অন্বিত ক'রে
আত্মোৎসর্গ ক'রতে,
শাতন ও স্বর্গের ভেদরেখা ওখানে। ৯৯।

উচ্ছৃঙ্খল গর্ব্বেপ্সু বদান্য ঔদার্য্যের মধ্যে
যতই বিদ্বৎপনা থাক্ না কেন,
তা' বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
অচ্যুতভাবে অনুচর্য্যাপরায়ণ হয় না ব'লেই
বাস্তবে মূঢ় তা',
আর, তা' অশেষ আপদের স্রষ্টা হ'য়ে থাকে,
আবার, তা'রই সংক্রমণে
পরিস্থিতিও ভ্রান্তবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে
অজ্ঞতায় বিপথকেই অনুসরণ ক'রতে থাকে—
বিশেষতঃ অজ্ঞ-চতুর গর্ব্বেপ্সু যা'রা। ১০০।

অহংরাগ যেখানে উদ্ধত
বিরোধও সেখানে প্রোদ্যত। ১০১।

আত্মম্ভরি অহঙ্কারই হ'ল
ছন্নমতি বা পাগলামির প্রথম ধাপ,
আবার, অব্যবস্থ অবসাদও ঐ রকমই। ১০২।

তোমার আত্মিক জীবন
যখনই প্রবৃত্তি-অভিভূতি লাভ ক'রে
চ'লতে লাগল,
অহং-এরও উদ্ভব হ'য়ে উঠল তখন থেকেই,
আর, তা' যা'র যত ক্রিয়াশীল, অভিব্যক্তিসম্পন্ন,—
অহঙ্কারও তা'র তেমনি। ১০৩।

অহঙ্কার ক'রো না,—
কিন্তু প্রত্যয়ের জেল্লা কৃতিসম্বেগ নিয়ে
কথাবার্ত্তা, চালচলনে
যেন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পাদনলিপ্সু কৃতি-তাৎপর্য্যে,
আগ্রহমদির কৃতি-আবেশে,
আবেগ-অনুধায়নী ধৃতি-মাধুর্য্যে। ১০৪।

তোমার অহংকে অচ্যুত অনুরাগে
ইষ্টার্থনিবন্ধ ক'রে তোল,
প্রবৃত্তি-রঙ্-এ সে যেমনই রঙ্গিল হ'য়ে
উঠুক না কেন—
তৎক্ষণাৎ তা'কে ইষ্টার্থ-অনুপ্রাণনায়
ক্রিয়াশীল ক'রে তোল—
সার্থকতায় সংহত ক'রে,
ব্যক্তিত্ব তোমার জমাট বেঁধে উঠবে,
প্রবৃত্তি আর তা'কে
বাঁদর নাচাতে পারবে না। ১০৫।

যা'র অহং যেমনতর প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
সে তা'র সমর্থন ক'রতেই চায়—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক;
কিন্তু তোমার সম্পদ্ হ'ল তা'ই করা—
যা' তোমার সত্তাপোষণী;
আর, তা' বাদ দিয়ে
তুমি যে-ঝোঁক নিয়েই চল না কেন,
তা' তোমার সত্তায় সংঘাত আনবেই,
তা'কে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে। ১০৬।

যা'দের জীবন শ্রেয়রাগান্বিত নয়কো,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

একটানা অনুচর্য্যী অনুক্রিয় নয়কো,
তা'দের প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং-এর উস্‌কানি
সব করণীয়ের মধ্যেই
বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে
সার্থকতায় অনর্থই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, তা'দের চলনাও হয় বিচ্ছিন্ন । ১০৭ ।

পাপ যেখানে প্রশ্রয়ীভূত বা মূক-সম্মতিযুক্ত,
শ্রেয়চর্য্যাও সেখানে পঙ্কিল,
আর, দূরদৃষ্টও দুর্ম্মদ সেখানে। ১০৮ ।

যা'তেই সত্তা ও বৈশিষ্ট্য অপঘাতপ্রাপ্ত হয়
তা'ই কিন্তু পাপের,—
শয়তানেরই প্রতারক কুহক শরজালই তা',
বন্ধুর প্ররোচনায় যে-মুহূর্ত্তেই
তা'তে প্ররোচিত হ'য়ে উঠলে—
ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রলে তখনই—
'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'
—এই উক্তির ভাঁওতায় । ১০৯ ।

পাপকে যদি পুষ্ট ক'রেই চল—
জীবনটাও দুষ্ট হবেই,
জীবনের প্রতি যদি মমতা থাকে—
তা' তোমারই হো'ক বা কা'রও হো'ক—
বিহিতভাবে যা'তে ঐ পাপ
স্খলিত হ'য়ে পড়ে তা'ই কর,
তা'কে বিধ্বস্ত ক'রে নয়—
সৎ-এ সন্দীপিত ক'রে তা'কে। ১১০ ।

পাপ-অভিভূত প্রবৃত্তি যা'দের তা'রা যদি
কাজে তা' নাও ক'রবার ফুরসুত পায়—

দাম্ভিক দস্তুরে তা'রা নিজেকে সমর্থন ক'রে
প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ক'রে থাকে
তা'র অন্তরায়ী যা' তা'কে ;
এমনতর যেখানেই দেখবে, বুঝে নেবে—
ফাঁক পেলেই কাজে সেটাকে তা'রা
ফুটিয়ে তুলবেই কি তুলবে,
বিনীত অনুতপ্ত হ'তে পারে না তা'রা,—
পাপে অসহযোগী ঘৃণ্য অভিব্যক্তি
থাকে না তা'দের,
সমঝে চ'লো—বুঝে নিজেকে স্বস্থ-রেখো। ১১১।

পাপ জীবন-সম্বেগকে প্রবৃত্তি-অভিভূত ক'রে
খিন্ন বা শীর্ণ ক'রে তোলে,
ফলে, অস্তি-দীপনা দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে,
প্রবৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে
ঐ অভিভূতি-আবেগ
সত্তা-সম্পোষী সংস্কৃতিকে
মাথা তুলতেই দিতে চায় না,
বরং ঐ প্রবৃত্তিরই সমর্থন-প্রবণ হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
চিত্তের বল শ্লথ-চেতনায় মুহ্যমান হ'য়ে ওঠে,
আবার, জীবনীয় চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মসম্বেগও
ক্রমশঃই ক্লীবীদৈন্যে পর্য্যবসিত হয় ;
তাই, যা' সত্তার সংরক্ষণী সম্বেগকে
পাতিত্য-বিমূঢ় ক'রে তোলে,
তা'ই-ই পাপ—
জীবন-আরাধনার অন্তরায়—অর্থাৎ অপরাধ। ১১২।

পুরুষই হো'ক, আর নারীই হো'ক,
যে-সমস্ত পাপ বা অপরাধ

তা'দের অভিজাত বংশমর্য্যাদাকে
পরামৃষ্টতায় অবশ ক'রে তোলে,—
তা'দের অন্তর্নিহিত অহংকার
সেগুলির দ্বারা অনুরঞ্জিত হ'য়ে তা'র সমর্থনে
নিজেকে অপরাধশূন্য ভেবে
নিজেকে সমর্থনই ক'রে চ'লতে থাকে ;
ফলে, তা'দের ঐ অভিজাত বংশমর্য্যাদা-সম্ভূত চরিত্র
কীটদষ্ট হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিকৃত ক'রে তুলে থাকে,
আর, ঐ অহং-অনুরঞ্জনা
ঐ অপরাধ বা পাপকে স্বীকার ক'রে
অনুতপ্তও হ'তে চায় না,
তাই, নিরাকৃত হ'য়ে
নিজেকে সৌষ্ঠবপন্থী ক'রে তুলতে চায় না ;
এমনি ক'রে হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট আসক্তি
গৌরব-গর্ব্বী আত্মসমর্থনে
বংশকে হীনপ্রভ ক'রে তুলে' চ'লতে থাকে ;
এমনতর যদি কিছু থাকে,
এখনই তা'র সংশোধন ক'রে চল—
অনুতাপ-অনুবেদনায়
নিজেকে শ্রেয়পন্থী সুনিয়ন্ত্রণে
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে ;
শ্রেয়কে মুখ্য ক'রে
নিজের চিন্তা ও কর্ম্ম যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে চ'লো—
বর্দ্ধনার শুভ-অভিযান নিয়ে ;
—তৃপ্ত পাবে তুমি,
তোমার সংস্রবে পরিবেশও
মুক্তি-মলয়ে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম উদ্ধাতা,
ধারণ-পালনী পরম সম্বেগ। ১১৩।

ইষ্ট বা শ্রেয়জনে যা'রা দোষদৃষ্টিসম্পন্ন,—
শ্রদ্ধা সেখানে নেহাতই বিপন্ন । ১১৪ ।

তোমার মান, অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই,—
হিতী-অভিসারে যখনই তা'
প্রিয়-পোষণায় উৎসর্গ লাভ করে । ১১৫ ।

দম্ভ, অভিমান ও আত্মম্ভরিতার
আপূরণী প্রত্যাশা নিয়ে
তাঁ'র কাছে যদি যাও,
হাজার যাওয়াতেও যাওয়া হবে না । ১১৬ ।

দম্ভ বা আত্মগৌরব যদি ক'রতে হয়,
প্রিয়পরমের জন্যই ক'রো—উপযুক্ত স্থলে,
তাঁ'রই গরবগৌরবে, তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়,
তাঁ'রই উপচয়ী কৃতি-উদ্বর্দ্ধনায় ;—
আত্মস্বার্থে নয়কো, আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়কো,—
তা' কিন্তু নরক-অভিযান । ১১৭ ।

তাঁ'র অভিপ্রায়ের বিপরীত বা বিরুদ্ধ চলনই
আমাদের মনে করিয়ে দেয়—
তিনি বুঝি আমাদের অবজ্ঞা ক'রছেন । ১১৮ ।

অভিমান, হামবড়ায়ী অনুচলন—
আত্মম্ভরি ও প্রতিষ্ঠালোলুপই হ'য়ে থাকে ;
এরাই তো নরকের অগ্রদূত । ১১৯ ।

অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা,
আত্মগৌরবী চলন—

এগুলি সবই
মানুষের অপ্রতিষ্ঠাকেই ডেকে আনে—
অন্তঃস্থ সৎ-নিষ্ঠাকে ব্যাহত ক'রে,
আর, শাতন তা'কে নিজেরই
গুণ-গরিমার উপঢৌকন জুগিয়ে চলে—
একটা স্বাদু, সঙ্কীর্ণ, প্রবৃত্তিরঞ্জিত
ছিদ্রান্বেষী আহাম্মক অহমিকার অনুশাসনে। ১২০।

অভিমান ও আত্মম্ভরিতা যেখানে যেমন,
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সেখানে তেমন,
আর, যেখানে ঐ অভিমান ও আত্মম্ভরিতা বিদ্যমান—
সেখানে স্বার্থসন্ধিৎসু তৎপরতাও সেই রকমের ;
তাই, তা'দের নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
একটা এলোমেলো কসুর-এড়ানো ধাপ্পাবাজির
ভাঁওতা-ভরণী কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় ;
তা'দের বিশ্বস্তি বা কৃতজ্ঞতাও
একটা মৌখিক, তথাকথিত ভদ্রতা মাত্র,
তা'রা একটা ভড়ং-এ থাকে,
তাই, বুঝতে পারে না—
কে তা'দের কতটুকু কেমন বান্ধব ;
দেখ, বোঝ, কর, চল—
বেফাঁস এড়িয়ে যেমন পার। ১২১।

আবার বলি—শোন—
অভিমান আনে অশ্রদ্ধা,
আনে গর্ব্বোপসু আত্মম্ভরিতা,
আনে বিশ্বাসঘাতকতা, আনে কৃতঘ্নতা,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ ক্রুর পৈশাচিক অনুচলনের সহিত
বৈরী-সুলভ, আত্মঘাতী, নির্য্যাতন-সঙ্কুল প্রেতস্পর্দ্ধা ;
তাই, এতটুকু অভিমানকে যদি প্রশ্রয় দাও,
তা'কে ক্রমপুষ্ট ক'রে তোল,

তাহ'লে ঐ অভিমান ছাড়া
আশ্রয়ের আর কেউ থাকবে কিনা সন্দেহ। ১২২।

শিষ্টতপা ইষ্ট বা আচার্য্যকে বর্জ্জন ক'রে,
আত্মাভিমানী বর্ব্বর ঊর্জ্জনায়
যা'রা অন্যকে শ্রেয় ব'লে
আলিঙ্গন করে ও অনুসরণ করে,
তুমি একডাকে ব'লে দিও—
বিধাতার বিভব তা'দের
সর্ব্বনাশা সম্বৃদ্ধির
জাহান্নমের সাথীয়া ছাড়া আর কিছুই না,
তা'দের নিষ্ঠা নেই,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও নেই,
অন্তর-বিধান তা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট,—ভঙ্গুর;
—এটা নিঃসংশয়। ১২৩।

নিরীখ ক'রে দেখো, বুঝে নিও,—
আত্মশ্লাঘা-সমন্বিত অভিমান যেখানে দীপ্যমান,
কুৎসা-কলঙ্ক সেখানে আছেই কি আছে,
তাই, আত্মশ্লাঘার বনামই হ'চ্ছে—হীনম্মন্যতা;
নজর ক'রে দেখো, বুঝে নিও,
কোথায় কেমন চ'লতে হবে—
কেমনতর সাবধানে সুসন্দীপনায়,
পাপকে এড়িয়ে, সততাসন্দীপ্ত হ'য়ে। ১২৪।

অভিমান যেখানেই দেখবে—
অন্তরে ক্রুর আতিশয্য চাপা আছে সেখানে—
যা' মানুষকে বিপথেই পরিচালিত ক'রে থাকে;
অভিমান খর্ব্বিত বর্দ্ধনার সোজা পথ;
ফাঁকিবাজির দায়ে ফাঁকা অভিমানে
নিজেকে কেন পঙ্কিল ক'রে রাখবে—

একটা বেকুবের মত ?
মানুষকে বুঝ বিনায়িত ক'রে
অভিমানের মিথ্যা ওজনকে উড়িয়ে দিও,
প্রীতি-সন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাক। ১২৫।

আত্মম্ভরি অভিমানই
অশিষ্টভাবে অপমানকে আহ্বান করে—
বিকৃত-বিবশ ক'রে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে,
আর, তা' হয়—নিষ্ঠা-অনুরাগ
স্বার্থসংক্ষুব্ধ ও ছিন্নভিন্ন ব'লে,
নিজেকে শ্রেয় প্রতিপন্ন করার
অন্তর-উৎসারণা তা'দের থাকেই,
কাউকে সোজাসুজিভাবে অপমান ক'রে
সে ভাবতেই অভ্যস্ত—সে নিজে অপদস্থ হ'ল—
এমন-কি, বাস্তবে অপমানিত না হ'য়েও,
আর, এই অনুগতিই হ'চ্ছে—
সম্বর্দ্ধনী উর্জ্জনাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলার সোজা পথ ;
তাই, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন—
'নরক কী মূল অভিমান',
রেহাই চাও তো—এখনই সাবধান হও। ১২৬।

তোমার অভিমানকে—আত্মম্ভরিতাকে—
তুমি নিজেই চুরমার ক'রে ভেঙ্গে ফেল,
ঐ আত্মম্ভরিতা ও অভিমান যেন তোমাকে
ক্ষুণ্ণ বা খিন্ন ক'রে তুলতে না পারে,
বাস্তব-বিবেক-উৎসর্জ্জনাকে উচ্ছল ক'রে তোলে ;
ইষ্টনিষ্ঠ প্রীতিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে চ'লতে থাক—
উদাত্ত অসৎনিরোধী তৎপরতাকে
বিবেক-বিনায়িত উদ্যমে অভিষিক্ত ক'রে,
পরাক্রম-প্রবুদ্ধ ক'রে বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে ;

আর, সব যা'-কিছুর সাথে যেন অনুকম্পী অনুবেদনা
তোমার তীক্ষ্ন ধী নিয়ে
দূরদৃষ্টির সহিত বিহিত তাৎপর্য্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে ;
আর, তোমার সাত্বত অভিযান
যেন তোমাকে শিষ্ট সম্বর্দ্ধনার সহিত
তোমার পরিবেশকেও সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
নিষ্ঠানিবিড় কৃতি-তৎপরতায় ;
শৌর্য্য-সন্দীপ্ত জীবনের নমুনাই তো এই । ১২৭ ।

কল্পনা করা যায়—
একটা সূচের ছিদ্রের ভিতর-দিয়েও
একটা পর্ব্বতকে অতিক্রম করানো সম্ভব,
কিন্তু একজন দাম্ভিক নিরক্ষর
অক্ষর-বিলাসীর
অব্যয়ী-প্রজ্ঞালাভের কথা দুশ্চিন্ত্য । ১২৮ ।

মানুষের অন্তর্নিহিত ছন্ন অনুবেদনা
দম্ভ-ধূক্ষিত হ'য়ে
যেখানে প্রবৃত্তিচলনায়
আত্মপ্রকাশ করে যেমনতর—
জীয়ন্ত আদর্শানুগতি ও অনুচর্য্যা
তা'দের কাছে তেমনই
দুষ্কর ও বিড়ম্বনাময়ই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ । ১২৯ ।

মানুষের সত্তা-সম্বুদ্ধ অহং
শাতনী-প্রবৃত্তি-প্ররোচিত ঔদার্য্য-অভিভূতিতে
যখন আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভোগদীপনায়
বিবেক-বিরোধকে উপেক্ষা ক'রে

নিজেকে অসহায়ভাবে
আত্মাহুতি দিয়ে চ'লতে থাকে—
উদ্ধত পূতিপঙ্কিল প্রেতদীপনার অবাধ্য আকর্ষণে
পৈশাচিক ডাইনীর চুম্বক চাহনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে,
তখন সে
মানে না, বোঝে না, শোনে না—
সত্তা-সম্পোষী বান্ধব বাণী,
ফিরতেও চায় না সে তা' হ'তে ;
মরণ-আকৃষ্ট নরক-লোলুপ শঙ্কিত নেশা
বিড়ম্বনার কঠোর আঘাতে
তা'কে উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, অদম্য টানে
নিয়ে যেতে থাকে
ঐ বিষ-বিজৃম্ভী বীভৎসতায় । ১৩০ ।

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং দাম্ভিক আত্মম্ভরিতা নিয়ে
যখন যে-ব্যাপারেই ব্যাহত হো'ক না কেন—
শ্রেয়শ্রদ্ধ তৎপরতাকে থেঁতলে দিয়ে,—
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচলন তখনই ব্যাহত হ'য়ে
রুদ্ধ বেদনায় অবসন্ন হ'তে থাকে ;
আর, শাতন-দৃপ্ত প্রবৃত্তিগুলি
বিচ্ছিন্ন বহ্নি সৃষ্টি ক'রে
কক্ষচ্যুত গ্রহের মত কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে
মানুষের ব্যক্তিত্বকে
জাহান্নমেই সমাধিস্থ ক'রতে থাকে । ১৩১ ।

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং রঙ্গিল দম্ভ-বিকিরণায়
প্রিয়নিষ্ঠ অনুরতি ও অনুগতিকে বিসর্জ্জন দিয়ে
যে-কর্ম্ম বা যে-কথার ভিতর-দিয়ে
চ্যুতিকে যখনই ব্যক্ত ক'রে তুলুক না কেন,
বুঝে রেখো—
ঐ পথেই তা'র বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা,

তা'র ঐ রঙ্গিল প্রবৃত্তি-মর্ষিত বৃত্তি অন্বিত তৎপরতায়
প্রিয়ের সেবায় নিয়োজিত হয়নি,
তাই, তা'র অমনতর অভিব্যক্তি ;
প্রবৃত্তি যা'র যেমনই হো'ক না কেন,
তা' যদি শ্রেয় বা প্রেয়ের সেবায়
উপচয়ী অনুক্রিয়তায় নিয়োজিত হয়,
ঐ অনুরঞ্জনা রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে—
অভিনিবেশী সার্থক সুক্রিয় তৎপরতায়,
অন্বিত সঙ্গতিতে,
ফলে, বৃত্তিগুলি বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
পর্য্যায়ী অর্থান্বিত অনুক্রমণায়,
বোধিকে সার্থক সমাহারী সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে,
ব্যক্তিত্বও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
সুক্রিয় অনুচলনী আত্মবিনায়না নিয়ে,
ঐ শ্রেয়-প্রেয়-প্রতিষ্ঠ প্রেরণার পরম তাৎপর্য্যে ;
যেখানে তা' হয়নি,
চ্যুতি তদনুগ প্রণালী প্রস্তুত ক'রে
সেই পথেই অহংকে নিষ্ক্রান্ত ক'রে চলে—
বিচ্ছেদ-ছিন্ন বেকুব সংঘাতে,
আত্মমর্দ্দনী সত্তাসংঘাতী
সংক্ষুব্ধ মূঢ়ত্বের সেবা-সংশ্রয়ে ;
ফলকথা, তোমার যে-কোন প্রবৃত্তিই থাক্ না কেন,
তা'কে শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী প্রিয়-প্রতিষ্ঠায়
ব্যাপৃত ক'রে না তুললে তোমার চ'লছে না—
এমনতরভাবে তাঁ'তেই যদি
বিগলিত না ক'রে তোল তা',
তা'হলে ঐ প্রবৃত্তিই তোমাকে
ক্ষোভ, দুঃখ ও জাহান্নম-স্পর্শী ক'রে তুলবে। ১৩২।

তোমার পশ্চাতে যাঁ'র পরোক্ষ অনুপ্রেরণা
পরিবীক্ষণী তাৎপর্য্যে

তোমাকে পোষণপ্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলছে—
বাস্তব অনুচর্য্যায়,
তাঁকে অবহেলা ক'রে
আত্মম্ভরিতার স্বার্থান্ধ চলনে
যতই চ'লতে থাকবে,
ভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্রূপ কটাক্ষে
প্রলোভনের উপঢৌকন নিয়ে
ততই দূরান্তরে আত্মগোপন ক'রতে থাকবে ;
প্রত্যক্ষ অনুচর্য্যার পেছনে
তোমার পরোক্ষ প্রেরণা যিনি—
তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়ে
আততায়ী প্রত্যাশা-প্রলোভনের কাছে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে
ছন্নতার বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যয়ে
নিজেকে নিঃস্ব ক'রে তুলো না। ১৩৩।

তুমি ছোটই হও, আর বড়ই হও,
যেমনতর মনীষাসম্পন্নই হও না কেন,
গর্ব্বেপ্সু হীনম্মন্য আত্মপ্রতিষ্ঠাই
যদি তোমার জীবন-নিয়ামক হয়,
সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে
প্রবৃত্তিপোষণী প্রতিষ্ঠাই হবে তোমার জীবন-অভিযান,
তুমি ক'রবেও তা'ই ;
তা'তে তুমি তো ক্ষীয়মাণ হ'য়েই উঠবে,
আর, হওই বা না হও,
তোমাতে ক্রিয়মাণ সশ্রদ্ধ যা'রা
ক্ষয়িষ্ণু চলনের সাংঘাতিক অভিযানে
তা'দের নিয়তি জাহান্নমেই স্থান লাভ ক'রবে ;
তুমি সাবধান !
আত্মপ্রবৃত্তিচর্য্যায় মানুষকেও
সর্ব্বনাশের পূজারী ক'রে তুলো না। ১৩৪।

অনুসৃত হীনম্মন্যতা
মহামানবের ভেক নিয়েও
তা'র ঐ প্রবণতাকে
সংসিদ্ধির পথে চালাতে ছাড়ে না,
এমন-কি, তা' প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকে ভেঙ্গেও,
সম্বর্দ্ধনার শুভ-বিনায়নে নয়কো,—
যতক্ষণ তা' না সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে
তদর্থকেই উপচয়ী ক'রে তুলছে—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গতি নিয়ে ;
কিন্তু প্রকৃত মহামানব যাঁ'রা—
তাঁ'রা সত্তাসম্বর্দ্ধনার
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পূজারীই হ'য়ে থাকেন। ১৩৫।

হীনম্মন্যতা যেখানে যেমন জমাট—
ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিও সেখানে
তেমনতর চলন-তাৎপর্য্য নিয়েই চ'লতে থাকে,
তা'রা মানুষের আপন হ'তে জানে না,
প্রীতি-সন্দীপ্ত পরিচর্য্যায়
নিজেকে দায়িত্বশীল ক'রে তুলতে পারে না ;
প্রীতি-অনুবন্ধনার অবজ্ঞায়
প্যাঁচোয়া জাল সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বেঁধে রাখতে চায় তা'রা—
তা'দের বোধ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে ;
তা'রা বোঝে না—
হওয়া বাস্তবতায় যেমন প্রকৃষ্টতর হ'য়ে ওঠে,
চরিত্রেও তা' স্বতঃ-উদ্দীপনায়
তেমনতর প্রভাব বিস্তার ক'রে চলে ;
এমনতর প্রচেষ্টার ফলে
মানুষ তো প্রভাবান্বিত হয়ই না,

বরং সংশ্রয়ে থাকে যা'রা—
তা'রাও ভয় ও আশঙ্কায় আড়ষ্টই হ'য়ে থাকে ;
তাই, ব্যক্তিত্বের সম্বর্দ্ধনা দাম্ভিক ক্রূরতা নিয়ে
তা'দিগকে প্রতিক্রিয়ায়
পরামৃষ্ট ক'রে তুলতে থাকে,
জীবনের জাগৃতি-চলন দক্ষযজ্ঞেরই মতন
ব্যাহত ও পরিমর্দ্দিত হ'য়ে
দক্ষতাকে ছাগমুণ্ডেই পরিশোভিত ক'রে থাকে। ১৩৬।

যখন দেখছ, তোমার বিশেষ ও বিহিত কুল-সংস্কৃতি
ও নিজ বৈশিষ্ট্যের কথা
প্রকাশ ক'রতে বা পরিচয় দিতে
ইতস্ততঃ ক'রছ বা লুকিয়ে ফেলছ—
ঠিক জেনো—তোমার আভিজাত্য ও তার প্রয়োজনীয়তা
যা' সমাজকে সেবা ক'রে এসেছে গৌরব-মহিমা নিয়ে—
তা'কে তুমি তোমার অন্তরে
অবজ্ঞায় অবদলিত ক'রে ফেলেছ,
তাই, তা'র গুরু-গৌরবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে
আত্মপ্রসাদলাভে বঞ্চিত তুমি,
ঘৃণ্য ক'রে তুলেছ তুমিই তোমাকে
সবার কাছে এমনি ক'রে,
তোমার ধী, তোমার বীর্য্য,
তোমার সৌকর্য্যসম্বুদ্ধ সেবা—
যে-ই হও আর যা'ই হও—
মানুষ ও সমাজকে
তা'র প্রয়োজন-পূরণে পুষ্ট ক'রে রেখেছে—
অবহিত নও তা'তে তুমি ;
তাই, ঐ হীনম্মন্যতাকে এখনি অবদলিত কর,
জঘন্য মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ ক'রে
সহযোগী সেবার আত্মপ্রসাদে প্রবুদ্ধ হ'য়ে

বিরাগ, বিরোধকে অবলুপ্ত ক'রে
সক্রিয়তায় এখনও দাঁড়াও,
ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি ক'রবে। ১৩৭।

স্বার্থসন্ধিক্ষু প্ররোচনাপরবশ আত্মম্ভরিতা
নিয়ে আসে অকৃতজ্ঞতা, কাপট্য,
অকৃতজ্ঞতা ও কাপট্য নিয়ে আসে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা,
ঐ অবজ্ঞা থেকে আসে সন্দেহ,
কুৎসিত সমালোচনা ও চিন্তা,
এমন-কি, সক্রিয় শুভেচ্ছু
পরমাত্মীয়ের প্রতিও আসে মমত্বহীনতা,—
থাকে না তা'র কোন কিছু ক্ষয় ও ক্ষতিতে
দরদ বা সক্রিয় স্বার্থত্যাগী নিরোধ,
এ হ'তেই আসে অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তায়
অনাত্মীয় হিংসাবুদ্ধি, বিরোধ ও শত্রুতা—
ঐকতানিক আত্মবোধের অবসান। ১৩৮।

কোন-কিছুকে শ্রেয়ানুগ, সত্তাপোষণী,
শুভ-সন্দীপী ব'লে বুঝেও
তা'কে গ্রহণ ক'রতে পারছ না,
তদনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠতে পারছ না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—তুমি যেমনই হও,
তোমার সাহস-সম্বেগ দুর্ব্বল,
তুমি তোমার অহংকে
কোন প্রবৃত্তির গহন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত ক'রেছ,
বিবন্ধ ক'রে রেখেছ,
আর, পরামৃষ্ট হ'য়ে প'ড়েছ তা'তেই ;
শ্রেয়ার্থ-রাগসম্বেগ নিয়ে
তা'কে যদি ছিটকে তুলে নিতে পার,—
উত্থান-উন্মাদনায় উদ্যম-উর্জ্জিত যদি হ'য়ে ওঠ,—

শুভ-সুন্দর যা', শ্রেয় যা'
জীবনের জ্বলন্ত আকুতি নিয়ে
তা'কে যদি আঁক্‌ড়ে ধর,—
তুমি উদ্ধার পাবে, এগিয়েও যাবে,
নয়তো ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ;
ভেবে দেখ নিজেই বুঝতে পারবে। ১৩৯।

শাতন-অভিদীপনা যেখানে প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
অহংকে অভিভূত ক'রে
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতার উদ্বোধনায়
মানুষকে সংকীর্ণ স্বার্থলুব্ধ ক'রে তোলে,—
আর, ঐ দম্ভ-প্ররোচী উদ্ধত আত্মম্ভরিতায়
মানুষ যখন নিজেকে আহুতি দেয়,—
ধর্ম্ম ও প্রেরিতপুরুষের ভেদও
সৃষ্টি ক'রে তোলে সে তখনই,
বাদ-ভেদও অমনি ক'রেই সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
সদাচারও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অভিজাত কৃষ্টিও বিড়ম্বিত ও হতভম্ব হয় সেখানে,
আর, তা' অজ্ঞতারই ঔপহাসিক বিদ্রূপ ;
শাতন মানেই প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং,
আর, ঐ আত্মম্ভরি প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট সংকীর্ণ অহংই
শাতনের ব্যক্ত অভিব্যক্তি। ১৪০।

যা' ভাল নয়, শুভপ্রসূ নয় যা',
যুক্তি, ন্যায় বা কর্ত্তব্যের বাহানায়
খ্যাতি বা দাম্ভিক গৌরবের প্ররোচনায়
তাত্ত্বিক ফ্যাঁকড়ার অবতারণা ক'রে
তা' করা মানেই
প্রস্বস্তিকে লাঞ্ছিত ক'রে
কুৎসিতকে আবাহন করা,

আসক্তিমুগ্ধ অন্তরের প্রবৃত্তি-প্রবণতায়
নিজেকে উৎসর্গ করা ;
তাই, উৎসর্জ্জনী সম্বর্দ্ধনার
উৎসারণস্রোতা যে-প্রবৃত্তি
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে—
অর্থাৎ, সক্রিয় সুনিষ্ঠ শ্রেয়চর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে—
ক্লিষ্ট শাতনচর্য্যী প্রবৃত্তির আবাহন ক'রতে যেও না ;
আজই হো'ক, আর কালই হো'ক,
এমন ঠকা ঠ'কবে,—
যে, সুপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনাই ক'মে যাবে। ১৪১।

সবারই অন্তরে শয়তান বসবাস করে—
প্রবৃত্তি-অভিভূতির আসুরিক হীনম্মন্য অহং-এর
অজ্ঞ আবরণে গা ঢাকা দিয়ে ;
তাই, একটা অলীক, অযথা বিষয় বা ব্যাপারকেও
যদি আজগুবী যুক্তিজালের বাঁধন-ছাঁদন দিয়ে
মানুষের কাছে উপস্থিত কর—
পুনঃ-পুনঃ আবৃত্তি ক'রে,
সাধারণ মানুষের বোধিবৃত্তি
এমনতরই ভিত্তি-বা-দাঁড়াহারা—
যে, ঐটেকেই দাঁড়া ক'রে নিয়ে অতি-অবিশ্বাস্য যা'
তা'কেও বিশ্বাস্য ব'লে মনে ক'রবে,
অতি আকাঠ মিথ্যাকেও
অতীব সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রবে,
ঐ ধারণাই
তা'দের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তদনুগ বিষয়ে তৎপর ক'রে তুলবে,
যা' ঔচিত্যের সীমানাকেও স্পর্শ ক'রতে পারে না—
তা'ও ঔচিত্য-জলুসে
বিজ্ঞ, ব্যালোল, বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেয়ে
তা'দিগকে ওরই উপযুক্ত পরিণামের

অতল গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রবে,—
শাতনের কেরদানি অমনতরই ;
তাই, তোমার ইষ্টার্থ সার্থক না হ'য়ে ওঠে যা'তে
বা যা' শ্রেয়-সন্দীপী নয়কো,—
তা'কে গ্রহণ ক'রতে যেও না,
তোমার চলনকেও ঐভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে যেও না,
তাহ'লে দুর্ভোগ দুরূহ আবর্ত্তের সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে হাবুডুবু খাওয়াবে । ১৪২ ।

যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন,
তা'র হোতাই হ'চ্ছে ঐশী জীবন-সন্দীপনা,
আর, পূজারী হ'চ্ছে প্রবৃত্তি-পরিভৃত অহং—
তা' ভালতেই হো'ক বা মন্দতেই হো'ক ;
এই অহং যখন বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলে—
তখন তা' মানুষকে জাহান্নম-যাত্রীই ক'রে তোলে,
আবার, তা' যখন তা'র বৃত্তি-পরিবেষ্টনী নিয়ে
প্রণয়-প্রদীপ্ত ঈশিত্বের পূজারী হ'য়ে ওঠে,
উন্মুখতায় আবাহন করে তাঁ'কে—
আধিপত্যের অভিভাষণে,
তা'রও অধিগতি হ'য়ে ওঠে তাঁ'তেই—
তপস্যার তপোদীপালির
বিনায়নী সুষ্ঠু অভ্যাস-অভিদীপনা নিয়ে,
তা'র প্রাণের আরামই হয় ঈশী-উদ্বেলনী অনুরমণে,
অন্তঃকরণের গায়ত্রীই হয় তা'র—
'ঈশ্বর!   জয় হো'ক তোমারই, জয় হো'ক' । ১৪৩ ।

যা' তোমার প্রিয়পরম হ'তে তোমাকে দূরে রাখে,
তফাৎ ক'রে রাখে—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক আর গৌণতঃই হো'ক,
যা' তাঁ'র নীতি-মর্য্যাদাকে জখম ক'রে তোলে—

আত্মগৌরব-প্রলোভনেই হো'ক
আর যে-কারণেই হো'ক,—
অপহৃত ক'রে তোলে তাঁ'র স্বার্থ ও সমর্থনকে যা'
—তা' লাখ আয়করই হো'ক,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে বিষবৎ ;
তুমি যখনই তা' অবলম্বন ক'রেছ—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক আর পরোক্ষভাবেই হো'ক—
অন্তর্নিহিত আত্মস্বার্থের প্ররোচিত প্রেরণাতেই
অবশ হ'য়ে তা' ক'রে ব'সেছ ;—
এখন হ'তে সাবধান হও,
ঐ আত্মম্ভরি অভিযান হ'তে স'রে দাঁড়াও—
নয়তো, তোমার অন্তর্দেবতা
নিখোঁজ হ'য়ে উঠবেন ক্রমশঃই তোমা হ'তে ;
আর, যা'র অন্তর্দেবতা ব'লে কেউ নাই
অচ্যুত অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে,—
যে আপ্ত ক'রে তুলতে পারেনি তাঁকে অন্তরে
সেবা, সমর্থন ও উপচয়ী সানুচর্য্যায়—
পৃথিবীতে তা'র কেউ নাই,
সে ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ, বিভ্রান্ত,—
ভ্রান্তি-অনুচর্য্যার বিভ্রমী কুহকে আবর্ত্তিত হ'য়ে
নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া
তা'র পথই থাকে না। ১৪৪।

অমিত স্বার্থগৃধ্নুতাই স্বার্থসম্পদের অন্তরায়। ১৪৫।

স্বস্তিচর্য্যাহারা প্রবৃত্তি-পূজারী স্বার্থ
ব্যর্থতার পরম বান্ধব। ১৪৬।

স্বার্থান্ধ অর্থলিপ্সু দহরম-মহরম
অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিকে
আবাহন ক'রে থাকে কমই। ১৪৭।

স্বার্থচাহিদা যেখানে পূজার লক্ষ্য,
প্রার্থনা সেখানে বৃত্তিপরামৃষ্ট—নিরর্থক,
তা' ইষ্টের নয়। ১৪৮।

অর্থ অর্থাৎ টাকা-পয়সায়
লোভমুগ্ধ হ'য়ে যা'রা চলে—
তা'দের কুপিত ভাগ্য
অভিশাপগ্রস্তই হ'য়ে চ'লতে থাকে
আত্মশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত। ১৪৯।

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট স্বার্থসন্ধুক্ষা
যেখানে যেমন ও যত,
পারগতাও সেখানে তেমনি অন্ধ ও অপটু,
আবার, দরিদ্রতাও তেমনি দুর্ম্মদ সেখানে। ১৫০।

স্বার্থলুব্ধতা
ইষ্টার্থী অনুচলন ও পোষণপূরণাকে
যতই ভাঁওতায় ব্যাহত ক'রে থাকে,—
ব্যক্তিত্বকে নিথর ও অপটু
ক'রে চ'লতে থাকে তেমনি,
আর, কৃতিদীপনাও সেখানে তেমনি
লজ্জা-অবনত, ম্রিয়মাণ। ১৫১।

প্রাপ্তি যতই মানুষকে
লোভে স্বার্থান্ধ ক'রে তোলে—
যোগ্যতা অলস হ'তে থাকে ততই,
প্রবৃত্তি তখন কুহক-কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে আবর্ত্তের ঘোর ঘূর্ণিতে
বিঘূর্ণিত ক'রতে থাকে ;
সাবধান! পেয়ে তুষ্ট হও,
কিন্তু পাওয়া যেন তোমাকে

লোভে অন্ধ ক'রে না তোলে
প্রয়োজনের নিষ্পেষণে। ১৫২।

যা'রা কেবল নিজ স্বার্থকে দেখতে জানে—
তা'রা ইষ্টার্থকে দেখতে জানে না,
নিজের স্বার্থই হ'ল
তা'দের প্রীতিপরিচর্য্যার কেন্দ্র। ১৫৩।

ইষ্টনেশায় যদি স্বার্থসন্ধিৎসুতা,
হামবড়াই বা তোষণ-প্রলোভন থাকে—
তাহ'লে তা'র নেশার ক্রমাগতি ততই কাটা-কাটা হয়,—
এবং কর্ম্মপদ্ধতিও তত বিক্ষিপ্ত
ও বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
আবার, তা'র অনুবর্ত্তিতা, চলা-করা, হওয়া-পাওয়াও
খানিকটা বিকৃতভাবাপন্ন হয়। ১৫৪।

স্বার্থসন্ধিৎসু প্রীতি-ভঙ্গিমা কখনও কাউকে
শ্রদ্ধা ও স্নেহপ্রবণ, ধৈর্য্যশীল, অনুচর্য্যী
ক'রে তুলতে পারে না। ১৫৫।

উপচয়ী ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠায়
নিজ স্বার্থসন্ধিৎসুতা নিয়ে
যতখানি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চ'লবে,—
তোমার স্বতঃ-সন্দীপ্ত স্বার্থপ্রতিষ্ঠাও
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চ'লবে ততই ;
স্বার্থলোলুপতা লেলিহান হ'য়ে
তোমার স্বার্থকেই
শ্লথ, সংক্ষুব্ধ ও সঙ্কীর্ণ ক'রেই রাখবে। ১৫৬।

যতক্ষণ স্বার্থ বা লিপ্সার সঙ্গে সংঘাত না বাধে
ততক্ষণ সবাই ভাল,

তা'র উপর কা'র কতখানি আধিপত্য আছে
তা' বোঝা যায় তখনি—
যখন ঐ সংঘাত
বিরাগ ও বিদ্বেষপরবশ ক'রে না তোলে—
নিয়ন্ত্রণী ধৈর্য্যে
—ইষ্টানুগ ন্যায় ও নীতির অনুসরণে। ১৫৭।

স্বার্থ ও আত্মম্ভরি মানমর্য্যাদার গোঙ্‌রানি
যা'র অন্তরে যেমন,
অপড়্‌তা ভেদবুদ্ধিও তা'র তেমনি ;
আবার, ইষ্টার্থই যা'র অন্তরের আনাচে-কানাচে
স্বার্থ হ'য়ে বসবাস করে,
মিলন-উৎসৃজী মিতি-চলন
ও হৃদ্য বিনয়ী উদ্দীপনাও তা'তে
অদম্য সক্রিয়-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে। ১৫৮।

স্বার্থদ্বন্দ্বমূলক হামবড়ায়ী অভিযান
তোমার জীবনের অর্থকেও অনর্থ ক'রে
হীনত্বের প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হ'য়ে থাকে ;
আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিরত থেকে
সাধু সচ্ছল উপায়ে চল,
পরের সুখে সুখী হও, দুঃখে দুঃখী হও,
সমবেদনায় সিক্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমার সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হো'ক। ১৫৯।

মানুষের অন্তরে হামবড়াই
যতই দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে ওঠে—
সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়
ততই খিন্ন হ'তে থাকে,
অন্তর হ'য়ে ওঠে তোষণলুব্ধ,
সভ্যতা-ভব্যতাও ভীত ভ্রূকুটিতে

দৈন্য-পদক্ষেপে অন্তর্ধানের পথেই এগিয়ে চ'লতে থাকে ;
প্রেষ্ঠও তা'র কাছে অন্তঃসারবিহীন,
মলিন, বিধ্বস্তি-বিলাপী হ'য়ে মুসড়ে উঠতে থাকে,
প্রীতি-উপভোগও বিকেন্দ্রিয়তায় দুর্ভোগ-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
দৈন্যের দক্ষ-আস্ফালন বিদীর্ণ-অনুকম্পায়
যে ফল উপঢৌকন দেয়—
তা' জীবনটাকে বিষিয়ে
অন্তিম-আহ্বানে আকৃষ্ট ক'রে
সর্ব্বনাশের নিঃশেষ-শয়ানে
শায়িত ক'রে তোলে তা'কে ;
যদি সুন্দরই হ'তে চাও,—
সত্য ও শিবের শঙ্খধ্বনিতে
অভিনন্দিতই হ'তে চাও,—
তুমি যত বড়ই হও না কেন,
প্রিয় যেন তোমার কাছে প্রেষ্ঠই হ'য়ে থাকেন—
শ্রেষ্ঠই হ'য়ে থাকেন—চিরদিন—চিরক্ষণ,
আর, তোমার আহুতির যা'-কিছু
সবই সার্থক হ'য়ে উঠুক
তাঁ'র পূজায়—পরিচর্য্যায়,
সার্থক দীপনায় চিরন্তন দীপ্তি
দ্যুতি-বিচ্ছুরণে অমর ক'রে রাখবে তোমকে। ১৬০।

যখনই দেখছ—পাওনাতেই অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ,
পাওনাকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়েছ,
অথচ তা'র উৎস—যা' হ'তে তুমি পা'চ্ছ
তা'তে অন্তরাসী নও,
সে তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
তা'র কাছ থেকে আত্মগোপন ক'রছ,
তা'কে যত্ন ক'রছ না, রক্ষা ক'রছ না,
পালন-পোষণ ক'রছ না,—
নির্ঘাত বুঝে নিও—তোমার স্বার্থকে

তুমি নিজেই পদদলিত ক'রছ,
তোমার স্বার্থ তোমাকে
অনতিবিলম্বেই উপহাস ক'রবে,
বিড়ম্বনা ও বিপাকই হবে তোমার
আড়ম্বরী অভিযান । ১৬১ ।

প্রত্যাশা যেখানে
সুসম্পাদিত প্রগতিমূলক উন্নতির
অনুচর্য্যা করে না,
অথচ পেয়ে নিজেকে পুষ্ট ক'রতে চায়—
যেমনতর ক'রলে পাওয়া স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
তা' না ক'রে,
সে-প্রত্যাশার প্রাণন-স্পন্দন কিন্তু
প্রীতি নয়কো,
সেখানে আছে আত্মম্ভরিতার
ভাঁওতাবাজি মাত্র ;
প্রিয়-পরিচর্য্যাই যা'দের প্রত্যাশা,
তা'দের প্রত্যেকটি কাজ
সুসন্ধিৎসু প্রীতি-বীক্ষণায়
ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে,
প্রীতি-সঙ্গতিতে নিষ্পন্নতায় ;
আর, নিষ্পন্নতা তা'দের সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
শিবসুন্দরের অভিব্যক্তি নিয়ে । ১৬২ ।

যা'কে তুমি আপনার ক'রে নিতে পারলে না,
অর্থাৎ নিজের ক'রে নিতে পারলে না—
তা'র সত্তা ও সত্ত্বের
অভিনিবেশী অনুচর্য্যায়
দরদী বেদনা নিয়ে,

ধারণে, পালনে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুধায়িতা নিয়ে,
সহনশীল, বোধ-বিবেকী, অধ্যবসায়ী তৎপরতায়,
তুমি যখনই দাবীর বহর নিয়ে
এগুতে থাক তা'র কাছে—
ভৃত হ'তে, পরিপালিত হ'তে—
আত্মপুষ্টির প্রলুব্ধ লালসায়,—
তোমার অন্তর্নিহিত বিধাতা তখন কি হাসেন না
ঐ বেকুবী তৎপরতা দেখে ?
তোমার অন্তঃকরণও তোমাকে বিদ্রূপ ক'রে থাকে
একটা ক্রূর কটাক্ষপূর্ণ
হতাশানিষ্যন্দী করুণ বিদ্রূপে ;
তাই, যা'কে যতখানি
আপনার ক'রে নিতে পারবে—বাস্তবে,
বাস্তবতায় পাবেও তুমি তেমনি তা'কে—
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক,
বিধাতাও বিনায়িত তৃপ্তিতে
তোমার দিকে চাইবেন । ১৬৩ ।

প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ স্বার্থসন্ধিৎক্ষুতার তলছা টান
অনেক সময়
এমনই অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বসবাস করে,
সততার বহুরূপী সজ্জার ভিতর-দিয়ে
এমনতরভাবেই আত্মপ্রকাশ করে—
যে, মানুষ বুঝতে পারে না
এর অন্তরালে কী অন্তর্নিহিত প্রলোভন
কেমন ক'রে কী কাজ ক'রছে,
চালাচ্ছে সে কী ক'রে তা'কে ;
এমন তো করেই, তা' ছাড়া আরও
বিবেচনার অন্তরচক্ষুকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে দেয় না,
বিবেচনাগুলি প্রায়শঃই

একপেশে স্বার্থসন্ধিৎসু অনুকল্পনা নিয়েই চলে,
সর্ব্বতোভাবে একসূত্রসঙ্গত হয় না ;
নিস্তারের পন্থাই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায় সক্রিয় সম্বেগ নিয়ে
ইষ্টার্থ-বাস্তবীকরণে
নিজের সমস্ত প্রত্যাশাকে আহুতি দেওয়া,
ইষ্টার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে তোলা,
তড়িৎ-সম্বেগে বাস্তবায়িত ক'রে চলা ;
নয়তো, বিক্ষেপের বিক্ষুব্ধ বিক্রম অট্ট-আলিঙ্গনে
অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ;
ত্বরিত চল, সাবধান হও। ১৬৪।

ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা যখন থেকেই পেয়ে বসল,
স্বার্থগৃধ্নু হ'লে যখন থেকে—
পরার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
সংহতি-স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে,
আবার, এই গণ-স্বার্থ বা সংহতি-স্বার্থ
যখন নিজের গণ্ডীতেই নিবদ্ধ রইল,
ইষ্টার্থপরায়ণতায় নিয়ন্ত্রিত হ'ল না,
ব্যষ্টিস্বার্থ, গণস্বার্থ
একটা সমঞ্জস সংহতি নিয়ে
ইষ্টার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠল না,
বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠল না ঈশ্বরের দিকে,—
তখন আত্মস্বার্থকেই পদাঘাত ক'রলে—
পরার্থপরতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
সঙ্ঘস্বার্থকে বিদ্রূপ ক'রে
শক্তিকেই বিদ্রূপে বিড়ম্বিত ক'রে তুললে,
আবার, ইষ্টার্থে
ঐ ব্যষ্টিস্বার্থ ও সঙ্ঘস্বার্থকে
অর্থান্বিত ক'রে না তুলে
বিবর্ত্তনী অধিগমনকে নিকেশ ক'রে তুললে,

ফাঁকির উপাসনায়
মেকী যা' তা'ও রইল না ;
নিজেকেও হারালে, সংহতিকেও হারালে,
ইষ্টার্থকেও বিদায় দিলে,
ব্যষ্টিও গেল, দেশও গেল, রাষ্ট্রও গেল,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিরও তিরোধান হ'ল । ১৬৫ ।

মানুষ স্বার্থসন্ধিৎসু প্রত্যাশা নিয়ে
প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যা যতই ক'রতে যাক্ না কেন—
তা'র প্রত্যাশাগুন্ঠিত হৃদয়
চাহিদা-অনুপাতিকই
তা'কে বিকৃত ক'রে দেখে,
আবার, চাহিদাও বেয়াড়া হ'য়ে চ'লতে থাকে ক্রমশঃ,—
ফলে, প্রিয়-উপভোগ দুর্ভোগকেই আমন্ত্রণ করে,
মহান্ প্রিয়ও তা'র কাছে
নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে ওঠে ;
প্রীতি যেমন ভুয়ো—
করাও তেমনি বিকৃত,
হওয়াও তেমনি কৃত্রিম,
প্রাপ্তিও তেমনি অলীক ;
তাই, প্রিয়কে যদি উপভোগই ক'রতে চাও,—
স্বার্থ-চাহিদায় নিরাশী হ'য়ে
তোমার শ্রদ্ধাকে উন্মাদ ক'রে তোল—
তাঁ'র সেবা-পরিচর্য্যাই
স্বার্থ হ'য়ে উঠুক তোমার,
তুমি সার্থক হও তাঁ'তে । ১৬৬ ।

যা'রা ধর্ম্মের পূরয়মাণতাকে ব্যাহত ক'রে
তা'র ভাগবত সঙ্গতিকে অবদলিত ক'রে
পূরয়মাণ পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান তথাগতকে অবলাঞ্ছিত ক'রে
কৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যত্যয়ী ক'রে

সংহতিতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ব্যষ্টিকে সংমূঢ়, স্বার্থলোলুপ ও বিকেন্দ্রিক ক'রে
সংহত সহযোগিতাতে বিক্ষেপ এনে
সমষ্টিকে পরাভূতির পদদলনে আয়ত্তে নিয়ে এসে
সত্তাকে শোষণ ক'রে
আত্মপুষ্টির হিংস্র চলনে চলে—
তা'রা যে বা যা'ই হো'ক না কেন
স্বার্থপর, শোষকবৃত্তিসম্পন্ন, অসৎদম্ভী,
প্ররোচকও তা'রা, প্রবঞ্চকও তা'রা ;
এদের হ'তে সাবধান থেকো,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতিতে
ভাঙ্গন যা'তে কিছুতেই না ধরে
দায়িত্বশীল, সহযোগী, সানুকম্পী হ'য়ে
সমাবেশকে প্রবল প্রস্তুতির সহিত
তেমনতর সুদৃঢ় ক'রে তোল ;
অসৎকে হেলায় নিরোধ ক'রে
সত্তাকে যা'তে দীপ্ত স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে পার,—
যোগ্যতার তড়িৎ-বিক্রমে
প্রবল পরাক্রম নিয়ে তা'ই কর ;
নয়তো, ঝঞ্ঝাগর্জ্জনে বিপর্য্যয় এসে
ধ্বংসের দিকদারি রোরুদ সঙ্গীতের অবতারণা ক'রে
সর্ব্বনাশেই নিয়ে যাবে তোমাদিগকে—
নিঃশেষে নিকেশ ক'রবে। ১৬৭।

যা'রা স্বার্থপ্রত্যাশাপ্রলুব্ধ—
তা'রা ধীরচিত্ত বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হ'লেও
তা'দের ইষ্টের বা শ্রেয়-প্রেয়ের
অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
এস্তামাল হ'য়ে ওঠে না,
আর, তাঁ'র প্রতি সন্ধিৎসু দর্শন মন্থর ব'লে
তা'রা শুভ-সম্পাদনী দায়িত্ব নিয়ে

অনুশীলন-উদ্দীপনায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, হয়তো, অনেকের বুঝ-এ থাকতে পারে—
কিন্তু কাজে ব্যত্যয়ী সংঘটনই
হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
আর, ঐ ইষ্টের বা শ্রেয়-প্রেয়ের
অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
যতক্ষণ সন্ধিৎসাপরায়ণ অনুশীলন-তৎপরতায়
উদাত্ত আগ্রহে ফুটন্ত হ'য়ে না উঠছে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশও
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে হওয়া সুদূরপরাহত। ১৬৮।

নিজ স্বার্থের দরুন যখন যেমনতর
আগ্রহাতিশয্য হয়,—
তেমনি ক'রে তোমাকে
উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় ক'রে তোল—আগ্রহ-উদ্দীপনায়,
যখনই বুঝবে—
তোমার ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের ইন্ধন
তাঁ'র নিদেশপালনী তৎপরতায়
পর্য্যবসিত হ'য়ে না উঠছে—
তোমার স্বার্থের চাইতে অনেকগুণে,—
তখনই বুঝো—
তুমি ভালবাস তোমার স্বার্থকেই বেশী,
আর, তাঁ'র যা'-কিছু
তোমার জীবনের পক্ষে অনেকখানি ন্যূন ;
তাই, বিভব-উৎসারণা ও তা'র পরিধি
ততখানি কম হ'য়ে চ'লতে থাকে। ১৬৯।

যা'দের স্বার্থচর্য্যার ওপারে
ব্যক্তিত্ব-বিনায়নী উপাসনার
কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য কিছু নেই,—

তা'দের বাক্য, ব্যবহার, চালচলন ইত্যাদি
এক-এক সময় এক-এক রকম
প্রবৃত্তি-প্রেরণা-প্রলুব্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকে,
তাই, তা'দের সব যা'-কিছু সার্থক সঙ্গতি-হারা,
ঐ চলন সাত্ত্বিক পোষণ-সন্দীপনার
অন্তরায়ী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
বাতুল বিভ্রান্তি ও দাম্ভিক বা দুর্ব্বল
নিরর্থক আত্মগরিমাদৃপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাকে তা'রা ;
তা'দের প্রবোধনা দুনিয়াকে ক্ষোভান্বিত ক'রে তোলে—
ব্যক্তিত্বকে মূঢ়ত্বে লোপাট ক'রে দিয়ে। ১৭০।

প্রবৃত্তি যা'র ঘৃণ্য, মানসিকতাও তা'র জঘন্য। ১৭১।

প্রবৃত্তি যা'র যেমন
চিন্তাচলন-চালও তা'র তেমনি,
বুদ্ধি ও অনুমানশক্তিও তদনুপাতিক। ১৭২।

প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ প্রত্যাশা রেখো না,—
হতাশ হবে কিন্তু। ১৭৩।

প্রবৃত্তি-প্রতারণা
বৃত্তি নিয়ে
গন্তব্যবিহীন খেলায় মত্ত-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে। ১৭৪।

তোমার যা'-কিছু প্রবৃত্তি
বাস্তবে, শ্রেয়-একার্থপরায়ণ ক'রে রেখো—
হাতেকলমে, প্রত্যক্ষ পরিচর্য্যায়,
নয়তো, যে-কোন মুহূর্ত্তেই
প্রবঞ্চিত হ'তে এক লহমাও লাগবে না। ১৭৫।

সু-বোধ-অনুশায়িনী প্রবৃত্তি
মানুষকে ধী-ঐশ্বর্য্যবান ক'রে তোলে,

আর, কু-বোধ-সৃষ্ট যা'
তা' মানুষকে নারকীয় ক'রে তোলে। ১৭৬।

মনোজ্ঞ, সুযুক্তিপূর্ণ ভাবাবেগ নিয়ে
বাস্তবে অমঙ্গল যা'
তা'কেও মঙ্গল ব'লে পরিবেষণ করে,—
প্রবৃত্তি-অভিভূত শয়তানের
দক্ষ কারসাজি এমনতরই। ১৭৭।

মানুষের অন্তঃকরণে
যে-প্রবৃত্তি যেমন আধিপত্য করে,—
তা'র আদর্শ, সন্ধিৎসা ও চাহিদা
তেমনিই হ'য়ে থাকে,
আবার, ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠেও তেমনি। ১৭৮।

প্রবৃত্তি-অভিভূতি যেখানে যেমন ক'রেই থাক্ না—
দুঃখ সেখানে অবশ্যম্ভাবী,
সর্ব্ব-অভিভূতি ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠাটাই হ'ল মুক্তি—
— ভক্তির ঊষা। ১৭৯।

প্রবৃত্তির অসংযত বিক্ষেপের উপশমে
নিষ্ঠা-তৎপর প্রণিধানের সহিত
তীক্ষ্ন তরতরে হ'য়ে ওঠাই শান্তি। ১৮০।

প্রবৃত্তির অসার্থক ব্যবহার অর্থাৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার
যা' সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে না- সপরিবেশে—
তা' পাপের,—বিড়ম্বনার ও বিধ্বস্তির। ১৮১।

অনুগ্রহের উপচার যতই অসৎ-সন্দীপিত হ'য়ে ওঠে—
আচারে-ব্যবহারে, চাল-চলনে,

প্রবৃত্তি ততই নিগ্রহের অনুগ্রহ নিয়ে
এগুতে থাকে কিন্তু। ১৮২।

প্রবৃত্তির সমস্ত বাধা বা খেয়াল দমন ক'রতে
যদি তোমার এমন কেউ
শুভ সন্দীপী শ্রেয় না থাকেন,
যাঁর জন্য বা যাঁর নিদেশে
সমস্ত কিছু পায়ে ঠেলে চ'লতে পার,—
তবে তুমি মাথা তুলে দাঁড়াবে কী ক'রে? ১৮৩।

তোমার উপভোগ যেখানে যতটুকু প্রেয়হারা—
প্রেয়তে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,—
ভেবে চেয়ে দেখ—
প্রবৃত্তি তোমার আশপাশেই
রঙ্গিল দৃষ্টি নিয়ে
পায়তারা ভাঁজছে—
তোমাকে ধ'রতে। ১৮৪।

সত্তা বা জীবনের প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
প্রবৃত্তি-উপভোগ যখন মুখ্য হ'য়ে ওঠে
মানুষের জীবনে,—
দুর্ভোগ দুর্দান্ত পদক্ষেপে তখন থেকেই
এগুতে থাকে তা'র দিকে,
—এটা অতি নিশ্চিত। ১৮৫।

নিজের উপভোগ বা আধিপত্যের মোহমত্ততায়
অন্যকে সুবিধা হ'তে যখনই বঞ্চিত ক'রে
একশাহী রকমে যতই চ'লতে থাকবে—
সঙ্কীর্ণ হীনম্মন্যতার অবিবেকী চলনাকে সমর্থন করে,
ঠিক জেনো—ঐ করাই তোমার পিছন থেকে,
তুমি যা'তে নির্য্যাতিত হও—

চুপি-চুপি অর্থাৎ তোমার অজ্ঞাতসারে
তা'রই আবাহন-নিরত হ'য়ে চ'লছে। ১৮৬।

আত্মঘাতী ঔদার্য্য
প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী শাতনিক সংস্কার ছাড়া
আর কিছুই নয়,—
যা' ইষ্টার্থী শ্রেয়কেন্দ্রিকতাকে বিকেন্দ্রিক ক'রে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতিকে ছেদ-সন্তপ্ত ক'রে তুলে'
মানুষকে নিকাশের অভিযাত্রী ক'রে তোলে। ১৮৭।

মানুষ যখন নিজের প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা ক'রতে থাকে,—
তখন সাত্বত যা'-কিছু তা'কেও
ঐ রঙে রঙ্গিল ক'রে থাকে সাধারণতঃ,
আর, সাত্বত চাহিদা যা'র মুখর—
প্রবৃত্তির হিসাব-নিকাশও
তখন তা'র ঐ সাত্বত সঙ্গতিকেই
অনুসরণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ১৮৮।

মানুষ যে-বৃত্তির দ্বারা
অভিভূত হ'য়ে থাকে যতক্ষণ,—
তা'র যুক্তি ও জীবনচলনাও
তেমনতরই হ'য়ে চলে ততদিন,
কিন্তু ইষ্টার্থনিবন্ধ প্রবৃত্তি
একানুধ্যায়ী বোধি-তাৎপর্য্যে শ্রেয়ার্থনিবন্ধ হ'য়ে
যুক্তি ও জীবনকে
ঐ পথেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে—
কর্ম্মঠ অভিব্যক্তি নিয়ে। ১৮৯।

যে-অনুমান বিষয়-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
আজগুবী ধারণার সৃষ্টি ক'রে চলে—

তা' সাধারণতঃ সর্পিল
ও বিকৃত বৃত্তিরই পরিচায়ক। ১৯০।

যে যেমন প্রবৃত্তির আধিপত্যে বসবাস করে,—
তা'র ধারণা, বোধ, বুদ্ধি
ও চলন-চরিত্রও তেমনি হ'য়ে থাকে,
"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। ১৯১।

কোন ধারণা, উদ্দেশ্য বা প্রবৃত্তিতে
অভিভূত থেকে
বিষয় বা ব্যাপারকে দেখে-শুনে
সেই অনুভূতির অনুকূলে
সেইগুলিকে বাঁকা ক'রে নিয়ে
প্রকৃত যা তা'কে প্রতারিত বা বঞ্চিত ক'রে
তৎস্বার্থান্ধ চলন ও ব্যবহার যেইখানে—
কপটতা বা ভণ্ডামি সেইখানে। ১৯২।

পূর্ব্বজাতিজ্ঞান আছে,
কিন্তু তদনুগ সাংস্কারিক বিন্যাস নেই,
তা'র মানে—
পূর্ব্বজাতিজ্ঞান যা', তা' অন্ধ—
কাপট্যেরই রূপকথা। ১৯৩।

ইষ্টে বা গুরুতে আত্মোৎসর্গ ক'রতে চাও না
অথচ গরীয়ান হ'তে চাও—
মানেই হ'চ্ছে—
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং ঔদ্ধত্য-দাম্ভিকতায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে ক্রীতদাস ক'রে ফেলেছে—
প্রলুব্ধির অর্থপরবশতায়
ঐ শিবে সম্বদ্ধ না ক'রে,

—তাই, সত্তাকে ব্যাহত ক'রে
ওরই পরিচর্য্যায় নিরত তুমি। ১৯৪।

অসার্থক অসম্বদ্ধ প্রবৃত্তি
সংঘাতে বিচ্ছিন্ন হ'লে
অনর্থক বিপর্য্যয়ী রূপ ধারণ ক'রে,
ফলে, ব্যক্তিপ্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন ও বিরূপ আকারে
রূপায়িত ক'রে তোলে ;
তাই, প্রবৃত্তি-সংহতিকে সার্থক সমঞ্জস ক'রে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী ক'রে তোল—সঙ্গত সমর্থনে,
নয়তো, অসতর্ক মুহূর্ত্ত
তোমাকে কোন্ জঞ্জালে নিক্ষেপ ক'রবে—
তা'র ইয়ত্তা নেইকো। ১৯৫।

প্রীতি-সন্দীপী বিহিত ইষ্টানুগ বিবাহ
মানুষকে একস্বার্থী ক'রে
প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংহত ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরার্থে উপবাস
মনকে কেন্দ্রায়ণী গতিসম্পন্ন ক'রে
সত্তাপোষণে
প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুগ বিন্যাসে
সাহায্য ক'রেই থাকে। ১৯৬।

তোমার নায়ক-প্রবৃত্তি যেমনতর
বোধ, বিদ্যা, ধৃতি ও প্রকৃতি তদনুপাতিকই,
কিন্তু শ্রেয়ার্থে নিয়োজিত প্রবৃত্তি—
যা' যেমনই থাক্ না—
সেগুলি সার্থক সংহতি নিয়ে সুসঙ্গত অন্বয়ে
সর্ব্বাভিদীপক বোধ, বিদ্যা, ধৃতি ও প্রকৃতির
উৎসারণী অনুপ্রেরক হ'য়ে উঠবে,

যা'র ফলে, সুকেন্দ্রিক, সংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রজ্ঞায়
নিরভিমান সার্থকতা নিয়ে
তা' তোমাকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে। ১৯৭।

প্রবৃত্তির চাহিদাকে আঁকড়ে ধ'রে
আপূরিত ক'রতে গিয়ে
বিভিন্ন রকমের সংঘাতের ভিতরে
নিজেকে গা-ঢাকা দিয়ে
রকমারি ভাবভঙ্গী ও অনুচলন অবলম্বনে
যে জটিলতার উদ্ভব হয়,—
সেগুলি হ'চ্ছে ঐ চাহিদার জটিল গ্রন্থি। ১৯৮।

প্রবৃত্তি
ছদ্মবেশে অনেক সময়
নারায়ণের মূর্ত্তিধারণ ক'রতে পারে বটে,
কিন্তু সেই ছদ্মবেশী নারায়ণ
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হ'তে পারেন না,
অর্থাৎ সুদর্শনপ্রবুদ্ধ, শান্তিবাণী
ও প্রগতিমুখর স্থৈর্য্য নিয়ে
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠেন না,—
যা' কিনা মূর্ত্ত নারায়ণের চরিত্রগত লক্ষণ ;
আসল-নকলের পরখই ঐখানে। ১৯৯।

প্রবৃত্তিস্বার্থ যতক্ষণ প্রিয়তে
সার্থক হ'য়ে না ওঠে—
ততক্ষণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে
দ্বৈধভাব থেকেই যায়,
অন্তঃ বা দূরদৃষ্টি মোহগ্রস্ত ততটুকু,
আর, শ্রদ্ধাও দ্বিধাকম্পিত,
জ্ঞান ও গতি তমসাচ্ছন্ন ;

গীতায়ও শ্রীভগবান্ ব'লেছেন—
"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ" ॥ ২০০।

যা'রা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ স্বার্থসন্ধিৎক্ষুতায়
মুহ্যমান আবেগে
বাহ্যতঃ মহৎ-সংশ্রয় অবলম্বন করে—
শ্রদ্ধালু ভঙ্গীর অবগুণ্ঠনে
লোকচক্ষু হ'তে গা-ঢাকা দিয়ে
প্রীতির বৈদুর্য্য-বচন আউড়িয়ে,—
মহতের শত অনুকম্পাও
তা'দিগকে রক্ষা ক'রতে পারে না ;
অধঃপাতের নির্ঘাত সন্ধান
তা'দের অন্তরে ওৎ পেতেই থাকে,
নিয়তির দুর্দ্দান্ত ব্যবস্থা
তা'দিগকে স্বরূপে ফুটন্ত ক'রে
লোকচক্ষুতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। ২০১।

তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
ইত্যাদি বৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলি
যথাসম্ভব সমীচীন শুভপ্রসূ ক'রে ব্যবহার ক'রো,
তোমার ও অন্য অনেকের
মাঙ্গল্য হ'য়ে ওঠে যা'তে,
এমনতরভাবেই বিনায়িত ক'রো—
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুগতি নিয়ে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
হৃদ্য, দীপনী অনুশ্রয়িতা নিয়ে। ২০২।

মানুষের সত্তানুগুণ-প্রবৃত্তিগুলি
যদি সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়

সক্রিয় আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে নিয়োজিত না হয়—
কৃতি-সন্দীপ্ত উদ্দীপনী পরিচর্য্যায়
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে,—
জীবনের অর্থও সেখানে
নিরর্থক বাজে পরিব্যাপনায়
বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হ'য়েই যে চ'লতে থাকবে,
তা' অতি-নিশ্চয়। ২০৩।

তোমার সত্তা-উৎসারিণী প্রকৃতিকে
সাত্ত্বিক পরিচর্য্যাশীল ক'রেই রেখ,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
তা'কে বিক্ষুব্ধ ক'রে ফেল না,
তা'তে জীবনটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
বিভ্রান্তিতে ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠবে,
স্বস্তি ও তৃপ্তি কোথায় পালাবে
তা'র ইয়ত্তা নেই,
বোধ, বিবেচনা ও বাক্-ব্যবহার
তদ্রূপই হ'য়ে উঠে
তোমাকে মানুষের কাঠামে
একটা অমানুষ ক'রে তুলবে—সাবধান! ২০৪।

তুমি যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক না হও,
ঐ অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে
তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে না তোল যদি,
তাহ'লে প্রবৃত্তি-পীড়িত ছন্নতার হাত হ'তে—
তা' অল্পই হো'ক আর বিস্তরই হো'ক,—
রেহাই পাওয়া অসম্ভবই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
তোমার ব্যক্তিত্বও বোধ-সঙ্গতি নিয়ে
সুব্যবস্থ বিনায়িত সন্দীপনায়
দানাই বেঁধে উঠবে না। ২০৫।

যেমন, স্রোতে দাঁড়িয়ে
স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না,
তেমনি, প্রবৃত্তিতে দাঁড়িয়ে
বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না,
স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে যেমন
তা'র গতির মোড় বাঁকিয়ে দিতে হয়
বিহিত কোন দিকে
কেন্দ্রায়িত ক'রে তা'কে,
তেমনি বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন-কিছুর দিকে
সশ্রদ্ধ-সম্বেগী হ'য়ে
তা'র গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়,
তখন ঐ চিতিস্রোত তা'রই অনুপ্রেরণায়
আবেগ-উদ্দীপনায় ছুটতে থাকে—
বোধিদীপ্ত কর্ম্মঠ আগ্রহে,
নয়তো, হাজার কর, সবই ফাঁকা কিন্তু । ২০৬ ।

ব্যভিচারদুষ্টা রমণী যেমন
অলীক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রে
ভ্রামক চলন ও যুক্তিজলুসের
ইন্দ্রজাল-রচনায়
স্বামী ও স্বামিকুলের নিন্দা-পরিবেষণে
নিজের স্বৈরিণী বৃত্তির সমর্থন-লাভে তৎপর হয়—
মানুষের বিবেককে ব্যাহত ক'রে,
তেমনি মানুষ নিজের প্রবৃত্তি-পোষকতায়
ভ্রান্ত যুক্তিজালের কুহক সৃষ্টি ক'রে
আত্মসমর্থনে প্রেরিত বা ঈশ্বরকে
নিন্দা বা অপবাদ দিয়ে থাকে—
প্রকৃতির দোহাই দিয়ে,
আত্মসংশোধনে নিরত না হ'য়ে

বিরতই থাকে তা'রা,
কিন্তু বিচক্ষণ বিধি যা' করবার তা'ই ক'রেন। ২০৭।

প্রবৃত্তি-প্ররোচনা অনেক সময়ই কিন্তু
আত্মঘাতী ঔদার্য্যপূর্ণ অনুকম্পা নিয়ে আসে—
নীতি-তৎপরতার বাহানায়,
তা' অসৎ, উচ্ছৃঙ্খল,
একান্ত একনিষ্ঠতায় সংঘাত সৃষ্টি করে তা';
ঐ বাহানার প্ররোচনায়
তা'র কূটব্যাদানে আত্মাহুতি দিও না,
শ্রেয়ের দিকে তাকাও,
লাখ প্ররোচনাবিহ্বল হো'ক
অন্তঃকরণ তোমার—
ঐ শ্রেয়ার্থসন্দীপী চলনেই চল
দৃঢ় কঠোর আবেগ নিয়ে,
লাখ বেদনাসঙ্কুল বিকৃতিই আসুক না কেন—
একটুও হেলো না, একটুও বেঁকো না,
তুমিও বাঁচবে,
পরিবেশও সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রেহাই পাবে। ২০৮।

তোমার ইষ্টানুগ চলনের অন্তরচারী
একটু ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতিও ক্রমান্বয়ে
বহু ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতিকেই
আমন্ত্রণ ক'রতে থাকবে,
তুমি প্রবৃত্তির খেয়াল-বশতঃ
কোন্ মুহূর্ত্তে কিসে যে
অভিভূত হ'য়ে উঠবে—
তা'র কিছুই ঠিকানা নাইকো কিন্তু,
তাই, নিজের অন্তর-পর্য্যালোচনায়
ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি যা'
তা'কে বের ক'রে ফেল,—

অভ্যাসে অতিক্রম কর তা'দিগকে উৎকর্ষী চলনে,
জীবনকে আজীবনই ঐ উৎকর্ষী চলনে
চলন্ত ক'রে চলন্তস্রোতা ক'রে রাখ
সব দিক-দিয়ে—তবেই রেহাই,
নয়তো, বিচ্যুতির চ্যুতসন্দীপনায়
প্রবৃত্তিতে প্রলুব্ধ হ'য়ে
সেই পথেরই সহযাত্রী হ'তে হবে অতি সহজে,
চাও তো সাবধান হও এখনই। ২০৯।

যে-প্রবৃত্তির সংঘাত বা প্ররোচনা
তোমাকে শ্রেয় বা ইষ্ট হ'তে
বিচ্ছিন্ন ক'রেছে
বা বিচ্ছিন্ন ক'রতে চায়—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার নিয়ামক-বৃত্তি,—
যা' অবগুপ্তভাবে
তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে
সহযোগী প্রবৃত্তি নিয়ে—নানা ভঙ্গিমায় ;
তোমার অনুরাগ
ঐ প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে
শ্রেয় বা ইষ্টার্থে নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,
তুমি ইষ্টানুগ চলনে চলনি তখনও,
ঐ প্রবৃত্তির তোয়াজ যখনই যেমন পেয়েছ—
তা'তেই ঐ তোয়াজে অনুরক্ত হ'য়ে
তেমনতরই চ'লেছ,
তাই, তোমার বিজ্ঞ-গর্ব্বেপ্সা বা ভাঁওতা
ওরই সুবিধে-মাফিক
যা'কে যেমনতরভাবেই প্ররোচিত ক'রতে হয়—
তা'ই ক'রেই চ'লেছে
সঙ্গতিহারা অনর্থক অর্থ আরোপ ক'রে,
ঈশ্বর বা দেবতার নামে
ভূতেরই পূজারী হ'য়ে র'য়েছে—

ঐ ভূতপ্রসাদেরই আবাহনে,
যত বিজ্ঞতাই দেখাও না কেন,
তোমার বোধিজলুস, প্রচেষ্টা ও কর্ম্মসন্দীপনা
ওখানেই খতমের আবর্ত্তনে
ওঠানামায় আবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লেছে
উচ্চল ক্রমানুচলন হারিয়ে;
কিন্তু শ্রেয় বা ইষ্টার্থনিবদ্ধ অনুরাগ হ'লে
তোমার প্রবৃত্তিগুলি একটা সার্থক সংহতি নিয়ে
ঐ শ্রেয় বা ইষ্টেই অন্বিত হ'য়ে উঠত,
তোমার দর্শন ও বোধিবৃত্তিও
সার্থক হ'য়ে উঠত ওখানে—
একটা যোগ্য ও প্রাজ্ঞ অভিদীপ্তিতে। ২১০।

ইষ্টার্থ-অভিযানী সম্বেগের ভিতর
যখনই কোন প্রবৃত্তি এসে উপস্থিত হয়,—
ইষ্টার্থী-বনাম প্ররোচনা নিয়ে,—
মানুষ তা'র দ্বারা লুব্ধ হ'লে
ঐ তৎপরতার নামে ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
তা'র সম্বেগকে ঐ ব্যতিক্রমী পথেই
পরিচালিত ক'রে থাকে;
তা'তে এই দাঁড়ায়—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা লোল হ'য়ে
উদ্দেশ্যকে ব্যাহত বা পণ্ড ক'রে
অবসাদ-লাঞ্ছিত ক'রেই তোলে;
তখন ঐ ব্যাহতি বা ব্যর্থতা
ডাগর চক্ষু ক'রে ব'লতে থাকে
বা ভাবতে সুরু ক'রে—
'এ্যাঁ! এ কী হ'ল?'
ঈশ্বরও মৌনমুখে ব'লে ওঠেন—
'তাই তো! তাই তো!',

তখন বোধ হ'লেও
বীর্য্যের খাঁকতি এসে যায়,
ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
যে ক্লেশসুখপ্রিয়তা ছিল—
সেটাও শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
আত্মসমর্থনী যত চিন্তাই আসুক না,
তা' নিয়ে নিজেকে কোনরকমে
সমর্থন ক'রতে পারে বটে,
কিন্তু 'এ্যাঁ! কী হ'ল!'—
এর উত্তর আর থাকে না তা'তে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই
প্রকৃতি উপহার দিয়ে থাকে প্রায়শঃ। ২১১।

ইষ্ট বা প্রেষ্ঠ-নিদেশ
সক্রিয় পরিচর্য্যায় পরিপালিত ক'রে
মূর্ত্ত ক'রতে অযথা দেরী হ'চ্ছে বা পারছ না
তা'র মানেই এই—
তোমার আবেগ সক্রিয়তায় শ্লথ হ'য়ে উঠেছে,
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ বিবেকের দরুন
তুমি তা'তে উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারছ না,
তোমার চাহিদার টান
আর ইষ্টানুগ আবেগের ভিতর
একটা সংঘর্ষ বেধে
তা'কে হৃদিশহারা ও মন্থর ক'রে চ'লেছে—
তা' শারীরিক, মানসিক
বা যে-কোন রকমেই হো'ক;
যখনই এমনতর দেখতে পা'চ্ছ—
তুমি সতর্ক হও, সম্বুদ্ধ হও,
তোমার আগ্রহ-আবেগকে
ধাক্কায় এমনতর উস্কানি দিতে থাক—

নিরন্তরতায় যা'তে তুমি
সক্রিয় হ'য়ে চ'লতে পার—বিহিত নিয়ন্ত্রণে,
এই চলনার বিপর্য্যয়ী
ভাব, ধারণা বা সংস্রবকে এড়িয়ে,
কিছুদিনের ভিতরই তোমার আগ্রহ
আবার তেজাল হ'য়ে উঠতে পারে। ২১২।

দীর্ঘসূত্রী হ'য়ো না,
যখন যা' ক'রে ফেলতে হবে
তখনই তা' ক'রে ফেল,
গাফিলতি ক'রো না তাতে ;
যদি গাফিলতি কর,—
যখনকার যা' তখনই যদি তা' না কর,—
অভ্যাস এমনতর ব্যবধান সৃষ্টি ক'রবে,
যে, তুমি তোমার সময় বা সুবিধামত
তা' ক'রে ফেললেও
তা'তে কোন ফয়দা হবে না ;
তাই বলি—দীর্ঘসূত্রতার সাজাই হ'চ্ছে
ক'রেও কিছু ফয়দা না হওয়া। ২১৩।

শ্রেয় বা প্রেয়-নিদেশ পাওয়া বা শোনামাত্র
তুমি আগ্রহোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছ না,
সমাধানী তৎপরতায় নিজেকে তৎক্ষণাৎ
নিয়োজিত ক'রতে পারছ না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার অন্তঃস্থ আবেগ-আগ্রহ
তোমারই চাহিদা-পূরণায়
এতখানি অবশ-আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে
যা'র ফলে, ঐ নিদেশ তোমাকে
অমনতর আগ্রহোদ্দীপ্ত ক'রে
নাড়া দিতে পারল না,

বা তুমি অমনতরভাবে ন'ড়ে উঠলে না,
তাই, নিষ্পাদনী আবেগও
উপ্‌চে ওঠেনি তোমাতে,
এক-কথায়, তুমি তা'র হ'য়ে
উঠতে পারনি—
সব দিক-দিয়ে, সব ভাবে,
তাই, তোমার প্রাপ্তিও
সব দিক-দিয়ে, সব ভাবে
সমাধানে এসে
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
মোট কথায়, তুমি উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
উন্নীত হ'য়ে উঠতে পার না,
ভাব নেই—তা' অভাব মিটবে কী ক'রে? ২১৪।

যখনই দেখলে
আচার্য্যনির্দেশ পরিপালন ক'রতে পারলে না—
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায়,
কিংবা হৈহল্লার ভিতর-দিয়ে
তা' হ'য়ে উঠল না,
বুঝে নিও—যেমন ক'রেই হো'ক,
ঐ নিষ্পন্ন না-করার পিছনে আছে
প্রবৃত্তি-পরিপোষণী স্বার্থ-প্রলোভন—
যা' আগ্রহ, চেষ্টা ও উৎসর্গ-প্রবৃত্তিকে
শ্লথ ক'রে তোলে,
এবং তা' যত বেশী হ'তে থাকবে,
বুঝে নিও—তুমি বা তোমাদের আগ্রহনৈপুণ্য
দক্ষ আচার-ব্যবহার বা চলনও
তেমনি শ্লথ হ'য়ে বিচ্ছিন্নতায়
একটা আপসোসের হতাশ নিঃশ্বাস নিয়ে
অকৃতকার্য্যতাকে অনিবার্য্য ক'রে তুলবে,
নিজেও নষ্ট হবে,

সঙ্গে-সঙ্গে যা'রা এমনতর চলনে
চ'লতে থাকবে,—
তা'দের জাহান্নমের পথও
পরিচ্ছন্ন ক'রতে থাকবে ;
যদিও ঠেকেই শিখতে হয়,—
কিন্তু অনবধানতা
বা আগ্রহশৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিয়ে
কিংবা কর্ম্মপ্রস্তুতি
ও দুর্দ্দান্ত নিষ্পাদনী আগ্রহকে
জলাঞ্জলি দিয়ে চ'ললে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টেরই উপাসনায়
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
নিয়োজিত হ'তে বাধ্য হবে ;
তাই বলি—বাঁচাবাড়াই যদি লক্ষ্য হয়,—
স্বস্তি ও শুভ-তৎপরতাই
যদি তোমার কাম্য হয়,—এখনও সাবধান। ২১৫।

যে কখনও প্রিয়পরম বা ইষ্টের অভিপ্রায়-অনুসারে
কোন প্রবৃত্তিচাহিদাকে ত্যাগই ক'রতে পারেনি,
কিংবা তাঁ'র প্রীতির উদ্দেশ্যে
তা' উৎসর্গ ক'রতে পারেনি,—
যতই বলুক আর যা'ই করুক—
ইষ্টার্থপরায়ণতা তার তখনও
প্রবৃত্তিপরায়ণতার সহিত আপোষ ক'রেই চ'লেছে,
ইষ্টার্থপরায়ণতায় সে নিজের চাহিদাকে উৎসর্গ ক'রে
এক পাও এগুতে পারেনি ;
তবু ভাল যে যতটুকু করে—
তা' কোন উপরোধ, অনুরোধ
বা স্বার্থপ্রচেষ্টায়ই হো'ক—
তা'ও ভাল,

অর্থাৎ, খোসখবরের ঝুটাও ভাল,
যদিও তা' বিশ্বস্তির পরিচায়ক নয়। ২১৬।

যখনই বুঝবে বা দেখতে পাবে—
তোমার বরেণ্য-বাঞ্ছিতকে বাদ দিয়ে
কোন উল্লাস-উপভোগ ক'রতে
তোমার ইচ্ছা ক'রছে,
বা তা' ভালও লাগছে,
বুঝবে তখনই—
তোমার অনুরাগ কেন্দ্রভ্রষ্ট হ'য়ে উঠছে,
বা তা' প্রত্যাশাপীড়িত,
আর, ঐ বাঞ্ছিতের চাওয়াগুলি যে
তোমার চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে না,
তা'র মানেই—তাঁ'তে তোমার প্রণয় নেইকো,
প্রীতি-অবদান নেইকো,
অনুসরণবিহীন, বন্ধ্যা তা' ;
প্রবৃত্তির লুব্ধ আকর্ষণই তোমার নিয়ামক,
তোমার ভাগ্যও নির্দ্ধারিত হ'চ্ছে ঐ ভজনাতেই,
ঐ বাঞ্ছিত-বরেণ্যের ভজনপ্রদীপনায় নয়কো,
ভাগ্যও তেমনি অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমাকে অনুসরণ ক'রছে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বরেণ্য-বাঞ্ছিতের
সংশ্রয়ী হ'য়ে ওঠ—
অনুচর্য্যাপূর্ণ প্রীতিপ্রদীপনা নিয়ে,
ঐ ভজনা তোমার ভাগ্যকেও প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ২১৭।

সক্রিয় পৈশাচিক প্রবৃত্তি
বা কুৎসিত কদর্য্য অভিযানকে
উদ্গমেই অবসান কর,
নয়তো, তা' সংক্রমণে

এমন ব্যাপক আকার ধারণ ক'রবে
যা'তে তা'কে আয়ত্ত করাই কঠিন হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে আক্রান্ত জনগণও
বিধ্বস্তিতে এমনতর ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে উঠবে—
পরে যত বড় যা'ই কর না কেন
তা'দের আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না,
তোমার শৈথিল্য-শ্লথ বিবেচনা
সে-অপরাধের মার্জ্জনা
আর কখনও পাবে কিনা সন্দেহ,
তাই, তীক্ষ্ন ধী নিয়ে ক্ষিপ্রপদক্ষেপে
সুদৃঢ় ব্যবস্থিতির সহিত তা'কে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেল তৎক্ষণাৎ—
লোকহিতী ব্রতে যদি ব্রতীই হ'য়ে থাক তুমি। ২১৮।

তুমি যা'ই হও বা যেমনই হও না কেন,—
যা'রই প্রবৃত্তি-প্ররোচী শাতনবুদ্ধি
তোমাকে তা'র অন্তরায় বিবেচনা ক'রবে—
সে-ই তোমাকে যেমন ক'রেই হো'ক
অপসারণ-প্রচেষ্টা হ'তে
বিরত থাকবে না কিন্তু—
এমন-কি,—তুমি তা'তে
নিশ্চেষ্ট অসাড়ই হও
আর প্রীতিফুল্ল পরিবেষকই হও ;
তাই, নিরোধকে সুদৃঢ় বর্ম্ম ক'রে
যে-গন্তব্যেই চ'লতে হয়—
তা' যদি না চল
বিপদ্ তোমার ব্যাহত হবে না কিছুতেই,
কারণ, ক্রুদ্ধসর্প একখানা শুষ্ক কাষ্ঠকে—
এমন-কি, বহমান বায়ুকেও
ছোবল মারতে ছাড়ে না। ২১৯।

প্রবৃত্তি-প্ররোচনা—যা' প্রেয়স্বার্থী নয়—
তা' মানুষের বোধ ও চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
এমনতর কর্ম্ম সৃষ্টি ক'রে
মস্তিষ্কে এমনতর সমাবেশ ঘটায়,—
যা'র ফলে বিদ্ঘুটে বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে
বিভ্রান্তি-বেঘোরে জীবনকে
হেনস্থায় পদদলিত ক'রে চলে,
ফলে, কোন নির্দেশই জীবন-চলনায়
পরিপালন ক'রতে পারে না তা'রা ;
ওর ওষুধই হ'চ্ছে
প্রেষ্ঠে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
নিজের চরিত্র ও চলনাগুলিকে
সক্রিয়ভাবে সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত করা—
তদনুকূল চিন্তায়, চলনে, স্বার্থে । ২২০ ।

যে-বৃত্তির প্রভাবে
যে অবমর্ষিত হ'য়ে থাকে,
তা'র বিরুদ্ধ সংঘাত
তা'র সম্মুখে উপস্থিত হ'লেই
সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে তা'তে—
নিজের অস্তিবৃদ্ধির আকূতিকে
মুহ্যমান ক'রেও,
এমন-কি, তা'র জন্য
শ্রেয়-ত্যাগ ক'রতেও কুন্ঠিত হয় না,
তাই, ধুক্ষা-দীর্ণ জীবন তা'দের
কণ্টকাকীর্ণই হ'য়ে থাকে ;
তাই, সবার পক্ষে শ্রেয় যা',
নিজের পক্ষে শ্রেয় যা',
অর্থাৎ, অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণী যা',
তা'কে গ্রহণ ক'রো—

তা'—প্রিয়তর অন্যকে
অর্থাৎ, অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষণায় সংঘাত হানে
—এমন কিছুকে অবজ্ঞা ক'রেও। ২২১।

কুৎসিত প্রবৃত্তি যা'কে যেমন পেয়ে বসে—
তা'র অন্তর ও চক্ষুও তেমন হ'য়ে ওঠে,
সে ভালর মধ্যেও কুৎসিত দেখে,
চারিত্রিক শৌর্য্য কা'কে বলে
তা' সে বুঝতে পারে না;
আবার, সৎ-অনুরতি যখন অচ্যুত আগ্রহ নিয়ে
অনুগতিসম্পন্ন হয়,
তখন, আপাতদৃষ্টিতে লোকে যা'কে
কুৎসিত ব'লে মনে করে,
তা'র মধ্যেও বাস্তব সৎ যদি কিছু থাকে,
তা' সে দেখতে পায়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
জীয়ন্ত দৃষ্টিতে,—
অবশ্য যদি সে
শ্রেয়ানুগতি নিয়ে
আগ্রহ-তৎপরতায় চলে। ২২২।

কী অবস্থায়, কোন্ সংঘাত
কোন্ প্রবৃত্তিকে কোন্ পথে
আলোড়িত ক'রে
কেমনতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—
ধাতু ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণায়
সেগুলিকে উপলব্ধি কর, জান,
জেনে বিহিতভাবে যে-বিনায়নে
যা' ক'রে সক্রিয়তায় সেগুলিকে শুভপ্রসূ ক'রে
তুলতে পার—তা'ই-ই কর,

আর, যতখানি তা' ক'রতে পারবে—
তোমার চলনাকেও তেমনি
বিধায়িত ক'রে তুলতে পারবে,
আর, তা'র ব্যতিক্রম যেমনতর—
দুর্ভোগ ও জঞ্জালও
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে। ২২৩।

সংযত কর তোমার প্রবৃত্তির
আততায়ী অভিসার—
যা' তোমার সাত্বত সম্পদ্‌কে ছন্ন ক'রে
স্বেচ্ছাচারী চলনে
তোমার সত্তাকেই খিন্ন ক'রে তোলে,
ঐ তো যম, ঐ তো শাতন ;
আর, সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
সাত্বত কৃতিচলনকে,
যা' তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিবেশকে
সুবিন্যস্ত ক'রে
পারস্পরিক প্রীতিবন্ধন-পরিচর্য্যায়
উৎকর্ষী ক'রে তুলে থাকে,
—ধারণপোষণী কৃতিপরিচর্য্যায়
চারিত্রিক প্রভাবে
প্রভুত্বের অধিকারী ক'রে তোলে—
ইষ্টাচারী চলনে,
একনিষ্ঠ প্রবুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে,
প্রিয়পরমে সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত দ্যোতনায় ;
আর, এইতো জীবন, এইতো অমৃত পথ। ২২৪।

ভাল হওয়ার জন্য প্রবৃত্তিগুলি উঁকি মারে,—
এ কথা ভালই,
নিবিষ্ট বিনায়নে তা'কে যদি
সঙ্গতিশীল ব্যবস্থিতি দিয়ে

বিনায়িত ক'রে তোলা যায়—
সমীচীন তাৎপর্য্যের সহিত
দরদী অনুকম্পা নিয়ে
পরিচর্য্যার প্রীতি-নন্দনায়
কৃতিবিভব-উদ্দীপনায়
যা' ঐ অস্খলিত
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠায় নিহিত থাকে,—
ক্রমে-ক্রমে তা' মানুষকে
দেবমানবই ক'রে তোলে—
দ্যুতিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে—
বিজ্ঞতার বিনায়িত সুঠাম বিভবে। ২২৫।

তুমি প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে চ'লবে—
প্রবৃত্তিগুলির
প্রবর্ত্তনামাফিক খোরাক জুগিয়ে—
বিক্ষিপ্ত, বিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিত্বহারা হ'য়ে
শ্রেয়ার্থকেন্দ্রিকতাকে
নানা যুক্তিজলুসে বরবাদ ক'রে,
আর, ব'লবে—
শ্রেয়ার্থপরতা অন্তরের জিনিস,
বাহ্যিক অভিব্যক্তিই যে সব কিছু—
তা'র মানে কী?
বাহ্যিক অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে
আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণে চ'লে
যে মানসিক সুকেন্দ্রিক সম্পদ্ বেড়ে ওঠে,
তা' বোঝবার প্রয়াসও তোমার কাছে
অবান্তর ব'লে মনে হয়,
অথচ সুখী হ'তে চাও,
জীবনে কৃতির আসন অধিকার ক'রে
নিজের গর্ব্বেপ্সাকে পরিপোষিত ক'রতে চাও,
আবার, অপকর্ম্মের ধৃষ্টতায়

ধর্ষিত হওয়ার প্রলোভন
ত্যাগ ক'রতে চাও না,
অথচ ঈশ্বরানুরাগ অন্তরে তোমার
জ্বলজ্বল ক'রবে—তা'ও কি হয় ?
যেমন ক'রবে, যেমন চ'লবে
তোমার লাভও হবে তেমনি—
এই তো বিধিনিঃসৃত প্রকৃতির নিয়ম ;
তাই, যদি ভালই চাও,
চলও তেমনি, করও তেমনি
নয়তো, ধ্বস্তাধ্বস্তি হাজার কর—
ওর ব্যত্যয় হবে না কিছুতেই। ২২৬।

তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তা'র সমীচীন সদ্ব্যবহার ক'রো—
সৎ-সন্দীপনী কৃতিমুখর সম্বেগশালিন্যে ;
তোমার পরাবৃত্তি যিনি,
যিনি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ প্রিয়পরম,
সত্তার সম্বর্দ্ধনী বর্ত্ম যিনি তোমার,
প্রবৃত্তিগুলিকে বরং তাঁ'রই সেবায়
নিয়োজিত কর—
পালনে, পোষণে, আপূরণী পরিচর্য্যায়,
উপচয়ী অর্জ্জনপটু তপোনিরতি নিয়ে ;
এতে তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হবে,
বোধি প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
আশীর্ব্বাদের ঊষণ-দীপনা
বর্দ্ধনী ঐশ্বর্য্যে
জ্যোতিষ্মান ক'রে তুলবে তোমাকে—
বোধি, মেধা ও ব্যক্তিত্বের
অন্বিত সঙ্গতির পরম বিনায়িত সার্থকায়। ২২৭।

মানুষ যেখানে প্রবৃত্তি-প্ররোচিত, লুব্ধ,
ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক তা'দের কাছে
হেয় ব'লে
প্রতারক ব'লে
অবজ্ঞার পাত্র ব'লে
গণিত হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ ;

ঐ ধার্ম্মিকের
সুকেন্দ্রিক সততা, সাধু স্বভাব
ও গণপরিচর্য্যী অনুদীপনা
সন্দেহেরই হ'য়ে থাকে তা'দের কাছে,

প্রবৃত্তি-সমর্থনী, প্যাঁচোয়া,
অলীক, উচ্ছৃঙ্খল যুক্তিই
তা'দের পরিচালক—
বাস্তবতা ব্যাখ্যাত হয় না যা' দিয়ে,

তা'রা শাসন-সম্বুদ্ধ হয় না,
তোষণের সুযোগ নিয়ে
প্রবৃত্তির ইন্ধন-জোগানই উপভোগ করে,

কারণ, তা'দের প্রবৃত্তিকে যা' সমর্থন করে
তা'ই-ই ন্যায় ও সুবিচার তা'দের কাছে,

কোন কথা বা আলোচনা
সুদূরভাবেও যদি
ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধতায় সংঘাত আনে
তা'তেও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—

এমনই স্পর্শকাতর ত্রস্ত হৃদয়ে
দিন যাপন করে তা'রা ;

তা'দের দেখে বা তা'দের কথা শুনে
তুমি ঘাবড়ে যেও না,

অমৃত ব'লে
গরলকে গলাধঃকরণ ক'রতে যেও না। ২২৮।

আগে মানুষের প্রকৃতি দেখ,
আর, তা'র অন্তর্নিহিত কোন্ প্রবৃত্তি বা বৃত্তি
ঐ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে
সেই প্রকৃতির অনুরঞ্জনা জোগাচ্ছে,
তা'কে নির্দ্ধারণ কর,
তা'রপর ঐ প্রবৃত্তি-নিয়মনের ব্যবস্থা—
তা'র নিজস্ব প্রকৃতি যা'
তা'র ভিতর-দিয়েই ক'রতে চেষ্টা কর ;
মানুষ যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়তপা সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে,—
তা'র প্রবৃত্তিকে তা'র প্রকৃতিমাফিক
সুবিন্যাস-সম্বুদ্ধ করা সম্ভব,
কিন্তু প্রকৃতি বদলানো কঠিন,
আর, প্রকৃতি মানেই হ'চ্ছে—
জৈবী-সংস্থিতি-নিবদ্ধ উদ্গমী অনুদীপনা,
ঈশ্বরের আশিস্-সম্বেগ
মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতেই বসবাস ক'রে থাকে—
যে-প্রকৃতি নিয়ে সে বাস্তব ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
অবশ্য, মানুষ যা' করে,
তা' যেখানে তা'র ভাল লাগে না অথচ করে,
বুঝে নিও, সে-করাটা তা'র প্রকৃতিসঙ্গত নয়কো ;
ঈশ্বরই স্ফুরণ-দীপনা। ২২৯।

অনেক ব্যক্তিত্বে উচ্ছল গুণরাজি
বহুল বিভা বিকিরণ করা সত্ত্বেও
এমন দু'একটি
তমসাবৃত প্রবৃত্তি-অভিভূত আবেগ
সক্রিয় হ'য়ে থাকে,
যা'র ফলে, ঐ বিভা বিমর্ষ হ'য়ে
ম্রিয়ল দীপনায়
বিকৃত ব্যভিচারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে

ঐ বিভাসমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
অবসন্ন ক'রে তোলে,
সুখ্যাতি-অখ্যাতির কুটকুর দৃষ্টিতে
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
সর্ব্বান্তঃকরণে তৎস্বার্থী হ'য়ে
তদুপচয়ী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আনতি নিয়ে
নিজেকে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ,
যদি অমনতর কিছু থাকে
এখনই তা' হ'তে নিবৃত্ত হও,
বিন্যাসের বিনায়িত মঞ্জুল তালে
তা'কে ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল,
ইষ্টস্বার্থ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় মুখর ক'রে তোল,
আবিষ্ট লুব্ধ দৃষ্টিতে
সেদিকে আর ফিরে চেও না,
নিয়মনের কঠোর বল্গায়
তা'কে ইষ্টতপা ক'রে তোল,
অন্ধকার-বিমুক্ত হও,
তা'কে বশ ক'রে ফেল,
ঈশ্বর পরম বশী। ২৩০।

যে যেমনতর বৃত্তি বা প্রবৃত্তির দ্বারা
অভিভূত হ'য়ে চলে,
সে পরিবেশের প্রতি
তেমনতরই অনুগ্রহ বা নিগ্রহশীল
হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু চ্যুতিহীন সুনিষ্ঠ
শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুবেদনায়
অনুপ্রাণিত যা'রা,
তা'রা যে-কোন বৃত্তি বা প্রবৃত্তির আওতায়

অবস্থান করুক না কেন,
অমনতর বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে
তা'রা শ্রেয়ার্থ-নিয়মন-অনুদীপ্ত
শুভ-সন্দীপী ক'রে তোলে ;
ঐ বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বে
গ্রহ-গ্রন্থি ব্যর্থ হ'য়ে ওঠে স্বতঃই
রকমারি শুভ-অভিব্যক্তি নিয়ে ;
তাই, তা'দের ব্যক্তিত্বও
তেমনতর পূজনীয় হ'য়ে উঠে থাকে। ২৩১।

ঠ'কবারই বল,
ভ্রান্তচর্য্যারই বল,
আর, বিপর্য্যয়ী চলনারই বল—
একটা উন্মাদনা আছে
নেশার অভিভূতির মত,
সেই উন্মাদনার বশবর্ত্তী হয়ে
মানুষ সেই দিকেই আনত হ'য়ে ওঠে,
তা'র নিরাকরণের দিকে
এগোনোর প্রবৃত্তিই ক'মে যায় ;
ঐ জাতীয় উন্মাদনাকে
তোমার মস্তিষ্কে
থিতিয়ে রাখতে দিও না,
ঠাওর পেলেই
নিরাকরণ-অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
পরিশুদ্ধির দিকে
অবাধ হ'য়ে চ'লতে থাক ;
যেমন ক'রে তা' ক'রতে হয়,—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তা' ক'রতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না। ২৩২।

কোন প্রবৃত্তিরই অপচয় করা
ভাল নয়,
তেমনি অস্বাভাবিক নিপীড়ন করাও
ভাল নয়কো,
তবে তা'কে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধভাবে
অর্থাৎ, সত্তার পোষণবর্দ্ধনায়
ব্যবহার করা ভাল—
কল্যাণ-পরিস্রবা ক'রে,
ইষ্টার্থ-নন্দনায়,
যেখানে যা' যেমন যতটুকু প্রয়োজন :
এক-কথায়, ইষ্টার্থের শুভ-আপূরণায়
যেখানে যে-প্রবৃত্তির
যতটুকু প্রয়োজন,
বিহিত নিয়মনায়
তা'র ততটুকু প্রয়োগই শ্রেয় ;
আবার, কোন প্রবৃত্তিকেই
অযথা বাড়িয়ে তোলা ভাল নয়কো,
সহজ জীবনে নিবৃত্তিই
মহাফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে ;
যা'ই কর না কেন,
যেমনই চল না কেন,
প্রবৃত্তিগুলি যেন
সাত্বত পোষণ-প্রবর্দ্ধনার পরিপন্থী না হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে তা'র পরিপোষকই হ'য়ে ওঠে । ২৩৩ ।

কাম, ক্রোধ, লোভ সবারই আছে,
তা' যখন সুসঙ্গত সত্তাপোষণী তাৎপর্য্য নিয়ে
বিবেচনার পরিপ্রেক্ষায়
সান্বয়ী সুসঙ্গতির সহিত
ধর্ম্মদ ও সত্তাপোষণী হ'য়ে
অন্তরে বসবাস করে,—তা'ই-ই স্বাভাবিক,

আবার, দুরূহ অভিভূতির মোহনিবিষ্টতায়
সংকীর্ণ স্বার্থ-উপভোগে ওগুলি যখন
সত্তাপোষণী ধর্ম্মের বিরুদ্ধ পরিচর্য্যায়
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চলে—
তা' সত্তা-সংক্ষয়ীই হ'য়ে ওঠে ;
ঐ অভিভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লে
ঐ চাহিদারই মারফত
তৎসমর্থনী পরিচর্য্যায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে, সতর্ক সন্ধিৎসায়
তা'কে শ্রেয়ার্থনিবন্ধ ক'রে
যতই তুলতে পারা যায়,—
ঐ প্রবৃত্তিও ততই
অভিভূতি বা মোহমুক্ত হ'য়ে উঠতে থাকে—
একটা শ্রদ্ধান্বিত শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী
উপভোগ-আনতি নিয়ে,
নয়তো, তা' বৈশিষ্ট্যবিলোপী, ভ্রষ্ট,
পাপ-নারকী পন্থাই অবলম্বন ক'রে
সত্তার ব্যক্তিত্বকে
নির্য্যাতিত ক'রেই চ'লতে থাকে ;
বুঝতে চেষ্টা কর,
বুঝে এখনও সাবধান হও,
শ্রেয়ার্থনিবন্ধ হ'য়ে চল—
ঐ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, মুক্ত হবে। ২৩৪।

প্রবৃত্তিগুলি যখনই
শ্রেয়ার্থ-অন্বিত হ'য়ে উঠছে না,
বুঝে নিও তখনই—
ঐ প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলির
অন্তর্নিহিত শাতন-অভিভূতি
তা' ক'রতে দিচ্ছে না—

যা' বিভ্রম, ব্যতিক্রম, বিচ্ছেদ,
পতন, বধ ও বিপর্য্যয়ে
অনুপ্রেরিত ক'রে রাখতে চায় তোমাকে
মৃত্যু-অভিনিবেশী ক'রে ;
তুমি বুঝতে পারলেই সাবধান হ'য়ো,
স্বার্থগৃধ্নু ভোগলিপ্সার
প্রত্যাশারঞ্জিত প্ররোচনাই হ'চ্ছে—
ঐ শাতনবৃত্তির লোলুপ লাস্য ;
তাই, যেখানে ঈশ্বরপ্রাণতা,
ইষ্টপ্রাণতা, শ্রেয়প্রাণতা
উৎকণ্ঠ সম্বেগে চলৎশীল—
শাতন সেখানে স্তিমিত,
আর, যেখানে স্বার্থগৃধ্নু ভোগলিপ্সা,
অনুকম্পাহীন অসহযোগিতা,
শ্রেয় বা ইষ্টার্থপ্রাণতায় বিদ্বেষ, ব্যতিক্রম
বা বিচ্ছেদের প্রাবল্য—
শাতন সেখানে দেদীপ্যমান ;
সত্তাই যদি তোমার মুখ্য হয়
শাতনকে বিদায় দাও,—
"জঁহা রাম তঁহা নেহি কাম।" ২৩৫।

তোমার যে-কোন প্রবৃত্তি হো'ক না কেন,
যেমন তোমার কাম,
তা' যদি বিন্যাসী অনুশাসনকে ভঙ্গ করে—
এমনতর সংস্রবগ্রস্ত হয়,
তবে তা' অপরাধ, অশিষ্টাচার,
আবার, ঐ কাম যদি
বিধি বা ধর্ম্মবিগর্হিত সংস্রবে
অন্বিত হ'য়ে থাকে,—তা' পাপের ;
অপরাধের যা'-কিছু
তা' যদি কল্যাণকর হয়, শুভপ্রদ হয়,

তা' অপরাধের হ'য়েও অপরাধধর্ম্মী নয়কো,
কিন্তু বিধিবিগর্হিত বা ধর্ম্মবিগর্হিত যা'—
পাপের যা',—
তা' কোনদিনই কল্যাণবাহী হয় না,
চিরদিনই তা'
ব্যষ্টি, পরিবার ও সমাজের ভিতর
সংঘাত সৃষ্টি করে ;
ঈশ্বর শুভঙ্কর—
কল্যাণগোপ্তা—স্বস্তির সাম-স্বধা। ২৩৬।

আপ্তসুখী ধান্ধা
তুষ্টিকেই প্রবঞ্চিত ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ২৩৭।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—
বোধায়নী প্রবর্ত্তনা
ও প্রেরণার বজ্রকপাট। ২৩৮।

অপঘাতী নৈতিক ঔদার্য্য,
সংকীর্ণতা বা প্রণয়—
কামবিকৃতির একটা রূপ। ২৩৯।

গর্ব্বেপ্সা, প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতা,
অভিমান, স্বীয় প্রবৃত্তিস্বার্থ-তৎপরতা
যেখানে যত প্রবল,—
প্রীতিও মুহ্যমান সেখানে তত। ২৪০।

প্রীতি কখনও
প্রিয়কে ত্যাগ ক'রতে পারে না,
কিন্তু কামদীপনা পারে
প্রীতি ত্যাগ ক'রতে। ২৪১।

প্রত্যাশাপ্রলুব্ধতার প্রলোভানিতে মুগ্ধ হ'য়ো না,
তা'তে হতাশ হবার সম্ভাবনাই বেশী,
সক্রিয় ত্যাগ-প্রমুখ প্রীতিই ধন্য। ২৪২।

যেখানে সক্রিয় আনুকূল্য-অনুবেদনী অনুচর্য্যা নাই,—
সেখানে প্রীতিও নাই,
বরং আছে স্বার্থসন্দীপী আগ্রহ-আতিশয্য,
বিরক্তি-বিড়ম্বনার ধৃতিকৃপণ অসন্তুষ্টি ;
প্রীতিভঙ্গী সেখানে স্বার্থসংকুল, মিথ্যা। ২৪৩।

লোভে, আপদ্ বা অপমানের ভয়ে
কিংবা দুঃখকষ্টের আশংকায় যে বা যা'রা
শ্রেয় বা প্রেয়কে এড়িয়ে থাকে,
বা তা' হ'তে দূরে থাকে,—
তা'দের অন্তঃস্থ সৌরভ বা প্রীতি-সন্দীপনা
মলিন বা বিকৃত ;—
এমনতর যা'রা
দেখে, শুনে, বুঝে, প্রীতি রেখেও
তা'দের হ'তে দূরে থাকা ভাল,
নয়তো, দুঃখই পেতে হয় ;
ঐ মলিন বা বিকৃত প্রীতি
বা সৌরভ-সন্দীপনা যা'দের—
লোভ বা লালসার ইন্ধনই হ'চ্ছে
তা'দের প্রীতির খোরাক। ২৪৪।

কামকামনা কুৎসিত তখনই,
যখনই তা' সত্তাধর্ম্মে সংঘাত সৃষ্টি করে—
শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে। ২৪৫।

সুনিষ্ঠ-শ্রদ্ধা-বিহীন চলন যেখানে—
কাম বা কামনার সংস্রব
দুঃখপ্রদ হ'তেই দেখা যায় সেখানে প্রায়শঃ। ২৪৬।

কাম যেখানে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা,
অনর্থ ও স্বার্থসন্ধিৎসুতার অনুচর—
তা' কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতিতে
ব্যক্তিত্বেরই অপলাপ আনে। ২৪৭।

কাম যেখানে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা,
অসন্তোষ, অসম্ভ্রম, আক্রোশ
বা সেবাবিমুখতার স্রষ্টা—
তা' কিন্তু বিরতি ও বিধ্বস্তিরই দূত। ২৪৮।

যেখানে কাম-কামনা—
স্বার্থসন্ধিৎসাও সেখানে তেমনি,
আর, আত্মগরিমাই তা'র বাহক ও পোষক,
তাই, শ্রদ্ধা বা অনাবিল প্রীতির অভাবও
সেখানে তেমনি। ২৪৯।

স্বামী ও অত্যন্ত নিকট গুরুজন ছাড়া
পুরুষ-সংস্রব-প্রবণতা যা'দের বেশী—
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষা সৃষ্টি ক'রে,
তা' কামেরই চাপা
অজ্ঞাত কলগতিরই রূপ মাত্র,
আর, পুরুষের বেলায়ও
অমনতর নারী-সংস্রবও তাই-ই। ২৫০।

যৌন-সংস্রবে যদি পাপ প্রবেশ করে—
তা' মস্তিষ্কে এমন সংস্থিতি এনে দেয়
যা'র অভিভূতিকে অতিক্রম করা
দুরূহ হ'য়ে ওঠে,
যা' সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়
তা'ই করাই পাপ—
তাই, হিসাব ক'রে চ'লো। ২৫১।

মেয়েদের প্রতি
যা'দের যেমনতর অবৈধ প্রলোভন—
প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়—
তা'দের জন্মগত প্রবৃত্তি তেমনি অনিয়ন্ত্রিত ;
আর, যা'রা সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যায়
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রাখে,—
জন্মগত প্রবৃত্তিও তা'দের
ততখানি সভ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত। ২৫২।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যত্যয়ী সংস্রবে
তোমার রক্ত-বিকৃতি না হ'চ্ছে,
বা না হ'য়ে থাকে,
সে পর্য্যন্ত তুমি
যে-কোন রকম ব্যভিচারই ক'রে না থাক,
অর্থাৎ, ব্যতিক্রমী আচারপরায়ণ হ'য়ে না থাক,
তা' সংশোধিত হয়ই কি হয়,—
যদি তোমার অন্তঃকরণ শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠানন্দিত থাকে,
আর, তা' পুরুষ-নারী নির্ব্বিশেষে উভয়েরই। ২৫৩।

কামুকতা চায় পরিবর্ত্তনী উপভোগ,
তাই, সে এককে বর্জ্জন ক'রে অন্যকে চায়,
এমনই ক'রেই নিজে ভ্রষ্ট হ'য়ে
অন্যকেও ভ্রষ্ট করে,
এমনি ক'রেই ভ্রষ্ট-সঙ্গ সৃষ্টি হয় ;
কামুক প্রণয়ে
দায়িত্বশীল প্রীতিপ্রসন্ন
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুদীপনী
ক্রমাগতির স্থান কোথায় ? ২৫৪।

মানুষ কামকামনার মোহে—
প্রবৃত্তির আত্মপ্রতিষ্ঠ দাম্ভিকতা

ও ঔদ্ধত্যের বশে—
ক'রতে না পারে এমন কাজই বিরল,
শুধু পারে না প্রীতি-উদ্দীপনী
সেবাপ্রাণ সক্রিয় সার্থকতায়
প্রেষ্ঠে, ইষ্টে বা ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ ক'রতে—
বিশেষতঃ তা'রাই
যা'রা শ্রদ্ধানন্দিত-নিষ্ঠাহারা। ২৫৫।

জীবন-স্থণ্ডিলকে যা'রা
প্রত্যাশার কুহক-পাল্লায় প'ড়ে
ফাঁকি দিয়ে চলে,—
তা'রা কি কুহক-প্রত্যাশা-বিভোর হ'য়ে
নিজেরই বিধ্বস্তিকে
আলিঙ্গন ক'রে চলে না—
কামপ্রলুব্ধ কুক্কুরের মত ? ২৫৬।

সাধারণতঃ অপরাধপ্রবণতার ভিত্তিই হ'চ্ছে—কামবৃত্তি,
তা'রই নানারকম বিক্ষোভের ভিতর-দিয়ে
অপরাধপ্রবণতা গজিয়ে ওঠে,
তাই, সেখানে
সক্রিয় শ্রেয়-প্রীতি দেখা যায় না,
কিন্তু সক্রিয় শ্রেয়প্রীতি
যেমন অভিদীপ্ত হ'য়ে চলে,—
অপরাধপ্রবণতাও তেমনি নিষ্ক্রিয়
ও নিস্তেজ হ'তে থাকে। ২৫৭।

শ্রদ্ধোৎসারিণী শ্রেয়কেন্দ্রিক কাম,
যা' বিরুদ্ধ ভাব বা ধারণাগুলিকে
শুভ-বিনায়নে অনুকূল ক'রে
প্রতিকূল-পরিবর্জ্জনাকে দৃঢ় ক'রে তোলে—
সার্থক সঙ্গতির

শুভানুধ্যায়ী অনুচর্য্যানিরত ক'রে—
তা' কিন্তু সুপরিশুদ্ধ আগ্রহদীপ্ত দৃঢ়-সম্বেগ—
ভাগবত-ভৃতি-চর্য্যার । ২৫৮ ।

প্রবৃত্তি-প্ররোচিত লুব্ধ কাম
আক্ষেপী উদ্যমে সামঞ্জস্যহীন
দিশেহারা হ'য়ে যখন চ'লতে থাকে,—
সে তখন তা'রই উপঢৌকন-সংগ্রহে
ব্যস্ত হ'য়ে চলে—
ঐ চর্য্যানিরত বিবেকের হাত ধ'রে,
আর, তা' যখন সংযত—
তখনই আসে তা'র স্বাভাবিক
প্রয়োজনানুপাতিক পরিবেষণ,
আর, এই হ'চ্ছে সুষ্ঠু সংস্থিতি
যা' উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শ্রদ্ধার্হ ফুল্ল বিকাশে—তৃপ্তি-আমন্ত্রণে । ২৫৯ ।

জীবনের অন্তর্নিহিত
যৌগিক আগ্রহ-আরতিই হ'চ্ছে কাম,
এই কাম যখন প্রীণন-পরিচর্য্যায়
শ্রেয়ার্থী উৎসর্গ-আনতি নিয়ে
স্বার্থ-সম্বুদ্ধির গণ্ডী ভেঙ্গে
আত্মবিকাশ ক'রতে থাকে,—
তখনই তা' শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমে
উৎসরণশীল হ'য়ে চলে,
আবার, স্বার্থসংক্ষুব্ধ ভোগলিপ্সা-অভিভূতির সহিত
রকমারি অভিব্যক্তি নিয়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে যখন—
তখন তা' কামায়িত কামুকতায় আত্মবিকাশ ক'রে ;
তাই, প্রীণনপ্রসন্ন হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনী সক্রিয়তায় নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
স্বর্গীয় সুষমা উপভোগ ক'রবে,

নয়তো, নারকীয় পূতিগন্ধই চাটুভঙ্গিমায়
তোমাকে যে আবৃত ক'রে চ'লবে—
তা'তে আর সন্দেহ কী ? ২৬০ ।

কামই বল, আর কামনাই বল,
তা' যতই শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
তোমার সত্তাধর্ম্মকে
আপোষিত ক'রে তুলবে,—
আপূরিত ক'রে তুলবে—
কাম্যে শ্রদ্ধোচ্ছল উৎসারণা নিয়ে অন্বিত সঙ্গতিতে,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যী তৎপরতায়,
ধী-দীপ্ত স্থৈর্য্য নিয়ে,—ততই তা' স্বর্গীয় । ২৬১ ।

কামে আতুর হ'য়ো না,
কামনা ও তদনুগ ক্রিয়া
সপরিবেশ তোমাকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক
উদ্দাম ক'রে তুলুক—
বিপুল শুভ-সার্থকতায়,
আর, সিদ্ধি স্বতঃ হ'য়ে উঠুক,
আর, তা' অঞ্জলি দাও তোমার ইষ্টে—
ইষ্টবেদীমূলে ;
বরং প্রীতিকামী হও,
শুভ-পরিচর্য্যায়
সবাইকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল । ২৬২ ।

রূপ ব'য়ে কামনেশা—
তা' আকাঙ্ক্ষা-অনুপাতে
খরস্রোতা হ'য়ে চ'লতে থাকে,

আর, গুণ বেয়ে চ'লতে থাকে—
শ্রদ্ধাস্রোতা নিষ্ঠানন্দিত ভক্তি ও ভজন,
আর, যেখানে রূপ ও গুণ
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
উচ্ছল বিভান্বিত হ'য়ে
বিকশিত হ'য়েছে—
দেবদ্যুতিও সেখানে
সমঞ্জস সন্দীপনায়
নিষ্ঠানুগ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে
অস্খলিত হ'য়ে
শ্রেয়তপা হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় চ'লতে থাকে ;
আর, দীপ্তি ও তৃপ্তি সেখানে
আপূরয়মাণ পোষণ-প্রদীপ্ত
দ্যোতনা নিয়ে চ'লতে আরম্ভ করে,
—প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। ২৬৩।

কামচর্য্যা যেখানে
শ্রেয়নিষ্ঠ শ্রদ্ধার ভূমিতে
মূর্ত্তিলাভ ক'রে
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোলেনি—
অবাধ অত্যাজ্য অনুগতিসম্পন্ন ক'রে নিজেকে,
স্মিত-ফুল্ল আত্মনিয়মনী অনুচলনে
দোষদৃষ্টিকে শুভ-বিনায়িত দৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে,—
যেখানে
প্রিয়পুরুষ-আনুকূল্য-অনুনয়নী অনুচর্য্যায়
আত্মোৎসর্গ করেনি—
প্রতিকূল যা'-কিছুর পরিবর্জ্জনায় উদ্দাম হ'য়ে,—
যেখানে প্রিয়র প্রীতিজনক যা'-কিছু
তা'র প্রতি প্রীতি-উৎসারণায়
পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে

প্রিয়-স্বার্থ-পরিধিকে
তা' সুদৃঢ় ক'রে তোলেনি—
সাত্ত্বিক সুস্থি-সম্পাদনী
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুসেবনায়,
সুবীক্ষিত ধী-তৎপর সুক্রিয়তা নিয়ে,—
সে কাম-সংস্রব সর্পিল ব'লেই সন্দেহযোগ্য। ২৬৪।

বিকৃত কাম
ছন্নতায় আত্মগোপন ক'রে
অযৌক্তিক যুক্তি-শরজাল সৃষ্টি ক'রে
মনগড়া সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
তা'র লক্ষ্যের উপর এমনতরই
সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধির সৃষ্টি ক'রে,—
যা'র ফলে, সেই লক্ষ্যের সহস্র সদ্ব্যবহারকে
সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখে থাকে,
এমন-কি, আক্রোশ-বিধুর অন্তরে
তা'র ক্ষয়, ক্ষতি, অপমান, অপলাপ
ও যন্ত্রণাদায়ক দুর্ব্বিনীত অভিশপ্ত
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের
প্রবর্ত্তনা ক'রে থাকে,—
তা' আবার গর্ব্বসাপূর্ণ ঔদ্ধত্য-পরাক্রমে
বা অন্তঃসলিলা ক্ষয়-প্রবর্ত্তনার সহিত,
যা'র দুর্ভোগে তা'র লক্ষ্য
সে বিধ্বস্ত না হ'য়েই পারে না,
আবার, ঐ ছন্নবৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে
দুনিয়াকেও অমনতর দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখে থাকে ;
তা'র সমর্থনী কূট-কৌশলে
আকৃষ্ট ক'রবার জন্য
অন্যের কাছে সে কখনও
শান্ত, দান্ত, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকে,
আবার, কোথাও হয় আক্রোশ-বিক্ষুব্ধ,

এবং দলন ও পীড়নের পরিকল্পনা নিয়ে
অগ্রসর হ'য়ে থাকে,
ফলকথা, সে এমনই অব্যবস্থ,—
তা'র হীনম্মন্যতায় একটুও খোঁচা লাগলে
তা'র প্রকৃতি
আত্মবিকাশ ক'রতে কসুর করে না,
কা'রও সাথে একত্র বসবাস করা
দুরূহ তা'র পক্ষে,
হয়তো তুচ্ছ কারণেই তা'র তাণ্ডব প্রকৃতি
আত্মবিকাশ ক'রে থাকে,
তা'তে দ্রোহ ও শত্রুতাই বেড়ে যায়,
তাই, এক-আধটু দূরত্ব বজায় রেখে
কা'রও সাহচর্য্যে চলাফেরা যদি করে—
কোনপ্রকারে দিন গোয়ানো সম্ভব তা'র পক্ষে,
ধূক্ষিত দ্বেষ
হীনম্মন্যতাকে আশ্রয় ক'রে
তা'র অনুচরণ ক'রে থাকে স্বভাবতঃ,
প্রতিলোম-সংস্রব ও সন্ততিতেই
সাধারণতঃ এমনতর ঘটতে দেখা যায় প্রায়শঃ,
এ বড় দুর্দ্দমনীয় ব্যাধি,
একে নিয়ন্ত্রিত করা বড়ই দুষ্কর যদিও—
তথাপি সে যদি শ্রেয়-সন্দীপী
শ্রদ্ধাশীল কামানীতি-নিবদ্ধ হ'য়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
ঐ শ্রেয়ের বিহিত অনুচর্য্যায়
নিরত থাকতে পারে,—
কিংবা ঐ লক্ষ্য যদি তা'র কাছে
শ্রেয় হ'য়ে ওঠে
এবং তা'তে সে
একনিষ্ঠ-অনুরাগমণ্ডিত হ'য়ে চলে,
যা'র ফলে, ঐ শ্রেয় তা'র জীবনে

একমাত্র স্বার্থ ও সম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়ায়,—
হয়তো ক্রমশঃ ও-ব্যাধি
নিরাময়ী প্রগতি লাভ ক'রতে পারে—
শ্রেয়চলন-তাৎপর্য্যে । ২৬৫ ।

মনে ভেবো না,
ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ তপানুচর্য্যায়
তোমার প্রবৃত্তিগুলি
একদম অবলুপ্ত হ'য়ে যাবে,
বরং সেগুলি সংযত হবে,
সঙ্গত হবে,
সংহিত হ'য়ে উঠবে,
সার্থক সুকেন্দ্রিকতায় সম্পুষ্ট হ'য়ে উঠবে—
তীক্ষ্ন, দক্ষ, সুষ্ঠু ধারণা-সন্দীপ্ত হ'য়ে,—
যা'র ফলে, তুমি
অনুরাগের অনাবিল সম্বেগে
সুদক্ষ ও সুকৌশলী বোধিতৎপরতায়
তোমার ঐ ইষ্টার্থী তপ-অনুচর্য্যী সংকল্পগুলিকে
নিষ্পন্ন বা মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
বাধায় এতটুকুও বিধ্বস্ত হবে না,
তোমার দক্ষ-কুশল তৎপরতা
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সহিত
বাস্তবে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে সেগুলিকে ;
তোমার প্রবৃত্তির আদিভূমি কাম ও কামনা
সুকেন্দ্রিক আভা বিকিরণ ক'রে
ভূমায়িত দীপ্তিতে
সব-কিছুকে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের সহিত

উপভোগ ক'রে চ'লবে—
লীলায়িত লাস্য-বিকিরণে । ২৬৬ ।

প্রীতি যেখানে প্রতিঘাতেও অটল,—
অকৃতজ্ঞতা বা কুৎসিত আচরণ
ভীতই সেখানে সাধারণতঃ । ২৬৭ ।

যা'দের প্রীতি কানা বা স্বার্থ-ফুটোওয়ালা,
তা'রাই প্রলোভনে
বা অন্যের কথায়
শ্রেয় বা প্রেয়কে
দূরে সরিয়ে রাখে;
দ্বন্দ্বও সেখানে,
ক্ষোভ ও ধূক্ষাও সেখানে,
তাই, শ্রেয়-সম্বন্ধীয়
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারও
জ্বালাময়ই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আর, এ-সবই অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ । ২৬৮ ।

যা'রা স্বার্থপুষ্টির পরিপ্রেক্ষায়
বান্ধবতাকে অবহেলা করে,—
তারা অতিশয় হীন । ২৬৯ ।

পরশ্রীকাতরতা ও অকৃতজ্ঞতা
হীনম্মন্যতারই সুখ-পার্ষদ । ২৭০ ।

উপকারীর প্রতি
উপকৃত যেখানে অকৃতজ্ঞ,
অনুচর্য্যাহারা,—
সে-উপকার অপকারেই
পর্য্যবসিত হয় প্রায়শঃ । ২৭১ ।

কৃতজ্ঞতা
কৃতিদীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে না যেখানে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় না যেখানে—
সক্রিয় হ'য়ে,—
সঙ্কীর্ণতাই সে-সত্তায় বসবাস ক'রে
প্রবৃত্তিকে শাতন-তন্ত্রী ক'রে তোলে । ২৭২ ।

যা'রা উপায় ক'রে উপভোগ করে না,
বা কাউকে উপচয়ী ক'রে
উপভোগ ক'রবার
ধান্ধাই যা'দের নেই,
লাখ দাও—
তা'দের অপ্রতুলতা ঘোচাই কঠিন,
তা'রা অকৃতজ্ঞও হয় সাধারণতঃ । ২৭৩ ।

যা'রা পেতে চায় তোমা হ'তে
অথচ পাওয়াটা
হাতেকলমে লেখাপড়ায়
স্বীকার ক'রতে চায় না,
বুঝে নিও—
তা'রা তোমার প্রতি
অকৃতজ্ঞ তো বটেই,
তা' ছাড়া,
নিজের কৃতজ্ঞতা-বোধের কাছেও
কম অকৃতজ্ঞ নয় । ২৭৪ ।

কৃতজ্ঞতার কথা যতই বলুক,
কাজে যা'রা অকৃতজ্ঞ—
দুষ্ট-ব্যক্তিত্ব নিয়েই তা'দের বসবাস
সাধারণতঃ,

অমনতর যা'রা,
প্রকৃতিই তা'দের কুটিল—
সর্পিলগতিসম্পন্ন—সন্দেহের। ২৭৫।

স্বার্থলোলুপ অকৃতজ্ঞ যা'রা,
তা'দিগকে দিও—
যদি স্বস্তিপ্রসন্ন না হ'তে চাও,
নিন্দাবিবৃদ্ধ হ'তে চাও,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে চ'লতে চাও ;
কিংবা, নিন্দাস্তুতির পরিক্রমার
বাহিরে থেকো—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্কতা নিয়ে। ২৭৬।

যে তোমার ভাল করে—
বা তোমাকে ভালবাসে,
তা'র যদি তুমি ভাল না কর—
বা তাকে ভাল না বাস,
তোমার প্রতি
তা'র আন্তরিক সৎ-বন্ধন যা'
তা' আপনি শিথিল হ'য়ে যাবে,
তুমি ঠ'কবে,
আর, সে-ঠকা
তা'কেও বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে। ২৭৭।

আত্মস্বার্থ-খোঁজেই যা'রা মসগুল—
অন্যের অবস্থা ও স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে,—
—অকৃতজ্ঞ তো তা'রা হবেই
নিজের প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা' ছাড়া, তা'দের মূঢ় বুদ্ধি
সুব্যবহার, সুষ্ঠুভাষা

ও সেবামুখর, সক্রিয়
সহানুভূতিকে হারিয়ে
তা'দের সত্তাসম্বর্দ্ধনার স্বার্থকে
নিষ্ঠুর কশাঘাতে
সর্ব্বনাশের পথিক ক'রে তুলবে—
তা'তে আর সন্দেহ কী ? ২৭৮ ।

চাহিদা আছে,
নেওয়া আছে—
কিন্তু দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের
নেশা নেই যা'দের,—
তা'দের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ পরশ্রীকাতরতায়
পদদলিত হয়ই হয়,
তা' ছাড়া, রুষ্ট ইঙ্গিত
কোপক্ষেপণায়
অনেককেই বিদ্ধ ক'রে তোলে—
অকৃতজ্ঞতার ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে । ২৭৯ ।

স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ হীনম্মন্যতা
এমনই মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে—
যে, যা' হ'তে মানুষ উপকৃত হয়
তা'তে সক্রিয়, কৃতজ্ঞতাশীল
অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়া তা'র পক্ষে
আত্মবিসর্জ্জনেরই মত হ'য়ে ওঠে,
তা'র কুৎসা ও নিন্দাই তা'র পক্ষে
লোভনীয় উদ্দীপ্তির উপকরণ হ'য়ে ওঠে,
তাই, সেই উপকারীর
নিন্দা-কুৎসা ও ক্ষতি করাই
তা'র স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'য়ে দাঁড়ায়,
এমন যে,
তা'কে দেখলেই বুঝে নিও—

সে তোমার পক্ষে
কতখানি কী হ'তে পারে । ২৮০ ।

যা'রা পেয়েও কইতে পারে না
স্বতঃ-প্রণোদনায়,
উল্লাস-আপ্যায়নায়,—
তা'দের অন্তঃকরণ
আত্মাভিমানী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ;
এদের কৃতজ্ঞ হওয়া কঠিন,
কারণ, তা'তে
আত্মপ্রতিষ্ঠায় আঘাত লাগে ;
আর, শ্রদ্ধা বা প্রীতির পাত্র
হওয়ার চাইতে
কৃতজ্ঞ হওয়ার চাইতে—
তা'রা ভাবে—
ও-সব গোপন রাখাই ভাল,
কারণ, তা'তে হীনম্মন্য আত্মগৌরব
ক্ষুণ্ণ হয় ব'লেই বিবেচনা করে । ২৮১ ।

অকৃতজ্ঞতাকে সমর্থন ক'রবার
দার্শনিকতার বহর যেখানে যেমনতর—
বা নানা ভাঁওতাবাজির উচ্ছল আধিক্য
যেখানে যেমন,
সেই অন্তঃকরণের
নিয়ামক-প্রবৃত্তি কেমনতর—
তা'ই দেখেই এঁচে নিও,
আর, সেইদিকে নজর রেখে
নিজের চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
ঠ'কবেও কম,
সাথে-সাথে, ব্যাপারও
আত্মপ্রকাশ ক'রবে অনেকখানি । ২৮২ ।

কেউ যদি কা'রো জীবিকা-পরিচালনার
প্রধান ও সমীচীন অংশ বহন করে—
আর, সে যদি সমীচীন উপচয়ী
সেবা-পোষণাকে অগ্রাহ্য করে
বা নিঃসম্পর্ক উদাসীনতায় চ'লে
অন্যের অনুচর্য্যায়
আরো অন্য কিছু আহরণ ক'রে
নিজেকে পরিপুষ্ট করার
তালিমে চলে,
ব্যক্তিত্বে সে কিন্তু অকৃতজ্ঞ তো বটেই,
তা' ছাড়া, সে সাধুপ্রতিম—ভাঁওতাবাজ ;
উপকারীর অনিষ্ট করার সম্ভাব্যতা
তা'র ব্যক্তিত্বে বসবাস করেই,
—বুঝে চ'লো। ২৮৩।

বিশ্বাসের ভাঁওতা নিয়ে চ'লেও
বিশ্বস্ত নয় যা'রা,—
জীবন-স্থণ্ডিল তা'দের
আবৰ্জ্জনাময়, ক্লেদাক্লিষ্ট। ২৮৪।

যা'রা বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটায়
বা খারিজ করে তা'—
তা'রা যেমন পরিবারের পাপ,
পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও
তেমনি পাপ তা'রা ;
বিশ্বস্ততার অপলাপ,
অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতার
উপাসক যা'রা—
তা'রা নিজেদিগকে তো
নারকীয় ক'রে তোলেই,

আরো, নারকীয় আমন্ত্রণে
সবাইকে কুহক-কুক্ষিগত ক'রে
নরকযাত্রী ক'রে তোলে,
সাবধান থেকো। ২৮৫।

যা'রা কাউকে ভক্ত ব'লে
বা ভক্তির কথা ব'লে
বিদ্রূপ করার হঠকারিতা পোষণ করে,—
সাধারণতঃ তা'দের ভিতর
প্রতারণা, অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতা
অন্তঃশায়ী হ'য়ে থাকে ;
যেমন অসতী স্ত্রী
নিজের অসৎ-প্রকৃতির প্ররোচনায়
অন্যকে উপহাস করে
এও তেমনতর প্রায়। ২৮৬।

কৃতঘ্নতা যেখানে উদারনৈতিক,
তা' শাতনকেও লাজুক ক'রে তোলে। ২৮৭।

যে তোমার প্রতি দয়া ক'রছে—
অনুকম্পা ও আচরণে
তা'র প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ে
অন্যের প্রতি যে-মুহূর্ত্তে
দয়াবান হ'তে চ'ললে,
অন্তরে নির্ণয় ক'রে রেখো—
তোমার দয়া দীর্ণ অভিযানে
চলন্ত হ'য়ে চ'লল,
সময় যদি থাকে—
এখনও সাবুদ চলনায় চল। ২৮৮।

দানগ্রাহী যখন দাতাকে অগ্রাহ্য করে,
দাতার পরিচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে
যা'র হাত দিয়ে পাচ্ছে
তা'রই পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চলে,—
তা' কিন্তু কৃতঘ্নতারই পরম নৈবেদ্য,
আর, অদৃষ্টের বিকটতম পরিহাস। ২৮৯।

প্রাপ্তির লুব্ধ প্রয়াস যখন কাউকে
পালক-পরিচর্য্যা হ'তে
শিথিল বা বিরত ক'রে তোলে—
তাঁ'র সংরক্ষণায় অবহেলাপ্রবণ ক'রে,—
দারিদ্র্যের অন্ধদীপনা সেখানে
লাঞ্ছনার উপঢৌকন নিয়ে
নির্য্যাতনের দুন্দুভিনাদে
আকৃষ্ট ক'রতে থাকে তা'কে। ২৯০।

যা'রা পেয়ে ধন্য হ'তে জানে না,
বিনীত গৌরব অনুভব করে না,
দাতার প্রতি
সশ্রদ্ধ সক্রিয় কৃতজ্ঞ অনুকম্পী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে না,
বরং দৈন্য অনুভব করে,
হীনম্মন্যতাকে আবৃত ক'রতে
নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক অভিব্যক্তির
আমদানি ক'রে থাকে,—
প্রাপ্তিই তা'দের পক্ষে অভিশাপ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
শাতন তা'দের
আত্মপ্রবচণ্ডনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
পাওয়াটাই তা'দের পক্ষে
স্তেয়পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠে। ২৯১।

যাঁ'র পোষণ-পরিচর্য্যায়
তুমি পরিপুষ্ট হ'চ্ছ,—
তাঁকে পোষণ-উদ্বুদ্ধ না ক'রে
স্বার্থান্ধ আত্মতুষ্টির প্ররোচনায়
যেই তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রতে লাগলে,
তোমার অন্তরে স্তেয় বা চৌর্য্যের
প্রতিষ্ঠা হ'তে লাগল তখন থেকেই,
তুমি শোষক,
তোষক বা পোষক নও তাঁ'র । ২৯২।

চোর যা'রা, চৌর্য্যই যা'দের পেশা,
বিশ্বাসঘাতক যা'রা, কৃতঘ্ন যা'রা,—
তা'রা আত্মঘাতীই হয় । ২৯৩ ।

বিকৃত যৌনলিপ্সাই চৌর্য্য, ধাপ্পাবাজি, কৃতঘ্নতা,
বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি বৃত্তির
উপযুক্ত আড়কাঠি । ২৯৪ ।

যে উদ্ধত-অভিলাষ-অভিভূতি
তোমাকে বিকেন্দ্রিক ব্যতিচারে
কূট কৃতঘ্নতার আবিল সৌজন্যে
প্রবঞ্চনায় উস্কিয়ে তুলেছে—
আর, করেছও তুমি তেমনি,
ঐ দৃপ্ত প্রবঞ্চনাই
আভিঘাতিক আক্রোশ নিয়ে
তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'রছে—
উৎকণ্ঠ ভঙ্গিমায় । ২৯৫ ।

উপকার পেয়েও যা'রা অপকার ক'রতে
কসুর করে না,—
তা'দের হ'তে সাবধান থেকো,

কৃতঘ্নতা তা'দের অন্তঃকরণে
ওত পেতেই থাকে প্রায়শঃ ;
দেশের ও দশের বড় শত্রু তা'রাই—
যা'রা কৃতঘ্নতার অনুশীলনাতেই
নিজেদের মর্য্যাদা-বিভূষিত মনে করে। ২৯৬।

জন্ম বা সম্বন্ধের বাহানা নিয়ে
দাবী যেখানে দুরন্ত হ'য়ে ওঠে,
কৃতঘ্ন হ'য়ে ওঠে,—
অথচ অনুচর্য্যী সমর্থন, সদ্ব্যবহার,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার
স্বতঃ-সক্রিয় সেবানিরতি নেই,
কিন্তু আত্মপুষ্টির কৃতঘ্ন সংঘাত আছে,—
তা' কিন্তু জাহান্নমের। ২৯৭।

তুমি যেই হও, আর, যা'ই হও,
যখনই তুমি তোমার ইষ্টার্থ-অপহারী হও—
তা' যে-কোন রকমেই হো'ক না কেন,
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ নও,
কৃতঘ্ন, লোক-প্রতারক,
কাজে-কাজেই
তুমি আত্মপ্রতারকও তেমনি। ২৯৮।

ঈশ্বর যাঁকে-দিয়ে তোমাকে
খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন,
সম্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে দিচ্ছেন—
ইষ্টানুগ নিয়মনে নিবদ্ধ ক'রে তোমাকে,—
যে-মুহূর্ত্তে তাঁকে অস্বীকার ক'রলে,
মূঢ় হ'য়ে উঠল সেবা-সন্দীপনা
তাঁর প্রতি যখনই,

অনুকম্পা অশ্রদ্ধাপূর্ণ হ'য়ে উঠল যেই,—
ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রলে তুমি তখনই,
কৃতঘ্ন অনুশাসনই
মুখ্য হ'য়ে উঠল তোমার জীবনে তখন থেকে। ২৯৯।

কৃতঘ্নতাকে যে বা যা'রা সমর্থন করে—
তা'দের অন্তরে তো কৃতঘ্নতা বসবাস করেই,
আবার, তা' ছাড়া, কৃতঘ্নের প্রতি
যে বা যা'রা অনুনয়ী আপ্যায়নায়
সৌজন্য প্রকাশ করে,—
তা'দেরও আন্তরিক গঠন যে
ঐ আনতিসম্পন্ন—
তা'তে কিন্তু সন্দেহ ক'রবার কিছুই নাই;
কৃতঘ্নের প্রতি ব্যবহার
যতই হৃদ্য হো'ক না কেন,—
তা'কে যা'রা কঠোর সংঘাতে
দলিত না ক'রেই থাকতে পারে না,
সততা বরং সেখানেই। ৩০০।

যে তোমার অনুজ্ঞায়
কাউকে অনুচর্য্যা ক'রছে—
তোমার অনুপ্রেরিত সদিচ্ছাকে
পরিপালন ক'রতে,—
ঐ অনুচর্য্যায় পুষ্ট হ'য়ে
সে যদি তোমাকে
নষ্ট, বিব্রত ও ক্লিষ্ট ক'রতে প্রয়াসশীল হয়,
এবং তোমার অনুজ্ঞায়
যে তা'কে অনুচর্য্যা ক'রছে,
সে জেনেশুনেও যদি তা'কে
বিহিতভাবে নিরোধ না করে—

বরং তা'র ঐ কর্ম্মে ইন্ধন জোগায়,
তবে তা'দের উভয়কেই
বিশ্বস্তিহারা ও কৃতঘ্ন ব'লে জানবে,—সাবধানে চ'লো। ৩০১।

যা'রা নিজের গুরুজন,
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব
বা পরিবেশের কোন কা'রও কাছ থেকে
নিজের প্রয়োজন-আপূরণী
অবদান বা অর্থ সংগ্রহ ক'রে
নিজের প্রয়োজনের তাগিদ নির্ব্বাহ করে,
অথচ তা'দিগকে
নিজের সাধ্য, সংস্থান বা প্রচেষ্টা-মতন
পরিপূরণ ক'রতে স্পৃহাশূন্য, নারাজ,
তা'রা নিজের যোগ্যতাকে নিথর ক'রে
অভিশপ্ত জীবন বহন তো করেই,
তা' ছাড়া, তা'দের পরিবেশের ভিতর
ঐ চরিত্রকে সঞ্চারিত ক'রে
তা'দিগকেও অমনতরই ক'রে তোলে ;
তা'দের মাথায়
এই বুদ্ধিই গজিয়ে ওঠে না,
যে, যা'কে বা যা'দের দিয়ে তা'রা পাচ্ছে,—
সেবায়, অনুচর্য্যায়, অবদানে
তা'দিগকে পরিপুষ্ট ক'রে না তোলা
একটা মহৎ অপরাধ,—
যে-অপরাধ নিজেকে ক্রমশঃ শীর্ণ ক'রে তুলে'
অন্যতেও সঞ্চরণশীল হ'য়ে ওঠে ;
দৈন্য ও দারিদ্র্যের অভিশপ্ত কোটরচক্ষু
তা'দিগকে যে শঙ্কিত ক'রে তুলবে,—
তা'র আবার বাধা কী ? ৩০২।

যাঁ'র বা যাঁ'দের প্রীতি ও পোষণায়
যেমন ক'রেই হো'ক
কোনরকমে তুমি নিজে
বা পরিবারশুদ্ধ তুমি দিন গুজরাচ্ছ,
তাঁ'র বা তাঁ'দের প্রতি যদি
তোমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞ অনুকম্পা
উদ্গতই হ'য়ে না ওঠে—
বাস্তব অনুচর্য্যী কৃতি-উৎসারণায়,
তাঁ'র বা তাঁ'দের শুভ চিন্তা, শুভ ভাবনা
ও শুভানুচর্য্যী আকুল উদ্যম নিয়ে,—
অথচ তুমি যা'দের আপন ভাবছ,
তা'দের জন্য যা'-কিছু ক'রবার,
তা' সাধ্যমত ক'রছ—
ঐ তাঁ'দেরই অনুপোষণ-অবদান ভাঙ্গিয়ে,—
এটা যে অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ
তা' কি জান ?
মনে রেখো, ঐ তোমার ভাগ্যদেবতা অভিশাপগ্রস্ত। ৩০৩।

যে-আশ্রয়ে তুমি দাঁড়া পেয়েছ,
বেঁচে আছ, বা বৰ্দ্ধিত হ'য়ে চ'লেছ,
তা'র সম্বৰ্দ্ধনী অনুচর্য্যাকে ত্যাগ ক'রে
বা সংঘাতক্লিষ্ট হয়ে
সেই দায়িত্বকে অগ্রাহ্য ক'রে
আত্মস্বার্থ-অন্বেষী হ'য়ে
যে-মুহূর্ত্তে অন্য পন্থাকে আলিঙ্গন ক'রেছ,—
ঠিক বুঝো—
তোমার ব্যক্তিত্ব
তখনও বিশ্বস্তিহারা,
তোমার স্বার্থ-সংক্ষুধায়
কৃতঘ্ন হ'তেও তুমি কসুর ক'রবে না,
এক কথায়

তুমি স্বার্থ-ক্ষুধাতুর,
লোকদূষক,
বিশ্বস্তিহারা,
এমনতর যা'রা—
তা'রা ব্যর্থ ও বিধ্বস্ত জীবনই
উপঢৌকন পেয়ে থাকে প্রায়শঃ,
সংশুদ্ধিই পরম ঔষধ । ৩০৪ ।

তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব
বা ইষ্টভ্রাতাই হো'ক,
বা সহোদরই হো'ক,
যা'র প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা কর না কেন—
ঈশ্বরের ধারণ-পালনী সম্বেগকে
তুমি ব্যতিক্রান্ত ক'রে
তুলবেই কি তুলবে,
যা'র ফলে
তোমাকে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে
বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে
চুরমার হবার জন্য ;
আর, ওর ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রিয়পরমই সংঘাতপ্রাপ্ত হবেন । ৩০৫ ।

যা'রা তোমার দোষ-ক্ষালনে
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চ'লেছে,—
তা'দিগকে দোষ দিয়ে
মানুষের চক্ষে
দুষ্ট পরিগণিত করে
কৃতার্থ হ'তে যা'চ্ছ—
লাভের লোভে,—
তা' কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতারই
অনুশীলন করা,

বান্ধবতাকেই অবদলিত করা,
বিপর্য্যস্ত হওয়াকেই তুমি আবাহন ক'রছ—
বান্ধবতাকে বিদলিত ক'রে । ৩০৬ ।

পথে পদক্ষেপ ক'রেই যে বা যা'রা
আশ্রয়কে নিন্দাবাদ করে
অবদলিত করে—
স্বার্থগৃধ্নুতার গৌরব-আক্রোশে,
বিশ্বাসঘাতক তো বটেই তা'রা,
তা' ছাড়া, আত্মহত্যার
পাপ-প্রেরণা-পরামৃষ্ট,
কারণ, জীবন-চলনার পথকে তা'রা
কণ্টকাকীর্ণ ক'রে থাকে—
আশ্রয়কে বিষাক্ত ক'রে । ৩০৭ ।

যিনি অযাচিত আশীর্ব্বাদে
তোমার কৃতিসম্বেগকে উচ্ছল ক'রে
অবদান-ঐশ্বর্য্যে
তোমাকে প্রতুল ক'রে তুললেন,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ আত্মম্ভরিতায়
তুমি তাঁকেই অবলাঞ্ছিত ক'রে
তাঁ'রই অনুগতিহারা হ'য়ে
অনাচারের অনুচর্য্যায়
যতই ঐ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে
উপভোগ ক'রতে লাগলে,—
আশীর্ব্বাদ ম্রিয়মাণ হ'য়ে
দরদ-দীর্ণ হৃদয়ে
ক্রমশঃই ফিরে যেতে লাগল,
অন্ধ বেকুব ! এখনও কি তা' বুঝছ না ? ৩০৮ ।

দয়ার প্রাপ্তিকে দাবী ক'রতে যেও না,
দয়ার পরিচর্য্যা ক'রে যা' পাও—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে অমৃততুল্য ;
বিশ্বাসঘাতক স্বভাব যা'দের
তা'রা তা' ক'রতে প্যারে কমই,
ব্যভিচারদুষ্ট মনোবৃত্তি যা'দের
তা'রা দয়ার কদর বোঝে না,
তাই, পাওয়াকে তা'রা দাবী ক'রে নেয়,
আর, তেমনতর তুলনামূলক
কল্পনা নিয়েই চ'লতে থাকে,
বানরকেও যদি শিক্ষা দাও—
সে হয়তো দক্ষ হ'তে পারে,
কিন্তু, এইরকমের ব্যত্যয়-বিধ্বস্ত যা'রা
প্রকৃতিই তা'দের বিশ্বস্তিহারা । ৩০৯ ।

কা'রও প্রীতি-অনুকম্পায়
তুমি যতই উপকৃত হও না কেন,
ঐ প্রিয়পাত্রকে দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করার প্রলোভন নিয়ে
কর্ম্মঠ তাৎপর্য্যে
যতদিন তা'কে
বাস্তবভাবে অনুচর্য্যা না ক'রছ,—
যে-মুহূর্ত্তেই তুমি সুযোগ বা সুবিধা পাবে,
তা'র উদ্দেশ্য, অর্থ বা সম্পদ্‌কে
তোমার আত্মসাৎ করার আশংকা কিন্তু
সব সময়ই বিরাজিত,—
সুবিধা পেলেই তা' ক'রবে ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তোমার প্রয়োজন-প্রবৃত্তির দ্বারা
অভিভূত হ'য়ে
তুমি স্বার্থ-সন্ধিৎক্ষুই হ'য়ে র'য়েছ,

এমন-কি, তা'র অপকার ক'রেও
অর্থ ও উপচয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার কসুর ক'রবে না—
ঐ প্রবৃত্তি-লালসায় ;
আবার, তাঁকে দিয়ে
কৃতার্থ হবার প্রলোভনে
তুমি বাস্তব অনুচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চ'লেছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
প্রবৃত্তি-লালসায় অভিভূত নও তুমি,
তা'র সত্তাপোষণী অবদানেই
তুমি কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ,
লালসার লালিম ভঙ্গী
তোমাকে রঙ্গিল ক'রে তুলতে পারবে কমই । ৩১০ ।

যা'রা তোমা হ'তে
নিয়ে, খেয়ে, প'রে
দিন যাপন ক'রেও
তোমাতে সশ্রদ্ধ মহিমাদীপ্ত নয়—
মুখ্য ক'রে তোলেনি তোমাকে
তা'দের জীবনে—
তোমার সেবা-সৌকর্য্য
বা উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী দায়িত্বের
ধান্ধার বালাইও যা'দের নাই,
অথচ নেওয়া, খাওয়া, পরা
ইত্যাদির কথা ব'ললে
দুঃখিত, বিরক্ত, ক্রোধদর্পী হ'য়ে ওঠে
উদ্ধত আত্মপ্রতিষ্ঠায়,—
ঠিক বুঝো—
অন্তরে অকৃতজ্ঞ তা'রা,
তোমা হ'তে নেওয়া, খাওয়া, পরা ইত্যাদিতে
সে বা তা'রা তো
ধন্য, গৌরবান্বিত ও অনুগ্রহদীপ্ত নয়ই—

বরং অপচয় ও অপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রক ;
ঠিক জেনো—
এমনতর মানুষ তোমার বিপর্য্যয়ে
বিপাক-অভিঘাতে
বা যে-কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে
তোমাকে অপঘাত ক'রতে
দ্বিধাবোধ কমই ক'রবে ;
যত আত্মীয়তাই থাক্ না কেন তা'দের সাথে,
আর, আপ্ত ব'লে যতই জান না কেন—
তা'রা কেউ নয় তোমার—
বরং আপদ্-আমন্ত্রক,
বসন্তের পাখী মাত্র—
সুখের শোষক সাথীয়া ;—বুঝে চ'লো । ৩১১ ।

ধাপ্পায় চালবাজি ক'রে
যতই নিজেকে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে যাবে—
কুশলতাকে বঞ্চিত ক'রে,
তোমার প্রকৃতি প্রকৃত হ'য়ে উঠবে ঐ পথেই । ৩১২ ।

যা'রা নিজ অন্তরে
ছলভরা ধাপ্পাবাজিকে লুকিয়ে
নিজের পরিপালক বা পরিপোষককে
বিক্ষুব্ধ ক'রে থাকে—
তা'রা ধাপ্পাবাজ-ব্যবসায়ীদের থেকেও হীনতাপূর্ণ, ঘৃণ্য ;
কারণ, দাগা-ধাপ্পাবাজদিগকে
মানুষ এড়িয়ে চ'লতে পারে,
আর, এরা গা-ঢাকা দিয়ে চ'লে থাকে সাধারণতঃ,
সাবধান ! ৩১৩ ।

ব্যতিক্রম-বিলোল ব্যক্তিত্বের লক্ষণই হ'চ্ছে,—
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
তা'র সহায় ও পোষণপরিচর্য্যায়
প্রবৃত্ত থাকেন যিনি,
তা'র সেবাচর্য্যার স্বতঃ-নিয়ামক যিনি,—
তাঁ'র প্রতি সে স্বভাবতঃ
অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে ;
এমন-কি, তাঁ'র পরিচর্য্যা ক'রবার সময়ও
সে চিন্তা ক'রতে থাকে
কী ক'রে অন্য উপায়ে
বা অন্য স্থান হ'তে
দু'পয়সা পাওয়া যায় ;
কিন্তু প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে
সে উপায় ক'রে থাকে—
বিড়ম্বনা কিংবা নিষ্ফলতা । ৩১৪

প্রতিপালককে ঠকিয়ে যা'রা
আত্মপুষ্টির স্বার্থসন্ধিৎসায় চ'লতে থাকে—
তা'রা নিজের ঠকাকেই
পরিষ্কার ও পরিসর ক'রে থাকে,
এই চলন্ত চরিত্র ভবিষ্যতে
তা'দের গ্রাস ক'রেই ফেলতে চায় ;
প্রতিপালক ও পরিপোষক যিনি তোমার—
তুমি যেখানেই থাক,
আপ্রাণ আন্তরিকতা নিয়ে প্রাণপণে
তাঁ'র পরিচর্য্যা ক'রতে ভুলো না ;
বিশ্বাস্তির আশীর্ব্বাদ
সক্রিয় পরিচর্য্যী সম্বেগ নিয়ে
'শুভমস্তু'-গীতিকায় তোমাকে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে । ৩১৫ ।

যা'র দরদী অনুকম্পা,
কৃতি-পরিচর্য্যা ও সাহায্যে
তুমি মানুষ হ'য়ে উঠেছ,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছ,
তা'র অবস্থা যেমনই থাকুক না—
তা'কে ভুলো না ;
তোমার দরদী পরিচর্য্যা
বা অনুকম্পী সহৃদয়তা নিয়ে তা'কে
তোমার সাধ্যমত সেবা ক'রতে
বা তা'র আপনার জন হ'য়ে চ'লতে
আপদে-বিপদে সব দিক-দিয়ে—
ভুলে যেও না কিন্তু,—
যতক্ষণ-না সে তোমার
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠায় আঘাত করে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে বিপথের অগ্রদূত হয় ;
মনে রেখো—
মানুষ-কাঠামে অমানুষ হ'য়ো না । ৩১৬ ।

যা'কে দিয়ে পাও, বা যা' হ'তে পাও,
তা'র চাইতে যখন—
পাওয়ার কদরই বল বা আদরই বল—
বেশী হ'য়ে উঠতে থাকে,
বা পাওয়ার লোভে
তাঁ' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
সুবিধামত যখন যা' হতে যেমন পাচ্ছ—
আজ একে, কাল অন্যতে,
গণিকার মত চর্য্যানিরত হ'য়ে চ'লছ,
দেখে নিও—তোমার পাওয়াও
ক্রমান্বয়ী গতিতে ম্লানই হ'য়ে উঠছে ;
তাই বলি—পাওয়ার উৎস যা' বা যিনি,
ঐ পাওয়ার চাইতে তাঁ'র কদরই

তোমার কাছে উচ্ছলায়
উপ্‌চে উঠতে থাকে যেন,
প্রাপ্তি শীর্ণতা লাভ ক'রবে কমই । ৩১৭ ।

তুমি যা'র কাছে যা' পেয়েছ,
সেই পাওয়ায় অনুক্রিয় হ'য়ে
তা'র প্রতি তোমার যা' করণীয়—
সমর্থন বা সম্পোষণ-তৎপর হ'য়ে,—
তা' না ক'রে,
তা'কে অস্বীকার ক'রবার সাহস নিয়ে
যদি চ'লতে থাক—বিস্মৃতির ভাব নিয়ে,
নিশ্চয় জেনো—তোমার হীনম্মন্য ব্যক্তিত্বে
পাকাপাকিভাবেই অনুস্যূত হ'য়ে রয়েছে—
অকৃতজ্ঞ-প্রবণতা ;
আর, এই প্রবণতা কোন্‌ পথে
কোথায় নিয়ে
কী দুর্ব্বিপাকে যে তোমাকে ফেলবে—
আপাতদৃষ্টিতে তুমি হয়তো তা'
বিবেচনায়ই আনতে পারবে না ;
অভাব বা দৈন্যের দুর্ব্বিষহ দিকদারি
তোমাকে যে দিশেহারা ক'রে নিয়ে চ'লেছে—
বোধিচক্ষুর সমালোচনী দৃষ্টি দিয়ে তা' দেখ,
এবং বুঝে চ'লতে চেষ্টা কর,
সে-চেষ্টা যেন আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
তোমাকে সক্রিয় শুভসন্দীপী ক'রে তোলে,
নয়তো, দুর্দ্দশার দানবীয় আক্রমণ
এড়িয়ে চ'লতে পারবে না কিছুতেই,
হীন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
হীনতার অভিসারেই
তোমাকে চ'লতে হবে । ৩১৮ ।

শ্রেয়জনের তাড়ন-পীড়ন কিংবা ভর্ৎসনায়
যা'দের নিষ্ঠা ভেঙ্গে যায়,
অন্তরস্থ শ্রদ্ধা উবে যায়,
ও ব্যবহার-বিপর্য্যয়কে ডেকে নিয়ে আসে,—
বিশ্বাস্তির আলিঙ্গনে তা'দের গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, অন্তরে তা'রা অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখো—তা'রা নিন্দনীয়,
বিপর্য্যয়ী বাক্ ও চলনে অভ্যস্ত,
দূর থেকে তা'দের সঙ্গে সংস্রব রাখা বরং ভাল,
এতে তা'দের বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
যদি সংন্যস্ত হয়—তা'-ও ভাল ;
কিন্তু এও মনে রেখ,
তা'রা যতই পণ্ডিত
বা মহামান্যই হো'ক না কেন—
তা'দের অন্তর-প্রবৃত্তি,
আচার-ব্যবহার, চালচলন ও কথাবার্ত্তা
তোমাকে—তোমার হৃদয়ে
বেদনা দিতে কসুর ক'রবে না কিন্তু । ৩১৯ ।

কৃতঘ্নতা কৃতী হ'তে জানে না,
শুভকর্ম্মা হ'তে জানে না,
যোগ্যতায় নিজেকে
জীয়ন্ত ক'রে তুলতে জানে না—
সার্থক সঙ্গতির
শুভ অর্থনায়,
আর, তা'কে সুনিষ্ঠ সশ্রদ্ধ হ'তে
দেখা যায় কমই,
তাই, আত্মবিনায়ন-তৎপরতাও সেখানে হীনবীর্য্য,
আর, প্রতিলোমই হ'চ্ছে সাধারণতঃ
কৃতঘ্নতার সুযোগ্য জননী,
হীনম্মন্যতার দাম্ভিক চলনকেই

সে গৌরব ব'লে মনে করে,
তাই, সে বিশিষ্ট হ'তে চায়,
বিশাসিত হ'তে চায় না,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তৎপর হ'য়ে
শ্রেয়চর্য্যায় উৎসর্গান্বিত
উল্লোল চলনের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ানুগ পোষণ-তৎপরতায়
নিজের রুচিকে বর্জ্জন করা
সে অপমানের বিষয় ব'লেই মনে করে,
সত্তার সমর্থনী যা'
তা'কে আয়বাদ দিয়েও
হীনম্মন্যতার সমর্থনে
তৃপ্তিই প্রকাশ ক'রে থাকে,
তাই, শ্রেয় বা প্রিয়কেন্দ্রিক হওয়া
তা'র পক্ষে একটা মেঘের পুতুলের মতন। ৩২০।

শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরতির
চালবাজী ছদ্মবেশ নিয়ে
মানুষ যখন কা'রও কৃত
অনুচর্য্যী অবদানকে অস্বীকার করে,
বলে,—'অমুকের অনুগ্রহে
বা কোন গুরুজনের অনুগ্রহ
ও অনুচর্য্যা-অবদানেই
সে পরিপোষিত হ'য়েছে'—
যে বাস্তবে তা' ক'রেছে,
তা'কে এড়িয়ে বা অস্বীকার ক'রে
বা নিম-স্বীকার ক'রে,—
স্ফুরিত হৃদয়ে তা'কে ধন্যবাদ দেওয়া
বা কৃতজ্ঞ প্রতিদানে
তা'র পোষণীয় কিছু করা,
বা প্রীতি-অবদান উপঢৌকন দেওয়া হ'তে

নিজেকে দূরে রাখতে চায়—
অস্বীকারে বা নিম-স্বীকারে,—
এইজাতীয় অকৃতজ্ঞতা
সাধারণ অকৃতজ্ঞতা হ'তে
অনেক দূরপনেয় অপরাধ বহন ক'রে থাকে,
এই অকৃতজ্ঞতার অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কৃতঘ্নতা ;
যে ক'রেছে,
নিজের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার লোভে
অচিরেই হয়তো তা'কে সে
সংঘাত হানবে এমনতর,
যে-সংঘাতে তা'র হৃদয় হয়তো চিরদিনের মত
ক্ষোভপীড়িত অবশ হ'য়ে
নিজের জীবনকেই
সংশয়ান্বিত ক'রে তুলতে পারে ;
ঐ বাস্তব কৃতজ্ঞতাকে এড়িয়ে,
যদি কেউ ঈশ্বরের দোহাই দিয়েও বলে—
তাঁ'র দয়ায় পেয়েছি,
ঈশ্বরের দয়াও সেখানে বজ্রবহ্নি হ'য়ে
বজ্রতাপদীপ্ত হ'য়ে উঠে থাকে,
নির্য্যাতন আলিঙ্গন-তৎপর হ'য়ে অট্টহাস্যে
তা'র ঐ মিথ্যা কৃতঘ্ন আচারের পিছু নিয়ে থাকে ;
তাই, প্রীতি-অনুচর্য্যা-অবদান যা' হ'তে পেয়েছ,
আপ্যায়নী সৌজন্যের সহিত
তা'কে ধন্যবাদ দাও,
তা'র পোষণে নিজেকে ধন্য ক'রে তোল,
তোমার অন্তর্দেবতা নন্দিত হ'য়ে উঠবেন,
সে-নন্দনা সার্থক হ'য়ে উঠবে ঈশ্বরে । ৩২১ ।

আশ্রয়কে অবজ্ঞা ক'রে
যিনি জীবনদাঁড়া

তাঁকে প্রতারিত করে,
বা অবহেলা করে,
অনুচর্য্যী দায়িত্বকে অস্বীকার করে,
তাঁর কৃতিচর্য্যাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
শুভচর্য্যাকে বিদলিত ক'রে
মর্য্যাদায় অপঘাত করে যা'রা—
স্বার্থ-প্ররোচনায় বিষয়ান্তরে নিয়োজিত হ'য়ে,
তা'রা অকৃতজ্ঞ তো বটেই,
অবিশ্বস্ত কৃতঘ্নও তা'রা কম নয়কো,
আবার, ওজোদীপ্ত প্রতিরোধ না ক'রে
তা'দের সমর্থন যা'রা করে,
নিশ্চয় জেনো—
তা'দের অন্তর-প্রবৃত্তিও তেমনতর,
যে-কোন মুহূর্তে
বিপাকবিদ্ধ ক'রে
ঐ-জাতীয় কতরকম প্রতারণায় যে
প্রতারিত ক'রতে পারে তা'রা
তা'র ইয়ত্তা নেই,
তাই, সাবধান থেকো তা'দের হ'তে,
তা'রা শ্রেয়ার্থকে অবদলিত ক'রেও
প্রবৃত্তির স্বার্থক্ষুধায়
অভাবনীয় কিছু ক'রতে
দ্বিধা নাও ক'রতে পারে,
এরা প্রায়ই
লোকস্বার্থের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে
ভাঁওতায় অন্যকে নিজ সমর্থনে এনে
দিকদারিতে ফেলে দিতে কসুর করে না,
অমনতর সম্ভাব্যতাই অনেক বেশী তা'দের দিয়ে,
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে চ'লো—
প্রস্তুতির পরম আশ্রয়ে
নিজেকে উদাত্ত রেখে। ৩২২।

অভিমান, দাম্ভিক আত্মগৌরব
ব্যক্তিত্বকে আত্মস্বার্থী ক'রে তোলে—
নিষ্ঠায় সংঘাত হেনে,
সাত্বত বর্দ্ধনাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে,
অকৃতজ্ঞতার ক্রীতদাস ক'রে ;

সে আবার মানুষকে
বিনয়নন্দিত ক'রে তুলে
নিজেকে প্রসাদপুষ্ট ক'রে তুলতে পারে না,
আর, ঐ পথেই সে অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে—
অন্তঃস্থ নিষ্ঠাতে ব্যত্যয়ী সংঘাত হেনে,

আর, তাই সে প্রীতিবিরোধী হ'য়ে
যা'কে সে একদিন
প্রিয় ব'লে মনে ক'রত বা ভাবতে চাইত,—
তা'র বিরুদ্ধ আচরণ ক'রতে কসুর করে না,
আর, যা'কে নিয়ে ভাব-উচ্ছল হ'য়ে চ'লছে—
কাল তা'র সাথে শীর্ণ কঙ্কালের মত
ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত বিরোধ নিয়ে
চ'লতে সুরু ক'রে দেয়,

সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
উচ্ছল একায়িত অনুচলন
তা'র কাছে ক্রমশঃ
বিদ্রূপেরই বস্তু হ'য়ে থাকে,
আজ যা'র সাথে ভাব থাকার দরুন
অন্যকে সইতে-বইতে পারছে না—
কাল তা'র সাথে ভাবের অভাবের দরুন
যা'কে সইতে-বইতে পারত না,
তা'কেই ভাল লাগল,
আর, যা'কে ভাল লাগত—
তা'কে হয়তো একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরোর মত
ফেলে দিয়ে চ'লতে লাগল ;

এমনি ক'রেই সে

ভাগ্যদেবতাকে পরিহাস ক'রে চ'লতে থাকে,
তাই, মহাজনের কথা—
"দয়া ধরমকী মূল,
নরককী মূল অভিমান";
যেমনতর যা'ই কর,
প্রেষ্ঠ প্রিয়পরমের প্রতি নিষ্ঠা
অটুট রেখেই চ'লো—
অনুচর্য্যী অনুচলন নিয়ে,
ব্যতিক্রমের লক্ষ হানাকেও অতিক্রম ক'রে ;
তোমার অন্তঃস্থ দেবতা
মঙ্গল-মন্দিরেই অধিষ্ঠিত থাকবেন । ৩২৩ ।

যেখানে নিষ্ঠারাগ নেইকো—
তা'র সাত্বত সংশ্রয়
স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
কাজেই সেখানে
অকৃতজ্ঞতার কুটিল প্রকৃতি
কৃতঘ্ন সন্দীপনায়
বেহদ্দ তৎপরতা নিয়ে চ'লতেই থাকে,
যা'র আশ্রয়ে সে থাকে—
তা'র খ্যাতি, ব্যক্তিত্ববিভা
যত শিষ্ট সম্বৃদ্ধির দিকে চ'লতে থাকে—
অন্তরে তা'র
জ্বালাময়ী কূট নিষ্ঠুরতা লেগেই থাকে,
সে হয়তো প্রীতিভঙ্গী নিয়ে
অনেকক্ষেত্রে করে,
যখন সুবিধামতন কিছু পায় না—
তখন ছোবল মারতে কসুর করে না ;
তাই, অকৃতজ্ঞতা—একটা তামসঘন
হিংস্র জ্বালাময়ী তাৎপর্য্যেরই প্রতিফলন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,

তা'র গোড়াতেই আছে—
স্বার্থসংক্ষুব্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্ররোচনা,
প্রীতি-উৎসর্জ্জনার
কিছু নেইকো সেখানে,
স্বার্থসিদ্ধির যা'-কিছু লাগে—
অনায়াসে সে তা'
নিষ্পাদন ক'রতে পারে ;
আশ্রিত বা শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির
নিবিষ্ট অনুচর্য্যায় সে
স্বার্থান্ধ আত্মপ্রসাদ নিয়েই
তা' উপভোগ ক'রতে থাকে,
সে ভাবে—'আমাকে যে ক'রছে—কেন ?
আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে ব'লেই ক'রছে,
আমার চাল বোঝা কঠিন,
সে-চালের ধান্ধায় প'ড়ে
আমায় এত খাতির করে',
এমনি ক'রেই সে নিজেকে
অভিমান-উদ্দীপনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রতে থাকে,
যেখানে অভিমান—
সেখানেই অভিমানের প্রতিফলন—অপমান,
যা'কে সে পরিচর্য্যা করে—
যা'কে ভালবাসে—
যা'কে প্রিয় ব'লে আঁকড়ে ধরে—
তা'কে সে অপমান ক'রবেই,
এমন-কি,
তা'র মানের অবদানকেও
সে অপমান ব'লে জ্ঞান করে—
এমনতরই তা'র বিকৃত বোধ ;
আত্মপ্রতিষ্ঠায়
যে যেমন দিগ্‌গজ—

প্রিয়-পরিচর্য্যা-কৃতির পটুতায়
সে তেমনতরই অপটু,
অপটু কেন !—আক্রোশদুষ্ট,
এমনি ক'রেই ক্রমশঃ সে
ধাপে-ধাপে নামতে থাকে—
কুৎসিত কদাচারের পথে
অকল্যাণের পথে ;
কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই হ'চ্ছে—
'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি',
কল্যাণকৃৎরা দুর্গতিলাভ করে না ব'লেই—
ঐ অকৃতজ্ঞ-রোগদুষ্ট যা'রা
তা'দের অন্তঃকরণ বিষিয়ে থাকে,
নজর ক'রে দেখো,
দেখলেই সাবধান হ'য়ো,
সাবধান না হ'লে
ক্লেশক্লিষ্ট হ'য়ে
তোমাকে কষ্ট পেতেই হবে ;
তোমার যা' ঐশ্বর্য্য
সে ব্যক্ত করে— তা'রই ব'লে,
সেজন্যে তা'র ধৃতিও নাই,
অনুশীলনও নাই,
শিষ্ট সম্বৃদ্ধিও নাই ;
অশিষ্ট অহঙ্কারে যে যত অভিভূত—
কৃতঘ্নতাও তা'তে তত উদ্ধত । ৩২৪ ।

প্রাণের অবদানে
প্রিয়পরম ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলে যাঁ'কে,
মানুষের কথায় ভুলে
যাঁ'কে ছেড়ে দিয়েছ,
স্মৃতিচ্ছবি যাঁ'র ফিরিয়ে দিয়েছ—
নিষ্প্রয়োজন ব'লে,

কৃতঘ্নতার কোন্ অবদান
সেই অর্ঘ্য-দক্ষিণাকে সার্থক ক'রে তুলবে
—কে জানে?—
তিনিই?
—যিনি প্রত্যেকের প্রাণন-সম্বেগ? ৩২৫।

যে-বৃত্তি তোমাকে অভিভূত ক'রে চালাচ্ছে—
তখন সেই বৃত্তিই কিন্তু
তোমার নায়ক-বৃত্তি বা নায়ক-প্রবৃত্তি,
তা'র অনুকূল যা'
তা'ই তোমার ভাল লেগে থাকে প্রায়শঃ—
করও তা'ই,
ঐগুলিই হ'চ্ছে
ঐ নায়ক-বৃত্তির অনুকূল গ্রহ;
ইষ্টার্থপোষণী শ্রেয়সন্দীপী
কোন প্রবৃত্তি দ্বারা
অমনতর অভিভূত হ'য়ে যখন চল—
সেই গ্রহই হ'চ্ছে তোমার বৃহস্পতি-গ্রহ,
তদনুকূল যা'-কিছু
তৎপন্থী যা'-কিছু
তা'ই তোমার তখন ভাল লাগবে,—
আর ক'রবেও তুমি তা'ই,
তখন অন্য কোন প্রবৃত্তিই বল
আর, গ্রহই বল—
কেউ কিছু ক'রতে পারবে না তোমাকে,
কারণ, তোমার কেন্দ্রে অধিপতি হ'য়ে
নায়ক-প্রবৃত্তি রূপে
ঐ গুরুগ্রহই তোমাকে চালাচ্ছেন—
উচ্চ ইষ্টার্থপোষণী কৃতি-অভিলাষ নিয়ে,
আবার, ঐ প্রবৃত্তি যখন
নিজের স্বার্থসেবায় ইষ্টার্থকে ভাঙ্গিয়ে

তা'র পূরণপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে চ'লছে,—
তখন ঐ বৃহস্পতি বা গুরু
তোমার কাছে নীচস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন,
তখন কৃতির জলুস হয়তো
বেকুব প্রাপ্তিতেই পরিসমাপ্তি লাভ ক'রবে ;
তাই, গ্রহ-বিপর্য্যয়ের স্বস্ত্যয়নীই হ'চ্ছে
ইষ্টার্থপোষণী শ্রেয়সন্দীপী হ'য়ে
সক্রিয় কৃতকার্য্যতায়
ইষ্টার্থকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলা,
তাই আছে—'কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে,
যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ ? ৩২৬ ।

মানুষের যে-প্রবৃত্তি
যেমনতর ধাঁজ নিয়ে
অবচেতন-ভূমিতে
অবশায়িত হ'য়ে রয়—
অবগুপ্তভাবে—
তা'র তপশ্চারিত্র উন্নতি-প্রবোধী
যতই হো'ক না—
লোকরঞ্জনী শক্তি
যদি মুগ্ধও ক'রে তোলে
যা'-কিছু পরিস্থিতি,—
ঐ চারিত্রিক প্রবাহের ভিতর-দিয়ে
সেই গুপ্ত প্রবৃত্তির গুপ্ত-নিয়ন্ত্রণপ্রসূত
কানা-দর্শনের ফাঁকে আত্মগোপন ক'রে
তা' এমনতরই ব্যত্যয়ের সৃষ্টি করে,—
যা' মানুষের সর্ব্বতোমুখী
উৎকর্ষাভিগমনে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
সময়ের বিবর্ত্তনী পদক্ষেপে
একদিন অনাসৃষ্টি এনে দিয়ে
লোকপালী, লোকহিতী উদ্বর্দ্ধনাকে খঞ্জ ক'রে

বিভ্রান্তিতে অচল, ক'রে তোলে,
অবিদ্যাই বিদ্যার আসন গ্রহণ ক'রে
বিদ্রূপ ক'রতে থাকে লোকসমাজকে—
বৈশিষ্ট্য-পরিপালী বিবর্দ্ধনী নীতিবিধিকে
উলঙ্ঘন ক'রে—
একটা লোভনীয় জাহান্নমী হাতছানিতে ;
এ আবার অনেক সময়
বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
নানারূপে নানারকমে
আবির্ভূত হ'তে থাকে ;
তাই বলি, তাপস !
তীক্ষ্ণ-চক্ষু হ'য়ে
অন্তরকে নিরীক্ষণ ক'রে চ'লো—
যেন একটিও অপকর্ষী যা'
তা' লুকিয়ে থাকতে না পারে
তোমার গভীর অন্তরতম আবাসে । ৩২৭ ।

যা'দের বৃত্তিগুলি শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো,
শ্রেয়কেন্দ্রিক নয়কো,
শ্রেয়ার্থী হ'য়ে
সার্থক সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠেনি সহজভাবে,—
সেগুলি স্বভাবতঃই
পরিস্থিতির নানারকম প্রেরণায়
রুচ্যমান হ'য়ে
সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে ফেলে,
মানুষের অহং-বুদ্ধি ওতেই অভিভূত হ'য়ে
তৎস্বার্থীই হ'য়ে ওঠে,
ওদের কোন একটা বা কতকগুলিই হয়
তা'দের আন্তরিক চাহিদা,
কোন কথা, ঘটনা বা ব্যাপারকে

তা'দের পছন্দমতন বাঁক দিয়ে
অভিব্যক্ত ক'রে তোলে,
তাই, বাক্য, বিষয় বা ব্যাপারের
যথার্থ, বিহিত অভিব্যক্তি
তা'দের কাছে পাওয়া কঠিন,
কারণ, ওতে রং ফলিয়ে
তা'রা ঐ বিষয়ের অভিব্যক্তি দেয়,
আবার, শ্রেয়ার্থী কোন উদ্দেশ্যকেও
তা'রা সুসঙ্গত পর্য্যায়ে সার্থক ক'রে
সার্থকতায় নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারে না,
তা'তেও তা'রা ঐ রকমই ক'রে থাকে
নানারকম ব্যতিক্রম এনে,
এমন-কি, নিজের বেলায়ও
কোন উদ্দেশ্যের আপূরণে
অমনতর বিক্ষেপী জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে ফেলে,
সাত নকলে
আসল খাস্তাই হ'য়ে ওঠে তাদের কাছে,
কোন ব্যাপারে তা'রা সামগ্রিকভাবে
কৃতকার্য্য হ'তে পারে না,
ত্রুটিবহুল খুঁতো হ'য়ে চ'লে থাকে তা'রা,
আর, ঐ জন্যই তা'রা
কোন দায়িত্বশীল কর্ম্মে নিয়োজিত হ'লে
কুকৃতি-পরিচর্য্যায়
সর্ব্বনাশেই সব নিকেশ ক'রে ফেলে ;
তাই, সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্ব প্রবৃত্তি নিয়ে
যতই শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠবে,—
প্রবৃত্তিগুলিও সুসঙ্গত হ'য়ে
তদনুবর্ত্তী অনুগমনে
সুসঙ্গতির সহিত
কৃতিত্বকে অর্জ্জন ক'রতে পারবে ততই। ৩২৮।

মানুষের মস্তিষ্ক বা বোধবৃত্তি যখন
প্রবৃত্তি-অভিভূত অবশ হ'য়ে
চ'লতে থাকে,—
অন্য সাড়া তখন
ব্যাহত হ'য়ে ঠিক্‌রে পড়ে,
আর, সে ঐ প্রবৃত্তির পথেই
একটা গোঁ নিয়ে চ'লতে থাকে—
ঐ অভিভূত হীনম্মন্যতায়,
প্রীতি-পরিবেষণ তা'কে মুগ্ধ ক'রতে পারে না,
তখন সত্তানুকূল উত্তেজনী সংঘাতে
সক্রিয় হ'য়ে
অনেক সময় প্রবুদ্ধ হ'তে দেখা যায়,
তা'র অবস্থানুরূপ উত্তেজনী সংঘাত
উপযুক্ত মাত্রায় দিয়ে, কৈফিয়ত নিয়ে
বৎসল ভর্ৎসনায় তাড়নে-পীড়নে
অভিভূতির বর্ম্ম বিদীর্ণ ক'রে
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে
অনুতাপে পরিশুদ্ধ ক'রে
প্রীতি-উচ্ছল আনতির উদ্বোধনে
স্বস্তির দিকে নিয়ন্ত্রিত করা ভাল,—
যা'তে সে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে সেই চলনে স্বতঃই,—
কিন্তু নজর রেখে
ব্যর্থ বা ব্যাহত না হ'য়ে ওঠে তা',
যদিও প্রীতি যেখানে কপট
ব্যর্থতা স্বাভাবিকই সেখানে প্রায়শঃ,
আর, একনিষ্ঠ প্রীতির এটাও একটা সুষ্ঠু পরখ,
শাসন পুনঃপুনঃ ব্যর্থ বা ব্যাহত হ'লে
ঐ প্রবৃত্তি অভিভূতি
এমনতর স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে—
যা'তে ওগুলিকে সহজেই
নিরোধ ক'রে ফেলে

সেই প্রবৃত্তি-পরিতৃপ্তির পথেই চ'লতে থাকে ;
প্রিয়কে
যোগ্যতায় প্রকৃষ্ট ক'রে তোলে যা'তে—
তা'ই কিন্তু প্রীতি,
আর, যা'তে তা'কে অপকর্ষী ক'রে তোলে
সেই চর্য্যা সহৃদয়ী হ'লেও
প্রিয়র সর্ব্বনাশা,—
তা'তে প্রিয়কে হনন করাই হয়। ৩২৯।

অনুজ্ঞাবহতার উদগ্রগতি
শ্লথ হ'য়ে চলার মানেই হ'চ্ছে—
বৃত্তিস্বার্থ-সঞ্জাত চাহিদার চলন
উদগ্র হ'য়ে উঠেছে,
এই উদগ্রতা যতই ব্যাহত হ'তে থাকে,—
মানুষের স্বভাবও
তত অভাববিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়ে
ইষ্টার্থী যা' তা'কে প্রবল ক'রে ধর,
উপচয়ে স্ফীত ক'রে তোল তা'কেই,
আর, তৎ-নিঃসৃত-অর্জ্জনা যা'
তাঁ'তে উৎসর্গ ক'রে
তাঁ'রই প্রসাদ-নন্দনায়
নিজেকে সুতর্পিত ক'রে রাখ,
আর, সেই প্রসাদ-পরিবেষণে
পরিবার-পরিজনের অন্তর ও বাহির
সব-কিছুকেই পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
ইষ্টপূত ক'রে তুলে প্রত্যেকটি হৃদয়কে,
আর, তুমিও পরিবেশে হৃদ্য হ'য়ে চল—
ওজস্বিনী পরাক্রম নিয়ে,
মন্দ যা' নিরোধ ক'রে তা'কে,

ঐশ্বর্য্য ক্রমপদক্ষেপে বাড়ন্ত হ'য়ে
ইষ্টোৎসর্জ্জনায়
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৩৩০।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থে আত্মনিয়মনই যেন তোমার
একমাত্র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাই যেন তোমার
আত্মোন্নয়নী অনুদীপনা হ'য়ে
সতত অন্তরে জাগ্রত থাকে,
প্রবৃত্তির রাহাজানি যে-রূপেই
আসুক না কেন তোমার সম্মুখে—
তা'কে কূটকৌশলে বিনায়িত কর,
শুভ-সন্দীপনায় ইষ্টার্থী ক'রে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল তা'কে—
সন্ধিৎসাপূর্ণ বোধ-বিনায়নী ধী নিয়ে,
সুদর্শিতার অনুদীপনায় ;
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট যা'রা—
সৎ, শুভ, সুন্দরের ললিত লাস্যে
বৈশিষ্ট্যানুগ প্রবৃত্তির
বিশেষ লেলিহান মদির-দীপনাকে
ঐ নর্ত্তন-ছন্দের
বিভা-অধ্যুষিত অভিদীপনায় প্রলুব্ধ ক'রে
শ্রেয়ার্থে সঞ্জীবিত ক'রে তোল তা'দের—
যেখানে যেমন খাটে তেমনি ক'রেই ;
ঐ ছান্দিক-বিনায়নার ললিত রাগ
যেন তা'দিগকে মুগ্ধ ক'রে তোলে,
বুদ্ধ ক'রে তোলে,
শ্রেয়ানুচর্য্যায় লুব্ধ ক'রে তোলে ;
তোমার এই কূট-বিনায়নী
কুশল দক্ষতার অনুবেদনী আকর্ষণ

যেন তা'দিগকে লাস্যরঞ্জিত রস-সম্ভারে
সার্থক ও সন্দীপিত ক'রে রাখে,
আর, তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ—
আত্মপ্রসাদের রঙ্গিল রঙকনী-বিভায় ;
ঈশ্বর সর্ব্বার্থেরই কূট সমাধান,
ঈশ্বরই পরম কূট । ৩৩১ ।

যখনই দেখছ— কা'রো রুচি
সত্তাপোষণী ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে
প্রবৃত্তি-সন্দীপ্ত আকর্ষণে
নিজেকে তদনুচর্য্যী ক'রে তুলেছে,
অভিঘাত আসন্ন পদবিক্ষেপে
তা'র দিকে এগিয়ে আস্‌ছে—বুঝে নিও তা' ;
রুচি যখন নিজের আভিজাত্যানুক্রমিক
শ্রেয়-বৈশিষ্ট্যকে, কৃষ্টিকে, ধর্ম্মকে, আদর্শকে
গুরুগৌরবে প্রতিষ্ঠা করার ধান্ধা নিয়ে
না চলে—
অন্য যা'-কিছুকে তা'র পোষণোপকরণ ক'রে,
বরং তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
পরানুকরণপ্রিয় ও পরচর্য্যী হ'য়ে চলে—
স্বেচ্ছাচারী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
শ্রেয়-সন্দীপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,—
তা' কিন্তু সাংঘাতিক ব্যতিক্রমেরই সংকেত ;
কা'রও রুচি যদি
সত্তাপোষণী, শ্রেয়সন্দীপী
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ইত্যাদিতে
অনুরঞ্জিত না হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বিজ্ঞান
বা বিজ্ঞদর্শিতা নিয়ে,—
ব্যক্তিত্ব, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ইত্যাদির বিপরীতপন্থী হ'য়ে,—

সে ব্যক্তিত্বহারা, আত্মবিলয়ী হ'য়েই চ'লতে থাকে,
ঐগুলির সমর্থনে সে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে তখন ;
কিন্তু সত্তাপোষণে তেমন হয় না,
সত্তাকে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে
বিড়ম্বনার বিপর্য্যয়ী অভিঘাতে
নিজের স্বস্থ চলনকে
সাংঘাতিক ব্যতিক্রমে
বিভ্রান্ত ক'রে তোলে সে ;
তাই, বৈধানিক অবস্থা কী—
তা'র লক্ষণই হ'চ্ছে ঐ রুচি,
ঐ রুচি দিয়ে বিবেচনা ক'রতে পার—
কে কী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে । ৩৩২ ।

জন্মে মানুষ জীবন নিয়ে,
যা'র জীবন নাই—তা'র চলনও নাই ;
প্রবৃত্তিগুলি নিবিষ্ট বিনায়নে
সুন্দর বিভব বিস্তার ক'রে
দরদপ্রসন্ন প্রতাপনায়
নন্দন-উৎসারণী
পারগ-পারিজাতবিভব নিয়ে যদি না চলে—
তোমার জীবনের সমস্ত পদক্ষেপগুলি
ব্যর্থ অর্থে সমাধিস্থ হ'য়ে উঠবে,
সমস্ত উত্থান
পতনে মলিন হ'য়ে
মিলিত হ'য়ে উঠবে—ঐ প্রবৃত্তিরই কবরে ;
তাই কি তুমি চাও ?
তা'তে তৃপ্তিই বা কোথায় ?
সুখই বা কোথায় ?
সম্বৃদ্ধিই বা কোথায় ?
বিভব-বিভূতির অট্টহাসি
তোমাকে ঠাট্টা ছাড়া আর কী ক'রবে ? ৩৩৩ ।

তোমার অন্তঃস্থ মানসবীক্ষণী যন্ত্রকে—
যা' বোধদীপনায় তোমাকে পরিচালিত করে—
দিঙ্‌নির্ণয় ক'রে,—তা'কে
অস্খলিত নিষ্ঠায় বিনিষ্ঠ ক'রে
সহজ অথচ ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয়—
এমনতর পাকা ক'রে বেঁধে রেখো,
তোমার ব্যক্তিত্বের সন্দীপনী তাৎপর্য্য
যেন তা'র ভিতর-দিয়ে দেখতে পারে—
তোমার কোথায় কী করণীয়
কেমনভাবেই বা কোথায় চ'লবে !
প্রবৃত্তিমার্গগুলি লোল উন্মাদনায়
অন্য কোথাও যেন তোমাকে
নিয়োজিত ক'রতে না পারে,
যা' তোমার ঈপ্সিত নয়, মঙ্গলপ্রসূ নয়—
সেদিকে পরিচালিত না করে ;
ঐ যন্ত্রের শিষ্ট সংযমন-তাৎপর্য্য
তোমাকে শুভতেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলবে—
যদি বেঠিক না হয় তা',
শুভতেই সংবর্দ্ধিত ক'রবে—
যদি শিষ্ট নিটোল নিয়মনে তা' নিয়ন্ত্রিত হয় । ৩৩৪ ।

অন্তরের গ্রন্থিগুলি নিয়ন্ত্রিত করার
বিন্যাস-বিনায়িত করার
সহজ-সুন্দর একটি উপায়ই হ'চ্ছে—
কোন শ্রেয়ে
তোমার নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
সুনিবদ্ধ ক'রে,
তাঁরই স্বার্থ ও সম্বৃদ্ধির জন্য
তুমি যখন
যা'-কিছু ক'রতে যাও বা কর,—
তোমার নিজের জন্য নয়কো,—

তোমার লোভ
কেবল আত্মপ্রসাদ ছাড়া
একটুকুও নয়কো,—
একতিলও নয়কো ;
এমনি ক'রে চল—
দেখবে—
ক্রমে-ক্রমে তোমার গ্রন্থিগুলি ভেঙ্গে
সার্থক সঙ্গতিতে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠছে,
তুমি শিষ্ট হ'য়ে উঠছ,
সহজ বোধবিৎ হ'য়ে উঠছ,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য ক্রমে-ক্রমেই
ফুটে উঠছে তোমার মধ্যে ;
কে জানে !
এই চলার ভিতর-দিয়েই
তুমি হয়তো একদিন
মহান হ'য়ে উঠবে । ৩৩৫ ।

ছন্ন প্রবৃত্তি যা'দের,
তা'দের ভিতরে
ছিন্ন-নিষ্ঠা বসবাস করে,
প্রবৃত্তির আকর্ষণ তা'দের
যখন যেদিকে পড়ে,
সেদিকেই গড়িয়ে যায়,
সন্দিগ্ধচিত্ত স্বতঃই তা'রা,
গোলামত্বই তা'দের পক্ষে প্রভুপদ—
তা' সে যে-রকমেরই হো'ক,
কৃতিহীন বা ছন্নকৃতিশীল অভিসারই
তা'দের জীবনের ক্রম নির্দ্ধারণ করে,
দুর্ব্বল বা সর্পিল চলনই হ'য়ে থাকে
তা'দের স্বাভাবিক জীবনগতি,

কিছুতে একনিষ্ঠ অনুকৃতি নিয়ে
পরিচর্য্যায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রতে পারে না,
বিচ্ছিন্ন মদাত্যয়ী চলনকে সংযত ক'রে
নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ কৃতি-পরিচর্য্যায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে
সুপ্রবুদ্ধ অনুনয়নশীল করা
তা'দের পক্ষে
একটা অলীক কথা ছাড়া আর কিছুই নয়,
তুষ্ট বা রুষ্ট চলন
তা'দের সাম্য-অবস্থাকে
সব সময়ই
আন্দোলিত ক'রে চলতে থাকে,
তা'রা প্রভুত্ব চায়—
চারিত্রিক প্রভাবকে
কৃতি ও প্রীতি-বিকাশে
উচ্ছল ক'রে নয়,
—দাপটে সংক্ষুব্ধ ক'রে
নিজের দুষ্টবুদ্ধির পরিচালনায়
মোসাহেব তৈরী ক'রে
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলতে চায় ;
এ-সব লক্ষণ যেখানে—
সন্দেহ ক'রো,
হিসাব ক'রে চ'লো । ৩৩৬ ।

তোমার আশ্রয় যিনি,
জীবন-যষ্টি যিনি,
শ্রেয়, প্রেয় বা প্রিয়পরম যিনি,
তুমি তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে
ত'দনুপোষণী উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে

নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
তাঁ'রই সেবায়
নিয়োজিত ক'রে তোল—
সম্বর্দ্ধনার সামমন্ত্রে সুদীক্ষিত ক'রে
কৃতিদীপ্ত যাগ-অভিসারে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অনুকূলে অনুক্রিয় হ'য়ে
প্রতিকূল-বর্জ্জনায়
ওজোদীপ্ত তৎপর হ'য়ে,—
দেখবে, দেবদ্যুতি
দ্যোতন-প্রতীকে
তোমার অন্তর-বাহিরে
বিদীপ্ত বিকাশে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,
আর, তুমিও
তাঁ'রই চলন-স্পর্শে
ঐ চলনের অভ্যুদয়ী সংস্কার-সন্দীপনায়
অঢেল হ'য়ে
চরণামৃতের অধিকারী হ'য়ে উঠেছ,
পরিবেশ স্বস্তিজলে
স্বর্গ-নন্দনায়
তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে তুলছে । ৩৩৭ ।

তোমার প্রবৃত্তির তোষণ, পোষণ
ও সমর্থনী পরিচর্য্যার
এতটুকু খাঁকতি হ'লেও
যখন তোমার অন্তঃকরণ
ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
অভিমান-জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠে,
বৈরীচক্ষু ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
জীবনে মুখ্য যিনি

তাঁর মনোজ্ঞ অনুচলনকে ধিক্কার দিয়ে
তাঁর সংস্রব বর্জ্জন ক'রতেও
কুণ্ঠা বোধ কর না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার জীবনে মুখ্য ব'লে কেউ নাই,
যাঁকে মুখ্য ব'লে ধ'রে নিয়েছ,
তা'ও ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়,
আর, তোমার জীবনে
মুখ্য ব'লে যখন কেউ নাই,—
তখন তোমার জীবন যে ব্যর্থ ও ছন্নছাড়া
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয়,
প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়নক ছাড়া
তুমি আর কিছুই নও,
প্রবৃত্তিসঙ্গত আত্মসমর্থনই
তোমার জীবন-তপ,
কুৎসা ও দোষদৃষ্টিই তোমার
জীবন-পাথেয়,
আর, প্রবৃত্তিলুব্ধ প্রত্যাশাই তোমার প্রভু। ৩৩৮।

বিকেন্দ্রিক, অসঙ্গত, অমীমাংসিত
দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন
ও ধারণার ভিতর-দিয়ে
যে বোধবিপাক সৃষ্টি হ'য়ে
অহংকে অভিভূত ক'রে রাখে,—
সেই অর্থহীন, বিবর্ত্তন-বিমুখ
জটিল বিন্যাসই
আমাদের অন্তর্নিহিত গ্রন্থি বা টেক,
যে-গ্রন্থি বা টেক বজ্রকপাটের মতন
বোধায়নী তৎপরতাকে ব্যাহত ক'রে
অজ্ঞ বিজ্ঞতায়
মানুষকে আরূঢ় ক'রে রাখে,

তাই, ঐ গ্রন্থিই হ'চ্ছে—
জীবনের অগ্রগতির ব্যাহতি ও বাধা-স্বরূপ,
অনুরাগ-সন্দীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ-বিনায়িত হ'য়ে
সঙ্গত-বিন্যাসে
এগুলি ব্যবস্থিত না হ'য়ে ওঠে,—
তোমার অগ্রগতি ব্যাহতই হ'তে থাকবে,
শুধু অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া কেন,
তোমার জীবন-সন্দীপনা ওতে
স্ফুরণ-বীর্য্যহীন হ'য়ে চ'লবে ;
বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
একনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
তৎ-তপা তদনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে,
একদিন হয়তো অন্তর্নিহিত সন্দীপনী ভাষায়
তোমারই মুখনিঃসৃত বাক্য ব'লে উঠবে—
"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ;
ঈশ্বরই পরাবর,
তিনিই পরম পুরুষ । ৩৩৯ ।

তোমার অন্তরে
অজানা অন্ধতম প্রদেশে
লাখ কিছু লুকিয়ে থাক্ না কেন,
তোমার ইষ্টার্থ-অনুনয়নী সম্বেগ
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
দৃঢ়তর অনুবেদনা নিয়ে
খরস্রোতা হ'য়েই যদি থাকে,
তবে ঐ অজানা গহ্বর হ'তে
লাখ বাসনা লাখ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে

তোমার সম্মুখে হাজির হ'লেও
যে-কোন সময়ে
তা'কে ইষ্টানুগ আবেগ-বিনায়িত ক'রে
ইষ্টার্থ-অনুক্রিয়ায়
সক্রিয় উপচয়ী ক'রে তুলতে পারবে ;
এমনতর হ'লে
যা'ই লুকিয়ে থাক্ না কেন তোমার অন্তরে—
দুর্ভাবনার কিছুই নেইকো,—
তা'কে যা'তে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলতে পার
সেই প্রচেষ্টাতেই সক্রিয় হ'য়ে উঠবে তুমি—
ঐ খর-আবেগের অনুপ্রেরণায় ;
অ'র, যেখানে তা' না পার—
সেখানে ইষ্টার্থী-সম্বেগ ও ঐ প্রবৃত্তির মধ্যে
দ্বন্দ্ব বেধে যাবে,
এবং ইষ্টানুগ সত্তাপোষণী যা' নয়—
তা' ঐ সংঘাতে চুরমার হ'য়ে
ভেঙ্গেচুরে
ধূলিসাৎ হ'য়ে
পরাবর্ত্তনী প্রতিক্রিয়ায়
শুভদ হ'য়ে
তোমার কাছে ফিরে আসবে—
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
ব্যক্তিত্বকে বিভব-বিনায়িত ক'রে,
শুভ-অশুভের বোধি-বিধৃত
ধী-বীক্ষণা নিয়ে,
দূরদৃষ্টির অন্তর্ভেদী অনুবীক্ষণায়,
বিহিত তৎপর সম্বেগে বিন্যাস লাভ ক'রে ;
তাই, ঐ কেন্দ্রায়ণী আবেগকে
যা'তে খরতর ক'রে রাখতে পার—
সব-কিছুর উপরে তা'ই ক'রে চল,

নিস্তার সেখানে,
উদ্ধারও সেখানে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই পরম প্রজ্ঞা,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী পূত-পরাক্রম,
ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই পুণ্য তীর্থ। ৩৪০।

অন্তরে অবচাপিত প্রবৃত্তি
তা'র পরিবার ও পরিকরবর্গ নিয়ে
যা'তে যেমনতরভাবে গুপ্ত হ'য়ে থাকে—
মানুষের দেখাশুনা চলাফেরা যা'-কিছু
অনেক বিষয়ই
ঐ ধারণায় রঙ্গিল হ'য়েই
তা' ঘ'টে থাকে—
সাক্ষাৎ জানা বা অজানাভাবে
নানারকম জটিলতা নিয়ে
অযৌক্তিক যুক্তি-ভাঁওতায়
বিষয়কে আবৃত ক'রে,
তাই, সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়—
কোন এক বিষয়ে দুজনের বিবরণ
সেই বিষয়কে অবলম্বন ক'রেই
রঙ্গিল রকমারিতে
অভিব্যক্ত হ'য়ে থাকে—
ঐ ধারণাপ্রসূত জটিল তৎপরতার
রঙ্গিল বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায়—
তা' আবার
পরস্পরের পরিপূরণী না হ'য়ে
বিরোধী হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ—
অন্ততঃ যেখানে একরকমের অবচাপন নাই ;
তাই, অনেক সময়
আসল খাস্তা হ'য়ে নকলই

অর্থাৎ, বিষয়ে যা' নাই বা অল্পই আছে
তা'রই ফেনিল প্রভাবই
প্রভাবান্বিত ক'রে
বিষয়ের অভিব্যক্তির অপলাপ ঘটিয়ে থাকে,
তাই, শোনা কথাকেই যা'রা
সিদ্ধ প্রমাণ মনে করে—
ভ্রান্তিই তা'দের সম্বল হয় ;
এই জটিল অবচাপনের হাত থেকে
রেহাই পাওয়ার পথ হ'ল—
উপযুক্ত প্রাজ্ঞ পূরয়মাণ প্রেষ্ঠে
আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
সক্রিয় সম্বেগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠা
বা তাঁ'তে সক্রিয়ভাবে অনুরক্ত হ'য়ে ওঠা
—অচ্যুতি নিয়ে,
তবেই তো রেহাই,
তবেই তো মুক্তি ;
এই রকমে সত্তা যখন
ঐ গ্রন্থি, বৃত্তি বা প্রবৃত্তি হ'তে
যে-কোন প্রকারেই হো'ক
মুক্ত হ'য়ে ওঠে—
তখন রঙ্গিল চক্ষু কেটে যায় তার,
সে সার্থকও হ'য়ে উঠতে পারে
তেমনি ততটুকু—
তা'র ঐ ঈপ্সিতে বা প্রেষ্ঠে,
মানুষ মুক্তিও লাভ করে
অমনি ক'রে,
সম্বর্দ্ধনা সহজ হ'য়ে ওঠে
ব্রাহ্মী-সম্বোধে তখনই । ৩৪১ ।

আদর্শানুরতি বা ইষ্টানুরতিতে
অচ্যুত তোমরা—

তা' না হয় বোঝা গেল,
তোমাদের উদ্দেশ্যও যে
তৎস্বার্থান্বিত সর্ব্বতোভাবে—
এও না হয় বোঝা যা'চ্ছে,
কিন্তু তৎস্বার্থসমর্থনী
যখনই কিছু ক'রতে যা'চ্ছ—
বিভেদের সৃষ্টি হ'চ্ছে অমনি
পারস্পরিক মতের স্পর্শাসহিষ্ণুতায়,
সময়, সুযোগ ও সুবিধামত
যুক্তি, ন্যায় ও নীতির সমর্থনে
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ
তোমাদের উদ্দেশ্য যা'
তা'র স্বার্থসমর্থনে
কোন অন্তরায়েরই কারণ নেইকো,
তবুও মতভেদ বা মতিভেদ কেন—
পরস্পর পরস্পরের সমর্থক ও সহায়ক না হ'য়ে ?
যদি নিজের মস্তিষ্ককে
ন্যায্য পর্য্যবেক্ষণে
ন্যায় বিচার ক'রে দেখতে চাও,
দেখতে পার—
অন্তরের অন্ধতম প্রকোষ্ঠে
লুকিয়ে আছে তোমার
আত্মম্ভরি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধতা,—
যে ওখানে থেকেই
প্রণোদনা ও সমন্বয়কে
দৃঢ় বল্গায় সংযত ক'রে তুলছে—
তোমার কর্ম্মপদ্ধতি
ঐ প্রবৃত্তি-স্বার্থের কষ্টিপাথরে
নিঃশেষভাবে কষিত না হওয়া পর্য্যন্ত ;
এতে বুঝতে হবে—
তুমি ঐ আদর্শ ও উদ্দেশ্যে

স্বার্থান্বিত নও আদৌ,
ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের ভাঁওতায়
তুমি তোমার অন্তর্নিহিত
গোপন আত্মস্বার্থকেই পূরণ ক'রতে চাচ্ছ ;
যতদিন পর্য্যন্ত
ঐ স্বার্থসন্ধিৎসুতা
অন্তরে বসবাস ক'রবে তোমার,—
সমঞ্জস-অন্বিত চলন
জলুস-চরিত্র নিয়ে
চ'লতেই পারবে না—
পারস্পরিকতায় হাত-ধরাধরি ক'রে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সমর্থক ও সহযোগী হ'য়ে,
কাজ পণ্ড করার গুরুঠাকুর
স্বার্থলোলুপ কূটচক্ষু নিয়ে
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—
তোমার দুরদৃষ্টের দাম্ভিকমশক নিয়ে
প্রস্তুত হ'য়ে,
পালাও এখনও - যদি বাঁচতে চাও,
নয়তো,
ভাগ্যহীন দুরদৃষ্টের দল বাড়িয়ে লাভ কী ? ৩৪২ ।

স্বার্থসিদ্ধির লুব্ধ প্ররোচনায়
অর্থাৎ, প্রবৃত্তি-পরিপোষণে,
যে-পরিপোষণা
তোমার ইষ্টার্থকে
আপূরিত ক'রে তোলে না,
সম্পোষিত ক'রে তোলে না,
এমন যদি কোন-কিছু কর,
আর, সে-করায় যদি
তোমার শ্রেয় যিনি

ইষ্ট যিনি
বা আচার্য্য যিনি,
অর্থাৎ, যাঁকে তোমার জীবনে
মুখ্য ক'রে ধ'রে নিয়েছ—
তাঁর অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়
এবং তা' বোঝা বা জানা সত্ত্বেও
যদি নিরাকরণ না কর,
তা'র মানে—
ঐ প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট তুমি,
তুমি কপট,
লোকের কাছে বাহবা নেওয়ার জন্য
বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য
একটা ধাপ্পাবাজী অনুবেদনা নিয়ে
শ্রেয়-অনুরাগ দেখিয়ে চ'লছ তুমি ;
ভালই যদি চাও,
সুনিষ্ঠ একমনা হ'য়ে
তদনুচর্য্যী রাগ-নিয়মনায়
তোমার যা'-কিছু চিন্তা ও কর্ম্মকে
বিনায়িত ক'রে
ঐ শ্রেয় বা আচার্য্য-সম্পোষণী ক'রে তোল,
ফলে, তোমার ঐ কপটগ্রন্থি
খান্ খান্ হ'য়ে যাবে। ৩৪৩।

কা'রও কোনপ্রকার কুৎসিত প্রবৃত্তি
তৎপর ও সক্রিয় হ'য়ে চ'লছে
দেখতে পেলেই দেখো—
তা'র সাথে কোন্ সৎপ্রবৃত্তি
সচারু হ'য়ে
জাগ্রত হ'য়ে আছে,
যা'র সাহায্যে সে ঐ কুৎসিত প্রবৃত্তির
আপূরণে প্রয়াসশীল ;

সুকেন্দ্রিক সেবা ও সহানুভূতির ভিতর-দিয়ে
তুমি তা'কে তোমাতে
শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলতে পার কিনা—
চেষ্টা ক'রো ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
যে-সৎ-প্রবৃত্তির সাহায্য নিয়ে
সে ঐ কুৎসিত আকাঙ্ক্ষার
আপূরণ-তৎপর হ'য়ে চলে,
তা'কে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলো',
এবং তা'র কুৎসিত প্রবৃত্তি
যা'তে ঐ সৎ প্রবৃত্তির
অনুপূরক হ'য়ে ওঠে,—
তেমন প্রবোধনা জুগিও ;
এমনি ক'রতে ক'রতে দেখবে—
তা'র ঐ সুচারু প্রবৃত্তি
ক্রমেই তা'র কুৎসিত প্রবৃত্তিকে
হজম ক'রে নিচ্ছে ;
এইভাবে সমীচীন সাবধানী
সন্ধিৎসা নিয়ে জাগ্রত থাক,
আর, যত পার
সু-এর ইন্ধন জোগাও,
সৎকর্ম্মেই ব্যাপৃত রাখ তা'কে—
কু-এর স্ফুরণাকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলে ;
দেখবে—
হয়তো একদিন
তা'র শুভ-বিনায়নে
কৃতার্থতার প্রসাদনন্দিত হ'য়ে উঠবে তুমি । ৩৪৪ ।

মানুষের হাতে
বা সাধ্যের সীমায়
কিংবা চাহিদামাফিক দেওয়ার

উপযুক্ত কিছু যদি না থাকে—
তা'র কাছে কিছু চাইতে যেও না,
চাইতে গিয়ে
তা'র ঐ দিতে না-পারা
না-দেওয়ার প্রবৃত্তিকেই আবাহন ক'রে আনে ;
আবার, যা'র কাছে পাও—
তোমার সাধ্যমত
তা'র মঙ্গলের জন্য যা'-কিছু ক'রতে পার
তা' ক'রতেও ত্রুটি ক'রো না,
তা'তে তোমার প্রবৃত্তিও
শিষ্ট হ'য়ে উঠবে,
শুভসন্দীপী হ'য়ে উঠবে ;
আর, যা'কে ক'রছ
তা'রও তোমাকে কিছু দিয়ে
সার্থক হবার জন্য
আগ্রহ-উদ্দীপনা
একটু-একটু ক'রে বাড়তেই থাকবে ;
এতে তোমার দ্বারা
সেও পরিপালিত হবে,
তা'র দ্বারা
তুমিও পরিপালিত হবে,
কথায় আছে—
'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট',
মনে রেখো। ৩৪৫।

লালসাকে মুগ্ধ ক'রে তোল—
লাখো সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়
পরিচর্য্যী ঊর্জ্জনায়
পরাক্রমী তাৎপর্য্যে,
দেখবে—

তোমার ভাল লাগা
মাতাল হ'য়ে যাবে—
প্রিয়র পরিচর্য্যায়
প্রিয়কে ভালবাসায়
প্রিয়কে সুষ্ঠু-সুন্দর রাখায়,—
সক্রিয়ভাবে
তাঁর মহিমাকীর্ত্তন-তৎপরতা নিয়ে
সেবারঞ্জিত হ'য়ে
ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে ;
দেখে নিও—
কেমন সুন্দর তাৎপর্য্যে
তোমার সত্তা বিনায়িত হ'য়ে
বীর্য্য-উদ্দীপনায়
সব ভালমন্দকে
শিষ্ট বিনায়নে
সংশ্রেষ্ঠ উন্মাদনায়
সুঠাম ক'রে তুলবে,
অস্খলিত তৃপণ-তাৎপর্য্যে
অতৃপ্তির যা'-কিছু
বিহিত নিয়ন্ত্রণে
তৃপ্তিরই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
তুমি তৃপ্ত হবে,
আর, তোমার তৃপণ-অভিসার
সবাইকে তৃপ্ত ক'রে তুলবে—
শিষ্ট অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে,—
যা' নাকি
সবরকম মুহ্যমানতাকে ব্যাহত ক'রে
জীবনীয় উদ্দীপনায় উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে। ৩৪৬।

প্রলুব্ধচিত্ত চেতন-প্রবৃত্তি
লোভপরবশ হ'য়ে

অহংকে প্ররোচিত ক'রতে থাকে
কুটনীর মত কূট চলনে,
তখন থেকেই অহং এবং প্রবৃত্তির মধ্যে
দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'তে থাকে,
সেই দ্বন্দ্বকে অবসন্ন ক'রে
ঐ কুটনী-প্ররোচনা
অহংকে অপহরণ ক'রে
ঐ প্রবৃত্তি-সারূপ্যে অভিভূত ক'রে ফেলে,
সঙ্গে-সঙ্গে, বোধ, বিবেচনা, যুক্তি,
ফন্দিফাঁকির
ঐ দিকেই আনতি নিয়ে
ব্যাপার, বিষয় ও অভিব্যক্তির
বিকৃত পরিবেষণে
আরোপিত আপাত-যুক্তিযুক্ত
এমনতর মিথ্যাজালের সৃষ্টি করে
আত্মসমর্থন ও কর্ম্ম-হাসিলের জন্য
যা'তে পরিবেশ
সহজেই বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে—
দূরদর্শী সন্ধিৎসার অভাবে ;
এমনি ক'রেই
অহং তা'র সাত্ত্বিকতা হারিয়ে
সংকীর্ণ পন্থা অবলম্বন ক'রে
ক্রমেই সংকুচিত হ'য়ে উঠতে থাকে—
একটা অন্ধতমসার আবরণে
গা-ঢাকা দিয়ে,—
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠত্বের আভিজাত্য ত্যাগ ক'রে
ঐ নিকৃষ্ট যা'
তা'রই উদ্ধত আত্মম্ভরি সমর্থনে
নিজেকে উদগ্র ক'রে তুলে,—
আর, উৎকর্ষী যা'
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনী যা'

তা'র প্রতি তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা,
বিদ্রূপ, বিদ্বেষ ও হিংসার
অভিব্যক্তি নিয়ে
নিজের প্রাধান্য বিস্তার ক'রতে,
সে ভাবে, তা'র মাথা ও মেরু
খাড়া ক'রে দাঁড়াতে
এই পন্থাই তা'র পক্ষে শ্রেয়,
আর, অমনি ক'রেই
পরিবেশকেও
বিক্ষোভ-বিদীর্ণ ক'রে তোলে—
মরণ-হাতে
মদাত্যয়ী বিষাক্ত আহুতি নিয়ে ;
নিজেকে যদি বাঁচাতে চাও—
শুভও চাও যদি অন্যের—
দ্বন্দ্ব এলেই নির্দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে ওঠ,
সাবধান হও নিজে—
সাত্ত্বিক পন্থায় সুনিষ্ঠ হ'য়ে
সুষ্ঠু চলনে,
আর, ঐ বিষাক্ত পরিধিকে
নিরোধ কর, বর্জ্জন কর,
চুরমার ক'রে দাও,
সাপের বিষ কেবল জীবন নষ্ট করে,
ও-বিষ কিন্তু জন ও জাতিজীবন-হন্তা । ৩৪৭ ।

তোমার প্রবৃত্তিগুলি
বিক্ষুব্ধ অস্মিতার
অনবনত উদ্ধত প্রেরণায়
যতই এলোমেলো ফাটল সৃষ্টি ক'রে তুলবে,—
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে
যেখানেই
প্রিয়-প্রয়োজনায় নিয়োগ ক'রতে যাবে—

প্রতিটি কথার অর্থ
তোমার ঐ এলোমেলো ধারণায়
বাহিত হ'য়ে
নানা রকমারির সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ততই ;
ফলে, তুমি
প্রিয়-চাহিদা-পূরণ-সার্থকতার
আত্মপ্রসাদকে উপেক্ষা ক'রে
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ চাহিদা-পূরণে ব্যাপৃত হ'য়ে
ব্যর্থ সার্থকতার ব্যাহৃতিতে
নিজেকে পরিচালিত ক'রবে ;
তুমি যদি প্রবৃত্তি-বিক্ষুব্ধ প্রমত্ততায়
এলোমেলোভাবে চ'লতে থাক—
তাহ'লে যিনি হয়তো তোমার পরমার্থ,
যাঁকে দিয়ে তুমি সব পেয়েছ,
তাঁরই সেবা-সৌকর্য্য হ'তে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
ব্যাঘাতের উপাসনায়
বিপর্য্যয়কে আমন্ত্রণ ক'রে চ'লবে ;
তোমার আপূরণী যিনি,
তোমার অন্তর্দেবতা যিনি,
তোমার লাখ সদিচ্ছা সত্ত্বেও
তাঁকে আপোষণ ক'রে তুলতে পারবে না,
বিড়ম্বিত প্রেত-অভিসারে চলাই
তোমার পরম-সার্থকতা হ'য়ে উঠবে ;
তুমি এখনও যদি
তোমার ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে মোচড় দিয়ে
তোমার ঐ এলোমেলো চলার রাস্তা হ'তে
প্রতিনিবৃত্ত না হও,
অন্তঃকরণকে প্রিয়চর্য্যার
ইরম্মদ-আবেগে নিয়োজিত না কর,

তবে ঐ দুরাগ্রহ দৈন্য
তোমাকে অশেষ বিকৃতির বিড়ম্বনায় ফেলে
বিমর্দ্দিত ক'রে চ'লবে ;
তোমার অন্তঃকরণের ধাঁজই এমনতর হবে,—
যা'র ফলে, তোমার সম্মুখের উদাত্ত পথ
গভীর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে
ঐ নিকটতম স্পষ্ট যা'-কিছু সবকেও
দুর্ব্বোধ্য ক'রে তুলবে,
সিন্ধুকূলেও তোমার জলাভাব মিটবে না ;
তুমি যদি সুকেন্দ্রিক নিয়মনায়
আত্মানুশাসন-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না কর,
ঐ অমনতর চলন
শুভ ও শিবদ হ'য়ে উঠবে না তোমার পক্ষে,
সাবধান !
একাগ্র হও,—
অধিবেদনায় আপ্লুত হ'য়ে
অনুচর্য্যী অনুপোষণায়
প্রিয়ার্থকেই তোমার স্বার্থ ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী দক্ষতায়,
বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে,
তদর্থে সকলকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
ঈশ্বর যা'-কিছুর ছন্দ-প্রগতি,
স্বচ্ছন্দতা তাঁ'র ছান্দিক অর্থ,
এলোমেলো যা'-কিছু
তা'তেই তিনি উৎসারণ-সম্বেগী হ'য়ে ইতস্ততঃ,
তিনি চঞ্চল হ'য়েও স্থাণু । ৩৪৮ ।

তুমি সব দিক-দিয়ে
গোছালো জ্ঞানীগুণী
হয়তো হ'তে পার,

গুণ-জলুসে তুমি হয়তো
অনেকের কাছেই
প্রখ্যাত হ'য়ে উঠে থাকতে পার,
কিন্তু তোমার অন্তঃস্থ নায়কবৃত্তি যা'—
তা'ই কিন্তু তোমার পরিচালক ;
তুমি সব-কিছুর ভিতরেই
মানুষের ভাবানুকম্পিতাকে
এমনতরভাবে
বিনায়িত ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে, তোমার ঐ প্রখ্যাতিপরামৃষ্ট হ'য়ে
অনেকেই তোমার প্রবৃত্তিতে
গা ঢেলে দিয়ে
ঐ বুলি, ঐ করণে
মেতে উঠবে ;
ফলকথা, প্রবৃত্তি তোমার হাতে নেইকো,
তুমি প্রবৃত্তির হাতে,
এমন-কি, তোমার সত্তা পর্য্যন্ত
ওতেই আকম্পিত হ'য়ে চ'লছে,
যতই হো'ক,
তা'তে তোমার অর্থাৎ তোমার সত্তার
লাভ কিন্তু নগণ্যই ;
তাই, সৎ-আচার্য্যপরায়ণ হও,
যিনি তোমার হাতের বাইরে থাকলেও
যাঁ'কে দিয়ে
যাঁ'র অনুসরণে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
প্রভাবান্বিত ক'রতে পার—
সুদর্শী সক্রিয় চারিত্রিক বিন্যাস নিয়ে ;
—তবে তো তোমার রেহাই !
—যে-রেহাই
তোমাকে অনুসরণ ক'রে

সবাই উপভোগ ক'রতে পারে ;
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
একায়নী উন্মাদনায়
তাঁকেই অনুসরণ কর,
তাঁরই বিধিবাণীকে
অনুশীলন কর—হাতেকলমে,
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, জীবনে
জ্বলন্ত হ'য়ে
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠ,
সবাই তোমাকে উপভোগ করুক,
নয়তো, যে তিমিরে সেই তিমিরে। ৩৪৯।

আপন সত্তাকে সবাই ভালবাসে,
আবার, নিজ সত্তাকে ভালবাসতে গিয়ে
তদনুকম্পায় অনুকম্পিত হ'য়ে
অন্যসত্তাতেও সে কিছু-না-কিছু
দরদী হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে ;
তবুও মানুষ সত্তাপোষণী অনুশাসনে
অনুশাসিত হ'য়ে চ'লতে
সাধারণতঃ ব্যর্থই হ'য়ে ওঠে,
তা'র মা'নেই হ'চ্ছে—
মানুষ নিজের সত্তাকে ভালবাসে বটে,
কিন্তু তা'কে ভাঙ্গিয়ে
প্রবৃত্তিলুব্ধ হ'য়ে
ঐ প্রবৃত্তি-আকাঙ্ক্ষিত উপভোগকে
উপভোগ ক'রতে চায়,
তাই, সে সাধারণতঃ অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে—
ঐ প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ উপভোগ-আয়োজনে—
নিজেকে খরচ ক'রেও,—
যা'র ফলে, সত্তা ক্রমশঃ শীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
ভেঙ্গে পড়ে ;

সে প্রবৃত্তিলুব্ধতার
শাতনী শ্যেনদৃষ্টির কাছে
আত্মসমর্পণ ক'রে
'হতোঽস্মি'-নিঃশ্বাসে
ক্ষয়েই আত্মবিলয় ক'রে থাকে,
সে ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
সত্তাপোষণী অনুদীপনায়
নিয়মনী তাৎপর্য্যে
বিধিমাফিক বিনায়িত ক'রে
সত্তাকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে ভুলে যায়;
ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধতাই আত্মপরিবীক্ষণাকে
ব্যাহত ক'রে তোলে,
সত্তার প্রতি ভালবাসা তা'র
হ'য়ে ওঠে
ভোগলিপ্সু প্রত্যাশাপীড়িত,
ফলে, খিন্ন বোধি,
খিন্ন যোগ্যতা,
জীর্ণ মনোবৃত্তি,
শীর্ণ দেহ নিয়ে
সে শাতন-গহ্বরে
নিজেকে নিক্ষেপ করে;
তাই বলি!
চতুর হও,
প্রবৃত্তিকে উপভোগ কর—
সত্তাপোষণী বিনায়নায়,
সন্ধিৎসু চক্ষে বেশ ক'রে দেখো—
ঐ সাত্ত্বিক সম্বেগ যা'তে
পোষণ-প্রদীপ্তই হ'য়ে ওঠে,
বিপন্ন না হয়;—
স্বস্থ-জীবনের অধিকারী হবে,

উপভোগও তোমার স্বস্থই হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক-সম্বেগ । ৩৫০ ।

প্রবৃত্তি তোমাকে যতই
ঘিরে ধরুক না কেন—
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
তোমার সত্তাকে বেষ্টন ক'রে
যত বড় নিগড়ই সৃষ্টি করুক না কেন—
তুমি চোরই হও
বাটপাড়ই হও
লম্পটই হও,—
কদর্য্য দুঃশীলতার অভিব্যক্তি
তোমাতে যেমনতরই থাকুক না কেন,—
তুমি যদি চাও তা'দিগকে আয়ত্ত ক'রতে—
তোমার নিয়ন্তা তা'রা না হ'য়ে
তা'দের নিয়ন্তাই যদি হ'তে চাও তুমি—
উদ্দীপী প্রেরণা নিয়ে
এখনই ফিরে দাঁড়াও,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
আত্মনিবেদন কর এখনই তুমি,
তোমার মন-প্রাণ যেমনই থাক্
তা'ই নিয়েই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ
তোমার ইষ্টে,
আর ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
ফন্দিবাজী কুশলকৌশলে
সক্রিয় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
নিয়োজিত ক'রে তোল,
ঐ প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
তাঁ'রই স্বার্থে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়

তাঁ'রই সম্বর্দ্ধনায়
সক্রিয় উচ্ছল আবেগে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে যা'তে, তা'ই কর—
একটা সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্য নিয়ে,
বেশ ক'রে নজর ক'রে দেখো—
ব্যষ্টি কি সমষ্টির
হিতী-সম্বর্দ্ধনা ছাড়া
তোমাকে দিয়ে তা'রা যেন
আর-কিছুই ক'রতে না পারে,
তোমাকে যেন তা'দের হাতের
ক্রীড়নক ক'রে তুলতে না পারে,
দেখবে, ঐ সার্থক কেন্দ্রায়িত
প্রবৃত্তি-সংহতি
বাস্তব সক্রিয়তায়
এমনতর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
গুরুগৌরবে
তোমাকে বলীয়ান ক'রে তুলেছে—
যা'তে বোধিদীপ্ত সম্বেদনায়
তুমি প্রাজ্ঞ কুশলকৌশলী
বীর্য্যবান অভিযান-পরায়ণ হ'য়ে উঠেছ—
একটা লোকহিতী সম্বর্দ্ধনা-প্রদীপ্ত
সহযোগ নিয়ে,
যা' তোমাকে বিচ্ছিন্ন
ব্যভিচারদুষ্ট
ও বিপদ্‌সঙ্কুল ক'রে তুলছিল—
ঐ প্রবৃত্তির কেন্দ্রায়িত সংহতি-সমাবেশের ফলে
তাই-ই তোমাকে
স্বর্গের মানুষ ক'রে তুলেছে,
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
সার্থক ভূমায় উদ্গতিলাভ ক'রে
সত্তায় সংস্থ হ'য়ে

সাত্ত্বিক অবদান-উপঢৌকনে
তুমি ও তোমার পরিবেশকে
ধন্য-উদ্যোগী ক'রে
অমৃতনিষ্যন্দী ক'রে তুলেছে । ৩৫১ ।

তোমার শ্রেয়-প্রেয় ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
ইষ্ট বা আদর্শ ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন—
তাঁ'র ভাবসঙ্গতি, বাক্ ও ব্যক্তিত্বের সাথে
যদি সুস্পষ্ট সঙ্গতি না দেখ,
বা তাঁ'র কথা ও করণের প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে
তা' ভাঙ্গিয়ে, বিকৃত ক'রে
স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস যদি দেখ,
তা'কে গ্রহণ ক'রতে যেও না ;
প্রীতির পরম লক্ষণই হ'চ্ছে প্রিয়প্রতিষ্ঠা,
এই প্রিয়প্রতিষ্ঠা বিক্ষুব্ধ হয়—
কোথাও,
কোন ব্যাপারে
এমনতর যদি কিছু কর বা বল,
বুঝে নিও—
তোমার ইষ্ট, প্রিয় বা প্রেয়-প্রীতি ব'লে
কিছু নেইকো,
তুমি ব্যত্যয়ী বাত্যায়
ঝড়ের কুটোর মত
প্রবৃত্তি-প্রবাহিত হ'য়ে চ'লছ,
তোমার প্রবর্দ্ধনা ও প্রতিষ্ঠাও
ঐ চালে খাবি খেয়ে
নাচন সুরু ক'রে দিয়েছে,

ভবিতব্য যে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রছে—
তা' কিন্তু ইষ্টীপূত কল্যাণপ্রসূ নয় ;
আর, যে তোমাকে সমর্থন করে
ঐ ঐ ব্যাপারে,—
সেও কিন্তু
ঐ বাত্যায় ঘূর্ণিচক্র—
যা'র ফল ভবিষ্যৎ-গর্ভে
নেহাৎ ঘোরালো হ'য়ে
উদ্বর্ত্তনায় প্রবৃদ্ধি লাভ ক'রছে ;
ভালই যদি চাও—
সামাল হ'য়ে চ'লো,
নয়তো, ঝড়ের কুটোর মত
তোমার জাহান্নমের পথ
অবাধ হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' নিরোধ ক'রবে—
এমনতর কেউ কিন্তু বিরলই । ৩৫২ ।

ভ্রান্তিকে
শান্তির পথ ব'লে ধ'রো না,
যা' জীবনীয় নয়—
তা' উদ্বর্দ্ধনশীল উৎসারণায়
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না ;
যা' শিষ্ট সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
নিয়ন্ত্রিত নয়কো,—
বাস্তবতাকে এড়িয়ে
ভ্রান্ত কাল্পনিক তৎপরতায়
লোক-অন্তরকে ভ্রান্ত ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে-চুরে
সব যা'-কিছুকে একায়িত ক'রতে চায়,—
অস্মিতা যেখানে
উদ্দীপ্ত আমন্ত্রণে

বিধানকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
বিধিকে
বিদ্রোহী তাৎপর্য্যে
অস্বীকার ক'রে
সর্ব্বনাশের পাপাক্ত উদ্দীপনায়
পরিচালিত করে,—
সৎ-ত্ব বা সতীত্ব যেখানে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তে বাধ্য হয়,—
ধৃতি-সন্দীপনা যেখানে
অশিষ্ট হামবড়ায়ী তাৎপর্য্যে
ধর্ষিত হ'য়ে থাকে,—
তা' কিন্তু জীবনীয় তো নয়ই,
আর, তা' দেশকেও বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অশিষ্ট আচারে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়,
পালন-পোষণ-প্রীণন
খাবি খেয়ে
প্রবৃত্তিকেই অনুসরণ ক'রতে থাকে,
জীবনীয় আদর্শও সেখানে
আনত দৃষ্টিতে
ম্লান ভঙ্গিমায়
নরককেই ইঙ্গিত ক'রে থাকে ;—
আর, নরক মানেই তা'—
যা' বর্দ্ধনাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে
মূর্খ আত্মম্ভরিতায়
তদ্গতিসম্পন্ন ক'রে তুলে থাকে,
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা ;
সাবধান হও,
জীবনীয় ঐতিহ্য যা'

জীবনীয় কুলাচার যা'—
ইষ্টনিষ্ঠ নন্দনার শিষ্ট অনুশাসনে
নিজেকে তা'তে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী পুণ্য-পরিস্রোতা হ'য়ে চল,
পালন-সংরক্ষণ-প্রীণন-পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনা হ'য়ে উঠুক ;
স্বস্তি আসুক,
আনন্দ আসুক,—
ভরপুর তৃপণ-পরিচর্য্যায়
সবাই সুন্দর স্বস্তিপ্রসন্ন হ'য়ে উঠুক । ৩৫৩ ।

উদ্দাম কৃতি-কামনা
তোমাকে উদ্যত ক'রে তুলুক,
কামলোলুপ হ'য়ে যেও না—
যে-কামকে প্রবৃত্তি বলে,
রিপু ব'লে থাকে সবাই ;
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—
যা'ই থাকুক না—
তা'র কোনটাই যেন তোমাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে না তুলতে পারে,—
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে না তুলতে পারে—
লোলুপতায় দুর্ব্বল ক'রে ;
অন্তঃকরণের শুভ-উর্জ্জনা—
যা' নিষ্ঠানন্দনার দ্যোতনবিভায়
আন্দোলিত হ'য়ে চ'লছিল—
কামপ্রবৃত্তির ঐ তামস তাড়না
যেন তা'কে নিভিয়ে দিতে না পারে ;
অন্তঃস্থ নিবিষ্ট আবেশই হো'ক—
তোমার ইষ্টনিষ্ঠা,

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল উর্জ্জনা,
আর, সেগুলি অনুশীলনদীপ্ত ক'রে
শীলসন্দীপ্ত ক'রে তুলো—
বাস্তব তাৎপর্য্যে ;
যা'-কিছু কর,
যা'-কিছু ভাব,
যেমনতর চলনেই চল না কেন,—
ঐ ইষ্টার্থের সঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে
সমতায় স্থির থেকে
কৃতি-সার্থকতায় তুমি চ'লতে থাক ;
এমনি ক'রেই
বিভবের স্রোতল ধারা
তোমাতে আবির্ভূত হ'য়ে উঠুক,
আর, বিভবকে
তাঁ'রই বিভূতি ক'রে তোল,—
যে-হওয়া তোমাকে
অমনতর তুমিতে নিয়োজিত ক'রে তুলেছে—
তা'রই হওন-তাৎপর্য্যে ;
তোমার জীবনটা
প্রতি মুহূর্ত্তে
একটা উৎসব হ'য়ে উঠুক—
উৎসর্জ্জনার আনন্দঘন
কৃতি-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে,
আর, ঐ কৃতি-আলোকই
সবার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে উঠুক,
তোমারই
শিষ্ট নিবেদিত অন্তঃকরণের
অনুকম্পায় অনুকম্পিত হ'য়ে উঠুক ;
আনন্দে উন্মত্ত আতিশয্যে
তোমার পরিস্থিতির সবাই

গেয়ে উঠুক—
'জয় জগদীশ্বর !'—
কৃতিযাগবিভোর অন্তঃকরণে । ৩৫৪ ।

শাতন মানেই হ'চ্ছে—
প্রাণন-স্পন্দন
স্বার্থদীপনা নিয়ে
যেমন প্রবৃত্তিলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,—
অহং-অভিভূত হ'য়ে
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ইত্যাদিতে
ছড়িয়ে পড়ে,—
তদনুগ তাৎপর্য্যে নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তৎ-কৃতি-সন্ধিৎসায়
ভোগ ও হিংসার দিকে
ঈর্ষ্যা-উদ্দীপনায়
অন্যকে শোষণ ক'রে
নিজেকে উপভোগ ক'রতে চায়—
তেমনতরই বোধ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে চ'লতে থাকে ;
লোলজিহ্ব লালসায়
অন্য যা'-কিছুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
ভোগান্ধ তৎপরতা নিয়ে চ'লে
মানুষকে সঙ্কীর্ণ ক'রে
জাহান্নমের দিকে টেনে নিয়ে যায়—
সেই প্রবৃত্তির
উচ্ছল উচ্ছ্বাসই হ'চ্ছে—
শাতনী তামস দৃষ্টি,—
যা' বিচ্ছেদ নিয়ে আসে
বিভ্রান্তি নিয়ে আসে
ব্যতিক্রম নিয়ে আসে,
ভোগবিহ্বলতার লালসায়

অন্যের উৎখাত ক'রে
নিজের উপভোগ্য যা'-কিছুকে
উপভোগ ক'রতে চায়
সম্ভোগ ক'রতে চায়,—
তা'ই হ'চ্ছে—শাতন-স্বভাব,
আর, ব্যক্তিত্বে থাকে
ঐ তা'রই পূর্ণ মূর্ত্তি,
তা' জীবনকে সঙ্কুচিত ক'রে
সঙ্কীর্ণ ক'রে
নিপাত-আলিঙ্গনে
নিরয়-অভিলাষী ক'রে তোলে ;
যা' তোমাকে
অন্য হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রছে,—
যা' তোমাকে
ক্রূর ক'রে তুলছে,—
আত্মম্ভরি প্রতিষ্ঠায়
অন্যকে ফাঁকি দিতে লোলুপ ক'রে তুলছে—
আপসোসহারা তৎপরতায়,—
তা'রই যে-মূর্চ্ছনা
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে
অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়ে
তোমাকে বিকৃতির পথে নিয়ে যা'চ্ছে—
তা'ই কিন্তু শাতন ;
অমনতর ইচ্ছা বা চরিত্র হ'তে
সাবধান হও—
বিক্ষোভের বিড়ম্বনা হ'তে
যদি নিজেকে রক্ষা ক'রতে চাও ;
নতুবা, জাহান্নমের মুচকি হাসি
ঐ অদূরে ক্রূর দৃষ্টি নিয়ে
তোমাকে লক্ষ্য ক'রে চ'লছে—
সীমাকে ছেদ ক'রে

সঙ্কীর্ণ ক'রে
সর্ব্বনাশে আত্মসমর্পণ করাতে। ৩৫৫।

আমরা পারি না—তা' কেন ?
যখন দেখছ—
ভাল কিছু পার না,
মন্দটাই পার,
মন্দ কিছুতে তোমাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রতে হ'চ্ছে না,
কিন্তু লোভের ছিটেফোঁটাতেই
মন্দ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে,—
তুমি বুঝে নিও—
তুমি মন্দেরই অভিযাত্রী ;
আবার, যখন দেখছ—
কোন ভালতে প্রবৃত্তি হয়
কোন মন্দতেও প্রবৃত্তি হয়,
কিন্তু আয়ত্তীকরণের শক্তি তোমার নেই,
তখনই বুঝে নিও—
তোমার সাম্য-বিভূতি ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে,
প্রবৃত্তিই তোমার নায়ক ;
আর, প্রবৃত্তি যখন
নায়ক হ'য়ে উঠেছে তোমার ভিতরে,
তখনই তা'র তাৎপর্য্যগুলিও নিয়ে এসেছে—
মান-অপমান-অহঙ্কার-অশ্রদ্ধা
ইত্যাদি যা'ই বল,
কুপ্রবৃত্তি-কুৎসিত অনুচলন—
যা'ই বল না কেন ;
আর, যখন তোমার
ভালতেও মন আছে,
মন্দতেও মন আছে,—

সব ভালই তোমার ভাল লাগে না,
সব মন্দও তোমার মন্দ লাগে না,
কিন্তু তোমার খানিকটা আয়ত্তীকরণ-শক্তি আছে,
প্রবৃত্তি তোমাকে একচেটিয়া ক'রে ফেলেনি,
তখনই বুঝো—
তোমার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ,
তুমি কিছুটা সাম্যে আছে ;
আর, যখন ভাল ছাড়া
আর কিছু ভাল লাগে না,—
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের অধিকারী হ'য়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার কৃতিধ্বজী হ'য়ে উঠছ ;
ব্যতিক্রম কী—
তা' যদি বুঝে থাক,—
তোমাকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না,
উঠবেই—
মানই বল,
অপমানই বল,
ভর্ৎসনাই বল,
অশ্রদ্ধাই বল,—
যা' তোমাকে ব্যাহত ক'রে তোলে—
তা' অতিক্রম ক'রে ;
দেখবে,
তোমার নিষ্ঠানিবিষ্টতা
প্রতি মুহূর্ত্তেই
কেমন উদ্দীপনা নিয়ে
সেই দিকেই ঢ'লে প'ড়বে ;
তুমি জান বা না জান
ব'লে উঠবে—
'দুনিয়ার ধারণপালনী সম্বেগ !
তুমি কোথায় আছ ?

দেখা দাও,
আমার কাছে এস,
আমাকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
আমার কৃতিকে
জাগ্রত ক'রে তোল,
আমি যেন তোমাকে
বিস্ফারিত ক'রে দেখতে পারি' ;
দুর্দ্দশার ভয়বিহ্বল চক্ষু
আর তোমার থাকবে না,
ক্রমে-ক্রমেই সব দশাকেই
সুদশাতে পর্য্যবসিত ক'রে তুলতে পারবে ;
অদূরেই দেখ,
আশাদেবী স্মিত সন্দীপনায়
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে—
বরাভয় নিয়ে। ৩৫৬।

যখনই দেখছ—
তোমার আচার্য্যই বল
আর শ্রেয়ই বল,
তাঁরা বা তাঁদের কেউ তোমার প্রতি
স্তোতন-আপ্যায়নী বাক্য ও ব্যবহার নিয়ে চ'লেছেন—
স্নেহল সমীচীন ভাবগুলিকে
খানিকটা খর্ব্ব ক'রেও,—
এক-কথায়, তোমার চালচলন, হাবভাব ইত্যাদিকে
যমন বা নিয়মনায়
বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রণ না ক'রেও,—
বুঝে নিও—
তোমার শ্রদ্ধানুরঞ্জিত ব্যক্তিত্ব
তখনও অনেকখানি খাঁকতি-চলনেই চ'লেছে ;
অস্মিতাকে অবলম্বন ক'রে

প্রবৃত্তিগুলি তোমাতে
অপরিহার্য্য প্রবণতার সৃষ্টি ক'রে
দাম্ভিক আত্মম্ভরি দীপনায়
আবেগ-উচ্ছল তখনও ;
তাই, তোমার শ্রদ্ধানুগ আগ্রহ
ঐ আচার্য্যে বা শ্রেয়ে
সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,
তাই, তোমার উপর আস্থাও কম ;
তাঁ'র বা তাঁ'দের যথেচ্ছ ব্যবহার
তুমি সহ্য ক'রতে পারবে কিনা—
তখনও তা' সন্দেহের,
সেইজন্য ভৎ'সনার কটু-সংঘাতে
শাসন-নিয়মনায়—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তোমাকে সুক্রিয় তৎপরতায় বিন্যস্ত করাও
সম্ভব হ'য়ে উঠছে না ;
তুমি যতদিন জীবনে
তাঁ'কেই সর্ব্বতোভাবে মুখ্য ক'রে না তুলছ,
তোমার জীবনে উদয়নী-গতিও
ততদিন মন্থর কিন্তু,
ইষ্টার্থ-ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে আলিঙ্গন ক'রে
প্রীতি-চলনে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
বিহিতভাবে যোগ্যতার আহরণে
করার উপযুক্ত হ'য়ে ওঠনি
তুমি তখনও ;
এই যতদিন না হ'চ্ছে—
মন্থর ও ব্যর্থ কৃতার্থতার গণ্ডীকে এড়িয়ে
অবাধ উধাও উদয়নী-পন্থায়
সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়
নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে
উপচয়ী বর্দ্ধনায় চ'লবার

দিন তখনও আসেনি তোমার ;
ফলকথা, তোমার অহংপ্রবুদ্ধ প্রবৃত্তির
সর্পিল গতি যতক্ষণ
তাঁ'র একটু ইঙ্গিতেই
নিরুদ্ধ ক'রতে না পারছ—
বিনীত অনুগতি নিয়ে,—
বুঝে নিও, তোমার শ্রদ্ধার আতিশয্য
প্রবৃত্তিগুলিকে প্রভাবান্বিত ক'রে
তুলতে পারেনি তখনও ;
শ্রদ্ধা বা প্রীতির লক্ষণই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধেয়ের বা প্রিয়ের সত্তাপোষণী যা'
প্রিয় যা',
তা'র অনুকূল যা',
সহজ প্রীতি ও অনুকম্পায়
তা'কে অচ্যুত সক্রিয়তায় আঁকড়ে ধরা,
ও প্রতিকূল যা'
তা'কে বর্জ্জন করা ;
এমন-কি, কেউ যদি
তা'র নিজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হ'য়েও
তা'র প্রিয় বা শ্রদ্ধাপাত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়,
তাহ'লে সে স্বতঃই
ঐ তা'র প্রতি মৈত্রীযুক্ত হ'য়ে ওঠে—
সেবাপ্রসন্ন দরদী অনুকম্পা নিয়ে ;
এ যা'র যত সহজ,
তা'র অন্তরে শ্রদ্ধার আধিপত্যও তত প্রবল ;
নিজেকে বিশ্লেষণ কর,
দেখ—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী সশ্রদ্ধ চলনে
তাঁ'রই চর্য্যানিরত হও,
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোল। ৩৫৭।

তোমার জীবনচলনার অধিগমন
যেখানেই নিবৃত্ত হ'য়ে পড়ল,—
তোমার যম বা শমন—
তা'র উদ্ভব হ'তে লাগল
সেখান থেকেই,
ক্রমে-ক্রমে
বিশীর্ণ হ'তে লাগলে—
অন্তর্জগতে যেমনতর
বহির্জগৎ বা শারীর-জগতেও তেমনতর ;
তোমার অধিস্থিতির উদ্দাম চলন,
ধৃতিচেতনার উন্মীলিত চক্ষু,
জ্ঞানভাণ্ডারের বাস্তব সমীক্ষা
ও বস্তুগত বিনায়নী তাৎপর্য্য
সবই কিন্তু ক্রমে-ক্রমে
শিথিল হ'য়ে উঠতে লাগল,
ফলে, তোমার ধৃতি-আচরণ,
ধৃতি-তপ,
তেমনতরভাবে নিবৃত্তিতে
অস্তমিত হ'য়ে উঠল,
তুমি যা'-কিছু সম্পদ্ অর্জ্জন ক'রেছিলে—
এই সাত্বত জীবনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে,—
সেগুলি অবসাদদুষ্ট হ'তে লাগল,
একটু-একটু ক'রে তিলে-তিলে
হারাতে লাগলে তোমার সম্বৃদ্ধি,
নিবারিত ক'রে তুললে
তোমার উর্জ্জয়িনী অনুচলন,
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগসিদ্ধ শ্রমপ্রিয়তা
ক্রমেই ভ্রান্তি-মরীচিকায় নিবিষ্ট হ'য়ে
পেছন থেকে চেপে ধ'রতে লাগল,
ক্ষমতার অভিদীপনা অমনি ক'রেই
ভাটার পথে

নিবৃত্তির অশিষ্ট ধিক্কারে
আত্মমর্য্যাদার অবসন্নতায়
ক্রমশঃ বিকার-বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ;
তখন কিন্তু শমন এল—
ঐ ব্যক্তিত্বের ফুরিয়ে যাওয়ার
বিপদ্-সংকেত দিতে-দিতে ;
প্রকৃতি ব'লতে লাগল—
তুমি সাবধান হও,
অবধান কর,
নিজেকে জীবনে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল ;
তুমি পারলে না !
অবসাদ ভরপুর হ'য়ে উঠতে লাগল
তোমার সত্তায় ;
এমনি ক'রে ক্রমে-ক্রমে
ফুরিয়ে যেতে লাগলে তুমি ;
এই ফুরিয়ে যাওয়া—
এই পশ্চাৎ-অপসরণই হ'চ্ছে যমপ্রভাব ;
আমি বলি—
পার তো বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও,—
কর,—
তোমার কঙ্কাল নিয়ে চ'লতে থাক ;
এগিয়ে চল—
আরো, আরো, আরোর পথে—
যমকে অতিক্রম ক'রে,
নিয়মকে অবলম্বন ক'রে,
সত্তা-আসনে সংস্থিত হ'য়ে,
আচারকে অবলম্বন ক'রে,
প্রতি-প্রত্যেকে ধৃতিপূজার পূজারী হ'য়ে ;
দেখ না একটু চেষ্টা ক'রে,—
এই চেষ্টার ভিতর-দিয়ে
যদি অমরতাকে স্পর্শ ক'রতে পার,

অমৃতকে স্পর্শ ক'রতে পার ;
মাঙ্গল্য-অভিদীপনার
পারিজাত-নন্দনা
তোমার জীবনীয় দ্যোতন-বিভব হ'য়ে উঠুক ;
যিনি সব যা'-কিছুর জীবন-সম্বেগ—
তাঁ'র কাছে প্রার্থনা কর,
আমিও করি,
অশেষ চেতনদীপনায়—
ভক্তির আসনে
জ্ঞানকে উপভোগ ক'রতে-ক'রতে
অমৃতস্নাত হ'য়ে ওঠ তুমি । ৩৫৮ ।

তুমি স্বার্থপর হবে কেন ?
অন্যের স্বার্থে
অনুকম্পাশীল
পোষণ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
না চলারই বা তাৎপর্য্য কী ?
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার স্বার্থ
পরিচর্য্যী পদ্ধতি নিয়ে
চ'লে আসেনি তোমার কাছে
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে,—
যে-পরিবেশ ও পরিস্থিতির
প্রতিটি ব্যষ্টি
তোমার স্বার্থানুপোষক
সত্তানুকম্পী কেন্দ্র ;
প্রতিটি ব্যষ্টিকে পরিচর্য্যায়
সুপরিপুষ্ট ক'রে তুলবার অনুকম্পা
তোমাকে সম্বৃদ্ধিপর ক'রে তুলবে কেন ?—
কারণ,
তা'তে তা'দের তৃপ্তি,

কারণ, তা'রা কৃতার্থ হয় তোমাকে দিয়ে,
আর, তুমি যখন তা'দের কিছু দাও,
তুমি ভালবেসে দাও ব'লেই তা'রা নেয়,
আবার, তা'দের ঐ নেওয়া
যা'তে কতগুণ দেওয়ায়
তোমাকে
তোমার স্বার্থকে
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে—
তা'তেই তো তা'দের সার্থকতা,
—যে-সার্থকতা
তোমাতে উপ্‌চে উঠে
তোমাকে বিভূতি-সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তাই, পরপোষকতায় কৃপণ হ'য়ে
আত্মপোষণে কি উদার হওয়া যায় ?
তা' যায় না ;
সেজন্য—স্বার্থপর হওয়া
কৃপণ হওয়া
লোকসান-অপটু হওয়ার অগ্রদূত ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তুমি যদি বেকুব হও,
স্বার্থপরতা নিয়েই যদি মেতে থাক,—
পরার্থকে অবহেলা ক'রে,
যে-প্রকৃতি
পরিস্থিতিকে পরিপালন ক'রছে,
তোমাকেও সে পরিপালন ক'রছে—
ঐ প্রকৃতিকে
পোষণ-প্রবৃত্তি নিয়ে
যদি পরিচর্য্যা না কর—
পূজা না কর—
দেখো—
কিছুতেই তুমি সুপুষ্ট হ'তে পারবে না,

তুমি যদি তা'দের পর্ষ্টি না জোগাও—
তা'রা কী ক'রে তোমার পর্ষ্টি জোগাবে ?
তাই, অনুকম্পাহারা স্বার্থপরতা
লোকসান ছাড়া আর কিছুই নয়কো । ৩৫৯ ।

যেখানেই যাও—
আর, আলোচনা, আচার-ব্যবহার
যা'ই কর না যা'র সাথে—
তা' যেন বিনয়-অন্বিত হয়,
আত্মম্ভরি শ্লাঘ্যম্মন্যতার
ছায়াও যেন সেখানে থাকে না,
শিষ্ট সম্বেদনায় আন্তরিকতা নিয়ে
যেন মানুষ তোমাকে
গ্রহণ ক'রতে থাকে ;
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
উর্জ্জনাদীপ্ত আন্তরিক অভিসারণা নিয়ে
তা'দের সাথে
আলাপ-আলোচনা যা'ই কর না—
অনুচর্য্যী উদ্দীপনা নিয়ে সেগুলি ক'রো—
আচার-ব্যবহারকে
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে ;
ঐ আত্মম্ভরি শ্লাঘ্যম্মন্যতা
তোমার ঐ চালচলন
আচার-ব্যবহার-কথাবার্ত্তায় যদি থাকে—
মানুষ তোমাকে গ্রহণ ক'রতে
সমীহ ক'রবে,
তুমি তা'দের
হৃদয়ের মানুষ হ'তে পারবে না,
আত্মম্ভরি ব্যর্থতার

বিপন্ন নিবেশ নিয়েই
তোমাকে ফিরতে হবে;
তাই বলি—
তোমার চালচলন যা'-কিছু সব
বিনয়-অন্বিত হ'য়ে উঠুক,
শ্লাঘ্যম্মন্যতা যেন তা'র
আনাচে-কানাচে না থাকে,
বান্ধবতার বিনয়ী উদ্দীপনায়
তা'রা যেন তোমাকে
আলিঙ্গন ক'রে সার্থক হয়,
তুমি তা'দেরও 'তুমি' হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনী অনুনয়ে
ঊর্জ্জনা-তাৎপর্য্যে
তা'দের ব্যক্তিত্বের শিষ্ট বন্ধনে
প্রীতি-অনুকম্পায়
পরিচর্য্যী সমাদরে
তা'দিগকে আদৃত ক'রে তোল,
আকৃষ্ট ক'রে তোল;
অস্খলিত প্রীতিবন্ধনে
শুভ-সন্দীপনায়
তা'দের হৃদয় যেন
তোমাতেই নিবদ্ধ হ'য়ে থাকে,
তা'রা যেন তোমার সম্পদ্ হ'য়ে ওঠে। ৩৬০।

কা'রও-কা'রও অন্তরে
বোধদীপনা ও প্রবৃত্তি
এমনতর কুৎসিৎ ও নোংরা থাকে—
ব্যতিক্রমী ঝোঁক নিয়ে
নিজের অভিমান ও আত্মম্ভরিতাকে কেন্দ্র ক'রে
স্বার্থলোলুপ তৎপরতায়—

যা'তে তা'র যদি কেউ ভালও ক'রে,
সে ভালটাও
সে কুৎসিত চক্ষেই দেখে থাকে,
ও কুৎসিত-কর্ম্মলিপ্ত হ'য়ে
সে তা'র স্বার্থসিদ্ধিতেই
তৎপর হ'য়ে চলে ;
নিষ্ঠারাগ, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
সব সময়েই
স্খলনশীল হ'য়ে চলে,
সংযমন ও বিনায়ন
যেন তা'র পক্ষে
একটা মুশকিলেরই ব্যাপার ;
কোনদিন যদি
কা'রও সাথে তা'র ঝগড়া হয়,
আর, তা'তে সে যদি অসৎকর্ম্মও করে,
তা'র সমর্থন ক'রে সে
নিজের ধাঁচমত চ'লতে থাকে ;
এইসব লক্ষণ একটু দেখলেই
বা বুঝতে পারলেই
বিহিত সাবধানতা নিয়ে চ'লো,—
তা'র ঐ দুর্জ্জয় অভিদীপনাকে লক্ষ্য ক'রে
সাবধানী আত্মনিয়মনায় ;
এমনতরই ফাঁক সৃষ্টি ক'রে রেখো—
যা'তে সে তোমাকে তা'র
যতটুকুই আপন বোধ করুক না কেন
খারাপ কিছু ক'রতে না পারে—
এমনতরভাবে,
দূর হ'তে অন্যের
অভিসারিণী অনুনয়নে
যতটুকু সম্ভব হয়—
তা'র ভাল ক'রো,

যদিও তা'র ভাল করাও কঠিনই কিন্তু,
কারণ, ভাল করাকেই
সে কুৎসিত বিবেচনা করে—
অবৈধ ব্যতিক্রম-বোধনায় ;
আর, এগুলি হয় প্রায়ই
পুরুষানুক্রমে
ব্যতিক্রম ও ব্যভিচারদুষ্ট
কুৎসিত সংস্রবের ভিতর-দিয়ে ;
বিশেষ সাবধানে বিহিতভাবে চ'লো—
প্রস্তুতি-সন্দীপ্ত
বোধবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে ;
দেখ—
কী হয় ? ৩৬১ ।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য্য—
এ সব মানুষেরই আছে,
মানুষ কেন—
জন্তু-জানোয়ারদেরও আছে ;
সাধারণতঃ এগুলিকে প্রবৃত্তি ব'লে থাকে,
অনিয়ন্ত্রিত ঐ প্রবৃত্তিগুলি
মানুষকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে—
তা'দের প্রাধান্য বিস্তার ক'রে
শরীর ও মনের উপর,
এমন হ'য়ে পড়ে এই ক'রতে-ক'রতে—
যা'তে এদের ছাড়া
যেন কোন উপায়ই থাকে না তা'দের ;
আমি বলি,
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর—
বিন্যাস-তাৎপর্য্যে
অনুশীলনী উদ্দীপনায় ;

যেখানে ঐ প্রবৃত্তিগুলির
কা'কেও ব্যবহার ক'রতে হয়,
সেখানে তা'কে এমনভাবে ব্যবহার ক'রবে—
শিষ্ট সম্বেদনায়
সুষ্ঠু তাৎপর্য্যে,
যা'তে তা'র ফলে
প্রতিপ্রত্যেকেই
তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তেমনি দীপ্তও হ'য়ে ওঠে—
সাত্ত্বিক সম্বেদনা নিয়ে ;
যখনই যে-প্রবৃত্তি আসুক না কেন—
তা'র আয়ত্তীকরণ অভ্যাস ক'রতে গেলে
তোমার অন্তরে
সেই প্রবৃত্তির ধূর্ত্ত সম্বেগ
যা'তে তোমার প্রতি
আধিপত্য বিস্তার ক'রতে না পারে
তেমনি সাবধান সতর্কতার সহিত
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
আর, সেগুলি অশিষ্ট হ'তে না পারে যা'তে
সেজন্য
অন্য কোন শুভ-বিষয়ের চিন্তায়
ভাবদীপনায়
নিজেকে সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
ঐ ভাবাবেগের সুশৃঙ্খল তৎপরতা
কোনপ্রকার দুষ্ট-ব্যতিক্রম
সৃষ্টি না ক'রে
শিষ্ট সম্বেদনায়
সবাইকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
সদ্ভাব-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ;
এমনতর অভ্যাস ক'রতে-ক'রতেই
দেখতে পাবে—

তোমার ঐগুলি করায়ত্ত হ'চ্ছে,
তা'দের উত্তেজনায় তুমি চ'লবে না,
তোমার বিবেকী অনুনয়ন
শিষ্ট অভিসারে
তা'দিগকে যেমনতর নিয়ন্ত্রিত ক'রবে—
তা'রা তেমনি তোমার
হাতের পুতুল হ'য়ে উঠবে ;
ন্যায়নিষ্ঠ
সুষ্ঠু সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে অমনতর ব্যবহার কর,
তুমিও সার্থক হ'বে,
তোমার পরিবার-পরিবেশ
বন্ধু-বান্ধব
আত্মীয়-স্বজন—
তা'রাও
সার্থক সন্দীপনায়
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে ;
এই অভিনন্দনী তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
তুমি ওগুলিকে প্রয়োগ বা বিনিয়োগ
কোথায় কেমন ক'রেছ—
কী আচার-ব্যবহার, ভাষার ভিতর-দিয়ে
তা'রই নমুনাকে ইঙ্গিত ক'রবে ;
এমনি আরো-আরোর তালে
তা'দিগকে মিষ্ট ক'রে তোল,
শিষ্ট ক'রে তোল,
সুষ্ঠু ক'রে তোল,
সুন্দর সমাবেশে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
এমনি ক'রেই
প্রবৃত্তিগুলির অধীশ হ'য়ে ওঠ,
অধীন হ'তে যেও না ;

শুধু ঐ প্রবৃত্তি কেন—
অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিও
ঐ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,—
যা'তে তুমি
শিষ্ট সুষ্ঠু সুন্দর মানুষ হ'য়ে
মানুষের হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠতে পার ;
তবে তো !
নইলে কিন্তু
ঐ প্রবৃত্তি-প্ররোচিত তুমি
তোমার ব্যক্তিত্বকে খান-খান ক'রে
ভেঙ্গে-চুরে
বিকৃতির আঁস্তাকুড় ক'রে তুলবে ;
তাই, সাবধান হও,
সুন্দর শিষ্ট অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে ওঠ,
তৃপ্তির তর্পণ-নন্দনা
তোমাকে উৎসবনন্দিত ক'রে তুলুক—
উল্লোল উর্জ্জনায়। ৩৬২।

ষড়রিপু মানে—
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য,
আবার, মাৎসর্য্য মানেই
আত্মম্ভরি অহঙ্কার,
রিপুগুলি
ঐ মাৎসর্য্যকে লোপাট ক'রে দিয়ে
বহু অহঙ্কারের সৃষ্টি ক'রে ফেলে,
কেউ কা'রো নিয়ন্ত্রণে থাকে না,
নিষ্ঠানিবিষ্ট অন্তঃকরণে
এই সবগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
সন্দীপ্ত সুঠামে

কোনকিছুকে বিবেচনা করাই
কঠিন হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেক প্রবৃত্তির
প্রত্যেক চাহিদাগুলিতে লোলুপ হ'য়ে
নিজেকে
তজ্জাতীয় উৎসর্জ্জনায় আত্মনিয়োগ ক'রে ;
সাত্বত পরিচর্য্যা
তা'দের হ'তে সুদূরেই চ'লে যায়,
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
সুসন্দীপনী তপ-আগ্রহ
বিক্ষুব্ধভাবে বিশ্লেষিত হ'য়ে
আত্মহারা পাগলের মত
যেমন-তেমন ক'রে বেড়ায় ;
ফলে, ব্যক্তিত্ব হয় দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত—
তা' আচার-ব্যবহার, চালচলন যা'-কিছুতে,
এসবগুলির ভিতর
কোন সামঞ্জস্য বজায় থাকে না,
একটা প্রবৃত্তি
অন্য প্রবৃত্তিকে সাহায্য করে না,
অনেক সময়েই দেখা যায়—
এই সাহায্যে তা'রা গররাজী বুঝি ;
তাই, যদি ব্যক্তিত্বকে সুঠামই ক'রতে চাও—
নিষ্ঠানিপুণ নিবিষ্টতায়
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগকে
সজাগ রেখে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
লালসা-উদ্দীপনী তর্পণায়
প্রত্যেককে ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে
তাঁকেই জীবনকেন্দ্র ক'রে নাও ;
আর, ঐ জীবনকেন্দ্র করা মানেই—

সত্তার কেন্দ্র ক'রে নেওয়া ;
বিধিবিনায়নী আচারনিষ্ঠা
কুলাচারের শুভ-মর্য্যাদা—
কৃতিসম্বেদনী অনুনয়নে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
দরদী পরিচর্য্যী পরিবেষণে
লোকস্বস্তির কেন্দ্র হ'য়ে ওঠ,—

যে-স্বস্তি
ইষ্টার্থকে আপূরিত ক'রে তোলে,
তা'তে বোধবিবেকের দূরদৃষ্টিও
ক্রমশঃ ফুটতে থাকবে ;

এমনি ক'রেই
ব্যক্তিত্বকে সুসংযত ক'রে ফেল—
সুসঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ অনুবেদনায়,
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ুক তোমার ব্যক্তিত্ব
সবারই অন্তঃকরণে—
আচার-ব্যবহার, দরদী পরিচর্য্যা নিয়ে,
সব-রকমে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়—
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে,
মানুষের মূর্ত্ত-মঙ্গল হ'য়ে ওঠ—
সাত্বত কেন্দ্রকে
নিবিষ্ট সন্দীপনায় সুদক্ষ রেখে,
আর, তা'ই হো'ক—
ইষ্টপূজার পরম উপকরণ তোমার,
সার্থকতা ভরপুর হ'য়ে চলুক । ৩৬৩ ।

সাত্বত-বিধিব্যতিক্রমী অনুচলন নিয়ে
যা'রা নিজেরাই
সত্তাকে ভেঙ্গে ফেলে
সম্বৃদ্ধির লালসায়

সঙ্কোচনী তাৎপর্য্য নিয়ে
ব্যতিক্রমদুষ্ট অনুচলনে,—
তা'রা সর্ব্বনাশের দিকেই এগিয়ে চলে ;
নিজের ঐতিহ্য, প্রথা, কুলাচার
ও ধৃতি-আচরণকে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
অস্খলিত রেখে চ'লতে থাক ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লে
তা' তোমাকে বীভৎস ক'রে তুলবে কিন্তু,
ক্রমহারা সন্দীপনায় বিলোল হ'য়ে
দুর্ব্বার বিচ্ছিন্নতায় যদি পদক্ষেপ কর—
তা' তোমার অস্তিত্বকেই
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ;
ইষ্ট-অনুশাসনে শাসিত হ'য়ে
সত্তাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে তোল,
সংস্কৃতিকে ঊর্জ্জী ক'রে তোল,
ব্যবহারকে সম্মান-সন্দীপনী ক'রে তোল,
বোধকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে রাখ,
আর, সব যা'-কিছুর কেন্দ্র হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টনিষ্ঠা, রাগদীপ্ত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
শ্রমসুখপ্রিয়তার তাৎপর্য্য নিয়ে ;
সুখী হও, সুখী কর,
আবার বলি—সুখী কর ও সুখী হও,
আর, করাই হওয়ার জননী । ৩৬৪ ।

ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত থাক—
অস্খলিত অনুরাগ নিয়ে,
প্রবৃত্তি যা'-কিছু আছে—
অর্থাৎ, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য
যা'-কিছু আছে—
সেগুলিকে যদি ব্যবহার ক'রতেই হয়,—
বৈধী স্পন্দনশীল

শিষ্ট রাগদীপ্ত প্রীতি-উচ্ছল মঙ্গলপ্রসূ ক'রে
তা'দের ব্যবহার ক'রো—
যদি পার,
না পার যদি—
তাহ'লে মনে রেখো,
তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি
কা'রো অমঙ্গল না আনে,
নষ্ট না আনে কা'রো,
ভোগবিলাসে যেন অন্ধ ক'রে না রাখে ;
তৃপ্তির উল্লাস-উদ্বেলিত
সাত্বত সুরদীপনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোল,
আর, ঐ বিনায়ন দিয়ে
বিনায়নসিদ্ধ প্রবৃত্তি দিয়ে
বা অনুরাগ দিয়ে
তোমার জীবনকে
প্রতিটি ব্যক্তির মাঙ্গলিক হোম-আহুতি ক'রে তোল,
অন্তরীক্ষ উদ্দাম উল্লাসে ব'লে উঠুক—
স্বস্তি ! স্বস্তি !! স্বস্তি !!! ৩৬৫ ।

পরাবর-পুরুষ শ্রদ্ধাময়,

যা'তে তোমার শ্রদ্ধা—

তুমি তা'ই।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১। অস্তিত্বের শত্রু রিপু।

২। অসৎ-এর চরিত্রগত লক্ষণ।

৩। ধর্ম্মকে বিকৃত করা শাতনেরই কারসাজি।

৪। লোভ ক'রবে না কিসে?

৫। সৎ যা'-কিছু হাতে-কলমে কর, —গ্রহ মানেই গ্রহণ।

৬। আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম কে?

৭। প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট প্রণয়ে প'ড়ো না।

৮। অসৎ-ভাবে ফুসলানোর দিকদারি—

৯। শ্রেষ্ঠ-প্রস্বস্তির বাহানায় যা'রা তাঁকে শোষণ করে তা'রা শাতন-বুদ্ধিসম্পন্ন।

১০। সৎ-অভিভূতি ও অসৎ-অভিভূতি।

১১। পরশ্রীকাতরতা।

১২। দুর্ভাগ্যের দুষ্ট-আশীর্ব্বাদ।

১৩। শাতন-প্রবৃত্তি দমনে হিংসা-নিরোধী ব্যবস্থিতি।

১৪। ফাঁকিবাজি মানে—।

১৫। ঠগ্‌বাজি ক'রে ঠিক হ'তে যেও না।

১৬। ঠগ্‌বাজী-স্বার্থের আনাগোনা।

১৭। আত্মপ্রবঞ্চনার কল্পনাতেই নিজেকে দুনিয়াকেও ঠকাবে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৮। দাগাবাজির উদ্দেশ্য বেঘোরে পড়া।

১৯। মূঢ়-বিজ্ঞতার বসবাস।

২০। মিথ্যাচারের পরিণাম।

২১। ফাঁকিবাজিকে পরিহার কর।

২২। স্তেয়বৃত্তি।

২৩। যদি ঠগ্‌বাজ হ'য়ে উঠতে না চাও।

২৪। শাতন ও ঠগ্‌বাজি।

২৫। ঘুষ নিলে।

২৬। গণ-স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রলোভন ফাঁকির অধিকারীই ক'রে তোলে।

২৭। দ্বন্দ্বীবৃত্তির কারসাজী।

২৮। দ্বন্দ্বীবৃত্তির সর্ব্বনাশা অভিযান

২৯। কুটিল অন্তঃকরণ।

৩০। কাঁচা-আমির দুর্দ্দৈব।

৩১। শয়তানের আশ্রয়ান্বিত ক'রে তোলে—কী?

৩২। আত্মনিবেদনের নামে আত্ম-জাহিরের ঝোঁক পরিণামে ব্যর্থতাই নিয়ে আসে।

৩৩। আত্মসেবা নিয়ে ব্যস্ত যা'রা তা'দের বোধবিকাশ হওয়া কঠিন।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩৪। বিলাসিতা সুকেন্দ্রিকতাকে শ্লথ ক'রে দেয়।
৩৫। পাতিত্যের আগমন।
৩৬। প্রেষ্ঠের চেয়ে অন্য-কিছুতে অধিক উচ্ছল-আবেগী হ'লে।
৩৭। অশ্রেয় উদাহরণ দেখে লুব্ধ হ'য়ো না।
৩৮। মূর্খতার ইন্ধন।
৩৯। বৃত্তি-পরামৃষ্ট কে ?
৪০। সত্তানুস্যূত-জীবনমর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিই বাদের স্রষ্টা।
৪১। ক্ষোভকে নিরসন না ক'রলে নিস্তারের পথ রুদ্ধ হবে।
৪২। প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে সতর্ক ও প্রার্থনানিরত থেকো।
৪৩। অসূয়াবুদ্ধির ক্রিয়া।
৪৪। দুর্দ্দশাগ্রস্তকে দোষী সাব্যস্ত করা দুষ্টবুদ্ধিরই পরিচায়ক।
৪৫। জীবনকে ব্যর্থ করার দুষ্ট অভিচার।
৪৬। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ের ব্যবহার।
৪৭। দুষ্ট মন থেকে সাবধান।
৪৮। দুষ্কর্ম্মের কারসাজী ও তা'র হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়।
৪৯। অপকর্ম্ম ও জীবনধারা।
৫০। ব্যতিক্রম যদি কর।
৫১। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'লে ধ্বংস অনিবার্য্য।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৫২। ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্যকে বিশ্লিষ্ট ক'রো না।
৫৩। মিথ্যা কী ?
৫৪। নরকের আগমনী।
৫৫। শয়তানের কাছে লোপাট হ'য়ে যেও না।
৫৬। বিরক্ত হ'য়ে মানুষ যা' করে তা'ই তা'র অন্তরের পরিচয়।
৫৭। ষড়রিপুর প্রযোজনা।
৫৮। রিপুর ব্যবহার।
৫৯। প্রবৃত্তি-পরামৃষ্টদের উদ্ধারে।
৬০। দোষদৃষ্টি শুভ-ইচ্ছাকে আমন্ত্রণ করে না।
৬১। মহাপুরুষদের নিন্দা ক'রো না।
৬২। শ্রেয়নিন্দুকদের আশ্রয় দেওয়া বা নেওয়া নিরাশ্রয় হওয়ারই উপক্রমণিকা।
৬৩। কা'রও প্রিয়কে অবজ্ঞা ক'রলে।
৬৪। সমাবর্ত্তন-সন্দীপনাকে ঘৃণা ক'রো না।
৬৫। প্রশ্রয়ের অন্যায্যতা-সম্বন্ধে মুখর হয় কা'রা ?
৬৬। পরিশুদ্ধিহারা দোষদৃষ্টি থাকলে—।
৬৭। তোমার প্রতি অপরের নিন্দা আপনিই ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে কখন ?
৬৮। অন্যায়কারীকে নিছক নিন্দা করার ফল।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৬৯। পরনিন্দায় কলঙ্ক-ক্লিস্ট ব্যক্তিত্ব।
৭০। দোষ-নিরাকরণী সমালোচনাই শ্রেয়।
৭১। নিজের অপারগতার জন্য অপরকে দোষারোপ ক'রো না।
৭২। শুধু অসন্তুষ্ট হ'য়ে কা'রও নিন্দা বা অপবাদ রটিয়ে চলা ঘৃণ্য প্রকৃতিরই লক্ষণ।
৭৩। কা'রও নিন্দা ক'রতে গেলে।
৭৪। কোথাও নিন্দা ক'রতে হ'লে।
৭৫। কা'রও নিন্দাবাদে তোমার করণীয়।
৭৬। কা'রও সম্বন্ধে আড়ালেও কিছু ব'লতে গেলে।
৭৭। কাউকে দোষারোপ ক'রে সহ-যোগিতা পাওয়ার আশা ব্যর্থ।
৭৮। পরনিন্দুকদের চিনতে না পারা মানে।
৭৯। হিতপ্রসূ যা' তা'র নিন্দা জীবন ও আয়ু হ'তে বঞ্চিত হওয়ার সোপান।
৮০। অপনোদন না ক'রে কা'রও দোষের জন্য তা'কে নিন্দা বা অবজ্ঞা ক'রলে নিজেই ঠ'কবে।
৮১। শুধু কুৎসিত সমালোচনা না ক'রে অন্যের শুভও খুঁজে বের কর।
৮২। মনগড়া ধারণা-সঞ্জাত কুৎসিত সমালোচনার ফল।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৮৩। শ্রেয়-নিন্দুকের আন্তরিক বিনায়না কুৎসিতই হ'য়ে থাকে।
৮৪। নিজের দোষ সংশোধন না ক'রে শুধু পরের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে যেও না।
৮৫। কেউ যদি তোমার নিন্দা করে।
৮৬। তোমার উপকারীও যদি তোমার ইষ্টনিন্দুক হয়।
৮৭। দোষদর্শন ও তা'র কুফল।
৮৮। না-জেনে দোষারোপ ক'রো না।
৮৯। যা'রা শুধু পরের মন্দ দিক্‌টা নিয়েই মাথা ঘামায়।
৯০। তাচ্ছিল্য ও অবিবেকী অনুচলন—।
৯১। বিহ্বল অনুচলনের পরম-ঐশ্বর্য্য।
৯২। ছন্নতার বাসাবাড়ী।
৯৩। যদৃচ্ছা চলনের পরিণাম।
৯৪। হীনম্মন্যতা ও গর্ব্বেপ্সা বিকেন্দ্রিকতারই সহচর।
৯৫। দুর্ভাগ্য-আমন্ত্রী আনতি।
৯৬। ছন্নতার উৎস ও সুস্থতা।
৯৭। হীনম্মন্যতা ও দাম্ভিক গর্ব্বেপ্সার উদ্ভব কিসে?
৯৮। দাস-মনোবৃত্তির পরিহাস।
৯৯। গর্ব্বেপ্সা কী পারে আর কী পারে না?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১০০। উচ্ছৃঙ্খল গর্ব্বপ্রসূ বদান্যতা বা ঔদার্য্যের প্রতিক্রিয়া।
১০১। অহংরাগ ও বিরোধ।
১০২। আত্মম্ভরি অহঙ্কারই পাগলামির প্রথম ধাপ।
১০৩। অহং-এর উদ্ভব ও অহঙ্কার।
১০৪। অহঙ্কার ক'রো না, কিন্তু প্রত্যয়ের জেল্লা থাকুক।
১০৫। অহং-এর হাত থেকে রক্ষার উপায়।
১০৬। প্রবৃত্তিপোষণী অহং ও সত্তা-পোষণী সম্পদ্।
১০৭। শ্রেয়ানুরাগবিহীন জীবনের চলনাই হয় বিচ্ছিন্ন।
১০৮। পাপের প্রশ্রয়েই শ্রেয়চর্য্যা পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে।
১০৯। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ভাঁওতা কখন?
১১০। পাপকে পুষ্ট ক'রলে জীবনও দুষ্ট হবে।
১১১। পাপ-অভিভূত প্রবৃত্তি যা'দের—।
১১২। পাপ ও পাপের ক্রিয়া।
১১৩। যে-পাপ অভিজাত বংশ-মর্য্যাদাকে অবশ ক'রে তোলে, সে-পাপ নিরাকরণে সচেষ্ট থেকো।
১১৪। ইষ্ট বা শ্রেয়জনে দোষদৃষ্টি।
১১৫। মান, অভিমান ও আত্মমর্য্যাদা সার্থক হ'য়ে ওঠে কখন?
১১৬। ইষ্টের কাছে যাওয়ার বাধা।
১১৭। হ'তে হ'লে ইষ্টগর্ব্বেই গর্ব্বিত হ'য়ো।
১১৮। আমরা কখন বুঝি যে তিনি আমাদের অবজ্ঞা করছেন?
১১৯। নরকের অগ্রদূত।
১২০। আহাম্মক অহমিকা।
১২১। অভিমান ও আত্মম্ভরিতার ক্রিয়া।
১২২। অভিমানের ক্রিয়া।
১২৩। ইষ্টবর্জ্জন ক'রে অন্যকে যা'রা শ্রেয় ভাবে।
১২৪। আত্মশ্লাঘার বনামই হ'চ্ছে হীনম্মন্যতা।
১২৫। অভিমানের খেসারৎ।
১২৬। 'নরক কী মূল অভিমান'।
১২৭। অভিমান ও আত্মম্ভরিতাকে প্রশ্রয় দিও না।
১২৮। দাম্ভিক অক্ষয় বিপনীর ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ অসম্ভব।
১২৯। প্রবৃত্তিমুখর চলনে আদর্শানু-গতির বিড়ম্বনা।
১৩০। সত্তাসম্বুদ্ধ অহং-এর পাতিত্যে।
১৩১। ব্যাহত-অহং-এর লীলা।
১৩২। প্রবৃত্তি যদি শ্রেয়সেবায় নিরত হয়।
১৩৩। যদি ছন্নতার বিপর্য্যয়ে

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

নিজেকে নিঃস্ব ক'রে তুলতে না চাও।

১৩৪। গর্ব্বেপ্সু হীনম্মন্য আত্ম-প্রতিষ্ঠাই যদি তোমাদের নিয়ামক হয়—।

১৩৫। হীনম্মন্যতা ইষ্টার্থ-অন্বিত না হ'লে কখনই শুভপ্রসূ হয় না।

১৩৬। হীনম্মন্যতা জমাট যেখানে।

১৩৭। আভিজাত্যকে অবদলিত করা মানে—নিজেকে সবার কাছে ঘৃণ্য ক'রে তোলা।

১৩৮। স্বার্থসন্ধিৎসু প্ররোচনাপরবশ আত্মম্ভরিতার বিষময় পরিণাম।

১৩৯। কোন কিছু শ্রেয়ানুগ বুঝেও তা' গ্রহণ ক'রতে পারছ না—তা'র মানে।

১৪০। অহং যেখানে শাতনপ্রবৃত্তি-অভিভূত।

১৪১। শুভপ্রসূ নয় যা', কোন প্ররোচনাতেই তা' করা মানেই কুৎসিতকে আবাহন করা।

১৪২। যুক্তিজালের ধাঁধায় মিথ্যা বা অলীকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তাই, শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী যা' তা'ই গ্রহণ ক'রো।

১৪৩। প্রবৃত্তিপরিভৃত অহং মানুষকে কখন ঈশ্বরায়িত ক'রে তোলে ?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৪৪। প্রিয়বিচ্ছেদী কিছুকে অবলম্বন করা মানেই ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হওয়া।

১৪৫। স্বার্থসম্পদের অন্তরায়।

১৪৬। ব্যর্থতার পরমবান্ধব।

১৪৭। স্বার্থান্ধ অর্থ-লিপ্সু দহরম-মহরম।

১৪৮। নিরর্থক প্রার্থনা।

১৪৯। অর্থলোভ কুপিত-ভাগ্যের আমন্ত্রক।

১৫০। পারগতা অন্ধ কোথায় ?

১৫১। স্বার্থলুব্ধতা যদি ইষ্টার্থকে ব্যাহত করে।

১৫২। প্রাপ্তির প্রলোভন।

১৫৩। আত্মস্বার্থপরায়ণ যা'রা—।

১৫৪। স্বার্থসন্ধিৎসু-ইষ্টনেশা বিকৃতিরই স্রষ্টা।

১৫৫। স্বার্থসন্ধিৎসু প্রীতি-ভঙ্গিমায় কিছুই পাওয়া যায় না।

১৫৬। ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় নিজস্বার্থ-সন্ধিৎসুতা নিজের স্বার্থকেই সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে।

১৫৭। স্বার্থ বা লিপ্সার সাথে সংঘাতেই বোঝা যায় তা'র ওপর কা'র কতখানি আধিপত্য।

১৫৮। অন্তরে স্বার্থের গোঙরাণি বা

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

ইষ্টার্থের বসবাস থাকলে—।
১৫৯। হামবড়ায়ী স্বার্থান্ধ চলন।
১৬০। দুর্ধর্ষ হামবড়াই বা প্রেষ্ঠানুগতির পরিণাম।
১৬১। উৎসস্বার্থী না হ'য়ে আপনস্বার্থী হ'লে আপনস্বার্থেই বাজ পড়ে।
১৬২। প্রীতিহীন প্রত্যাশা।
১৬৩। কাউকে আপন না-ক'রে তা'র কাছে প্রাপ্তি-প্রত্যাশা পরিহাসেই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে।
১৬৪। প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ তলছাটান ও তা' থেকে নিস্তারের উপায়।
১৬৫। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ও নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ গণস্বার্থের ভয়াল পরিণাম।
১৬৬। স্বার্থপ্রত্যাশাপীড়িত প্রেষ্ঠপরিচর্য্যা দুর্ভোগেরই নামান্তর।
১৬৭। আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিঘাতীদের থেকে সাবধান থেকো—।
১৬৮। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সুদূরপরাহত কখন?
১৬৯। ইষ্টের চাইতে স্বার্থকে ভালবাস কখন?
১৭০। যা'দের স্বার্থচর্য্যার ওপারে আদর্শ ব'লে কিছু নেই।
১৭১। মানসিকতা জঘন্য কা'র?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৭২। চরিত্র ও যোগ্যতার মানদণ্ড।
১৭৩। প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ প্রত্যাশায় হতাশ হবে।
১৭৪। প্রবৃত্তি-প্রতারণার খেলা।
১৭৫। প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেয়ার্থপরায়ণ কর, নইলে প্রবঞ্চিত হবে।
১৭৬। সুবোধ-অনুশায়িনী ও কুবোধ-মুষ্ট প্রবৃত্তি।
১৭৭। অমঙ্গলকে মঙ্গল ব'লে পরিবেষণ শয়তানের কারসাজি।
১৭৮। প্রবৃত্তি-অনুপাতিক আদর্শ, সন্ধিৎসা ও চাহিদা।
১৭৯। মুক্তির তাৎপর্য্য।
১৮০। প্রবৃত্তির উপশমে।
১৮১। প্রবৃত্তির ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহারই পাপ।
১৮২। নিগ্রহের অনুগ্রহ আসে কখন?
১৮৩। শ্রেয়হীন তুমি মাথা তুলে দাঁড়াবে কি ক'রে?
১৮৪। প্রেয়হারা উপভোগ প্রবৃত্তিরই হাতছানি।
১৮৫। প্রবৃত্তি উপভোগ মুখ্য হ'লে—।
১৮৬। অপরকে বঞ্চিত ক'রে একসাহী চলনের ফল।
১৮৭। আত্মঘাতী ঔদার্য্য।
১৮৮। প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা বনাম সাত্বত চাহিদা।
১৮৯। প্রবৃত্তির অভিভূতি ও ইষ্টার্থ-

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

নিবদ্ধ প্রবৃত্তি।

১৯০। কোন্ অনুমান বিকৃতবৃত্তির পরিচায়ক ?

১৯১। "যদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশী"—কথার তাৎপর্য্য।

১৯২। কপটতা কোথায় ?

১৯৩। পূর্ব্বজাতিজ্ঞান যদি সংস্কার-বিন্যস্ত না হয়, তবে তা' কপট।

১৯৪। গুরুতে আত্মোৎসর্গ না ক'রে গরীয়ান্ হ'তে চাওয়ার মানে।

১৯৫। প্রবৃত্তিকে শ্রেয়ার্থে সংহত ক'রে না তুললে জঞ্জালে প'ড়বে।

১৯৬। কামনিয়ন্ত্রণে বিহিত বিবাহ ও উপবাস।

১৯৭। প্রবৃত্তি ও শ্রেয়ার্থপরায়ণতা।

১৯৮। প্রবৃত্তিচাহিদার জটিল গ্রন্থি।

১৯৯। প্রবৃত্তির ছদ্মবেশ।

২০০। প্রবৃত্তি যা'র ইষ্টার্থে সার্থক নয়, জ্ঞান ও গতি তা'র তমসাচ্ছন্ন।

২০১। স্বার্থ-সন্ধিৎসুতার বাইরে প্রীতির-ঝকমকি নিয়ে মহৎ-সংশ্রয় অবলম্বন ক'রলে।

২০২। প্রবৃত্তিগুলিকে শুভপ্রসূ ক'রে ব্যবহার কর।

২০৩। সন্তানগুণ প্রবৃত্তিও যদি

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় নিয়োজিত না হয়।

২০৪। সত্তা-উৎসারিণী প্রকৃতিকে প্রবৃত্তির গোলে ফেলো না।

২০৫। তুমি যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক না হও।

২০৬। প্রবৃত্তিনিয়ন্ত্রণে সুকেন্দ্র-কতার প্রয়োজনীয়তা।

২০৭। প্রবৃত্তিপরতন্ত্রীরা স্বামিনিন্দা-কারিণী ব্যভিচারিণীর মত প্রেরিত বা ঈশ্বরকে অবদলিত ক'রে থাকে।

২০৮। প্রবৃত্তি-প্ররোচনা থেকে বাঁচার পথ।

২০৯। ইষ্টানুগ চলনের এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেও সাবধান হওয়াই শ্রেয়।

২১০। নিয়ামক-বৃত্তি।

২১১। ইষ্টার্থ-অভিযানে প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হ'লে কর্ম্মবীর্য্য শ্লথ হ'য়ে পড়ে।

২১২। ইষ্টনিদেশ পরিপালনে দেরী করা মানে।

২১৩। দীর্ঘসূত্রতার কুফল।

২১৪। শ্রেয়নিদেশ প্রাপ্তমাত্রেই তন্নি-ষ্পাদনতৎপর হ'য়ে উঠতে পারছ না, তা'র মানে।

২১৫। আচার্য্যনির্দ্দেশ পরিপালন ক'রতে না-পারার পেছনে কী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

আছে ?

২১৬। ইষ্টার্থপরায়ণতার সাথে প্রবৃত্তির আপোষ থাকলে।

২১৭। বরেণ্য বাঞ্ছিতকে বাদ দিয়ে যে-ভোগলিপ্সা, তা' প্রবৃত্তিরই অনুচর।

২১৮। প্রবৃত্তির কদর্য্য অভিযানকে উদ্গমেই অবসান না ক'রলে, তা' জন ও জাতির ব্যাপক বিধ্বস্তিকে নিয়ে আসতে পারে।

২১৯। প্রবৃত্তি-প্ররোচী শাতনবুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও তা'র প্রতিরোধে।

২২০। প্রবৃত্তি-ঘূর্ণী ও তা'র প্রতিষেধক।

২২১। প্রবৃত্তি-অভিভূতির ক্রীড়া।

২২২। কুৎসিত-প্রবৃত্তি ও সৎ-অনুরতির প্রক্রিয়া।

২২৩। প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়াকে ভালভাবে লক্ষ্য কর।

২২৪। প্রবৃত্তিকে সংযত ক'রে সাত্বত কৃতি পথে এগিয়ে চল।

২২৫। প্রবৃত্তিকে শুভপ্রসূ ক'রে তুললে।

২২৬। প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী হ'লে ঈশ্বরানুরাগ অসম্ভব।

২২৭। প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় না দিয়ে ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে তা'র সদ্ব্যবহার কর।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২২৮। প্রবৃত্তি-প্ররোচিত লুব্ধ যা'রা, ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিক তা'দের কাছে লাঞ্ছিতই হ'য়ে থাকে।

২২৯। প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির স্থান।

২৩০। সহস্র গুণরাজির মধ্যেও একটি প্রবৃত্তির কারসাজী ও তা'র বশীকরণের উপায়।

২৩১। সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক চলনে গ্রহ-গ্রন্থি ব্যর্থ হ'য়ে ওঠে।

২৩২। ভ্রান্তচর্য্যার নেশায় অভিভূত থেকো না।

২৩৩। প্রবৃত্তির শুভ-ব্যবহার।

২৩৪। কাম, ক্রোধ, লোভ সবারই আছে, কিন্তু ইষ্টার্থী হ'য়ে তা'কে সত্তাপোষণী ক'রে তোলাই ধর্ম্মদ।

২৩৫। ইষ্টপ্রাণতাই প্রবৃত্তির শাতন-অভিভূতিকে স্তিমিত ক'রে দেয়।

২৩৬। প্রবৃত্তি অপরাধের কখন, ও পাপের কখন ?

২৩৭। আপ্তসুখী ধান্ধা।

২৩৮। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

২৩৯। কামবিকৃতির একটা রূপ।

২৪০। প্রবৃত্তির প্রাবল্যে প্রীতির খাঁকতি।

২৪১। প্রীতি ও কামদীপনা।

২৪২। প্রত্যাশার প্রলোভনে মুগ্ধ

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

হ'লে হতাশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।
২৪৩। প্রীতি মিথ্যা কোথায় ?
২৪৪। মলিন প্রীতি।
২৪৫। কামকামনা কুৎসিত কখন ?
২৪৬। শ্রদ্ধাহারা চলনে কামকামনা দুঃখদই হ'য়ে থাকে।
২৪৭। অশ্রদ্ধ স্বার্থসন্ধিক্ষু কাম ব্যক্তিত্বের অপলাপী।
২৪৮। কাম বিধ্বস্তির দূত হয় কখন ?
২৪৯। কামকামনা থাকলে শ্রদ্ধা-প্রীতির অভাব হয়।
২৫০। অযথা পুরুষ ও নারীসংস্রবের ইচ্ছা কামেরই কলগতি।
২৫১। পাপদুষ্ট যৌন-সংস্রব।
২৫২। মানুষের জন্মগত নিয়ন্ত্রণের ধারা, মেয়েদের প্রতি ঝোঁকের রকম দেখে বোঝা যায়।
২৫৩। কেমন ব্যভিচার সংশোধন-যোগ্য ?
২৫৪। কামুকতার চাহিদা।
২৫৫। প্রবৃত্তির অসাধ্য কী ?
২৫৬। জীবনস্থণ্ডিলকে যা'রা ফাঁকি দিয়ে চলে।
২৫৭। অপরাধপ্রবণতার ভিত্তি।
২৫৮। শ্রদ্ধোৎসারিণী শ্রেয়কেন্দ্রিক কাম।
২৫৯। বিকৃত ও সুস্থ কামের লক্ষণ।
২৬০। কাম কী ও তা'র নিয়ন্ত্রণের

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

উপায়।
২৬১। স্বর্গীয় কামকামনা।
২৬২। ইষ্টন্যস্ত কাম।
২৬৩। রূপ, গুণ ও তা'দের সঙ্গতির ফল।
২৬৪। সর্পিল কামচর্য্যা।
২৬৫। বিকৃত কামের কারসাজী ও তা' হ'তে উদ্ধারের উপায়।
২৬৬। ইষ্টাভিযানে কামের অবস্থা।
২৬৭। অকৃতজ্ঞতা ভীত কোথায় ?
২৬৮। অকৃতজ্ঞতার কয়েকটি লক্ষণ।
২৬৯। অতিশয় হীন কা'রা।
২৭০। হীনম্মন্যতার পার্ষদ।
২৭১। অপকারী উপকার।
২৭২। কৃতজ্ঞতা যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়।
২৭৩। উপায় ও উপচয়ী ক'রবার ধান্ধা যা'দের নেই।
২৭৪। যা'রা নিয়ে স্বীকার করে না, তা'রা অকৃতজ্ঞ।
২৭৫। সর্পিল গতি-সম্পন্ন কা'রা ?
২৭৬। অকৃতজ্ঞদের দিলে।
২৭৭। যে তোমার ভাল করে, তা'র ভাল না ক'রলে ঠকবে।
২৭৮। অকৃতজ্ঞের স্বরূপ।
২৭৯। নেওয়া আছে, কিন্তু দেওয়ার নেশা নাই যা'দের।
২৮০। অকৃতজ্ঞতা হীনম্মন্যতারই লক্ষণ।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৮১। পেয়েও যা'রা স্বতঃপ্রণোদনায় ব'লতে পারে না—।

২৮২। অকৃতজ্ঞতায় সমর্থন যা'র যেমন, নিয়ামক-প্রবৃত্তিও তা'র তেমন।

২৮৩। উপকারীর অনিষ্ট ক'রবার সম্ভাবনা কোন্ ব্যক্তিত্বে?

২৮৪। ক্লিন্ন-জীবন।

২৭৫। বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটায় যা'রা।

২৮৬। অকৃতজ্ঞতা কা'দের চরিত্রগত?

২৮৭। উদারনৈতিক কৃতঘ্নতা ভয়াবহ।

২৮৮। দয়ার দীর্ণ অভিযান।

২৮৯। দানগ্রাহী যখন দাতাকে অগ্রাহ্য করে।

২৯০। প্রাপ্তির লোভে পালকপরিচর্য্যায় বিরত হ'লে, দারিদ্র্যই লাভ ক'রবে।

২৯১। পেয়ে ধন্য হ'তে জানে না যা'রা, প্রাপ্তি তা'দের কাছে অভিশাপ।

২৯২। তোমার পোষকের পরিচর্য্যানিরত না থেকে তাঁ'কে অগ্রাহ্য ক'রলে।

২৯৩। চোর, বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্নেরা আত্মঘাতীই হ'য়ে থাকে।

২৯৪। বিকৃত যৌনলিপ্সার কুফল।

২৯৫। প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনার আমন্ত্রক।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৯৬। কৃতঘ্নদের থেকে সাবধান থেকো।

২৯৭। জন্ম বা সম্বন্ধের বাহানায় অনুচর্য্যাহারা দাবী যেখানে দুরন্ত।

২৯৮। ইষ্টার্থ অপহরণ—কৃতঘ্নতারই নামান্তর।

২৯৯। পালক ও পোষককে অস্বীকার ক'রলে।

৩০০। কৃতঘ্নতাকে যা'রা সমর্থন ক'রে।

৩০১। অনুচর্য্যাকারীর ক্ষতিকে নিরস্ত করে না যে, সে কৃতঘ্ন।

৩০২। যা'রা নিজের প্রয়োজনে নেয়, অথচ পরের প্রয়োজন মেটাতে নারাজ—।

৩০৩। ভাগ্যদেবতার অভিশাপ।

৩০৪। বিশ্বস্তিহারা ব্যক্তিত্ব।

৩০৫। বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে, সেই আঘাতে নিজেও চুরমার হ'বে।

৩০৬। তোমার দোষ-ক্ষালনকারীকে দোষী ক'রে দুষ্ট হ'য়ো না।

৩০৭। পথে পদক্ষেপ ক'রেই যা'রা আশ্রয়কে নিন্দা করে।

৩০৮। আশীর্ব্বাদের পরাঙ্মুখতা।

৩০৯। দয়ার প্রাপ্তিকে যা'রা দাবী করে।

৩১০। কা'রও প্রীতি-অনুকম্পায় উপকৃত হ'য়েও বাস্তবে তদনু-

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

চর্য্যী না হ'লে।

৩১১। অকৃতজ্ঞ পরিজন বিপদেরই আমন্ত্রক।

৩১২। ধাপ্পা দিয়ে চ'ললে প্রকৃতিও তেমনি হবে।

৩১৩। যা'রা ছলভরা ধাপ্পাবাজ।

৩১৪। ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

৩১৫। প্রতিপালককে ঠকিও না।

৩১৬। যা'র কাছে পেয়েছ, তা'কে ভুলো না।

৩১৭। পাওয়ার উৎস থেকে পাওয়াতে বেশী কদর থাকলে।

৩১৮। চাতুরীর সাথে পাওয়াকে অস্বীকার ক'রলে, দুর্দ্দশা ছাড়া আর কিছু জোটে না।

৩১৯। শ্রেয়ের ভর্ৎসনায় যা'দের নিষ্ঠা ভেঙ্গে যায়, তা'দের প্রতি ব্যবহারে।

৩২০। কৃতঘ্নতার স্বরূপ।

৩২১। কোন্ অকৃতজ্ঞ দুরপনেয় অপরাধ বহন ক'রে থাকে?

৩২২। আশ্রয়কে প্রতারিত করা অকৃতজ্ঞতা; আর যা'রা তা' সমর্থন করে তা'রাও তা'ই।

৩২৩। অভিমানে অকৃতজ্ঞতার উদ্গম।

৩২৪। অকৃতজ্ঞতার বিষময় ফল।

৩২৫। প্রিয় ব'লে যাঁ'কে একবার গ্রহণ ক'রেছ—তাঁকে ছেড়ে দেওয়া ঘোর কৃতঘ্নতা।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩২৬। "কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ"—এ-কথার তাৎপর্য্য।

৩২৭। সুপ্তপ্রবৃত্তি, সাধনপথে ব্যত্যয় সৃষ্টি করে।

৩২৮। শ্রেয়ার্থে অশান্ত প্রবৃত্তির খেলা।

৩২৯। প্রবৃত্তি-অভিভূতি-স্খালনে শাসন ও তোষণ।

৩৩০। আদেশ-পালনের আবেগ শ্লথ হ'য়ে চলার মানে।

৩৩১। প্রবৃত্তিপরামৃষ্টদের শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলতে হ'লে।

৩৩২। আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে পরানুকরণপ্রিয় রুচির পরিণাম।

৩৩৩। প্রবৃত্তিগুলি যদি বিনায়িত না কর।

৩৩৪। নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ফল।

৩৩৫। অন্তরের গ্রন্থিনিয়ন্ত্রণের পথ।

৩৩৬। ছন্নপ্রবৃত্তিই দূষিত চলন।

৩৩৭। প্রবৃত্তিগুলি প্রিয়পরমের সেবায় নিয়োজিত কর।

৩৩৮। প্রবৃত্তির এতটুকু তোষণ-পোষণের অভাবে ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠার মানে।

৩৩৯। গ্রন্থি ও তা' হ'তে মুক্তির উপায়।

৩৪০। কেন্দ্রায়ণী সম্বেগ থাকলে

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

লাখ-প্রবৃত্তির জন্য ভাবনার কিছু নেই।

৩৪১। গুপ্ত প্রবৃত্তি ও তা' থেকে রেহাই পাওয়ার পথ।

৩৪২। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা হ'য়েও তৎকর্ম্ম সম্পাদনে কর্ম্মীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে।

৩৪৩। ইষ্টের অন্তরে যদি ক্ষোভের সঞ্চার ক'রে থাক, তবে এখনই তা'র নিরসনতৎপর হও।

৩৪৪। কা'রও কুৎসিত প্রবৃত্তিকে শুভপ্রসূ ক'রে তুলতে হ'লে—।

৩৪৫। "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।"

৩৪৬। লালসার শ্রেয়-ব্যবহার।

৩৪৭। প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং-এর কারসাজী।

৩৪৮। তোমার প্রবৃত্তিগুলি যদি বিক্ষুব্ধ অস্মিতায় এলোমেলো হ'য়ে চলে।

৩৪৯। প্রবৃত্তির কবলে—।

৩৫০। সত্তাপ্রীতি থাকতেও মানুষ সত্তাঘাতী চলনে চলে কেন?

৩৫১। প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত ক'রতে গেলে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩৫২। শ্রেয়প্রতিষ্ঠা বিক্ষুব্ধ হয়, এমন কিছু করার পরিণাম।

৩৫৩। ভ্রান্তিকে শান্তির পথ ব'লে ধ'রো না।

৩৫৪। রিপুর শুভ নিয়োগ।

৩৫৫। শাতনী-লীলা।

৩৫৬। প্রবৃত্তির সুনিয়োজন।

৩৫৭। তোমার প্রতি তোমার শ্রেয়ের স্তোতন-আপ্যায়নী বাক্য ও ব্যবহারের অর্থ।

৩৫৮। শমন আসে কখন?

৩৫৯। আত্মপোষক না হ'য়ে পর-পোষক হবে কেন?

৩৬০। শ্লাঘ্যম্মন্যতা যেন না থাকে তোমার।

৩৬১। সবকে যে কুৎসিৎ চক্ষে দেখে।

৩৬২। যদি প্রবৃত্তির অধীশ হ'তে চাও।

৩৬৩। ব্যক্তিত্ব-সম্প্রসারণে প্রবৃত্তি।

৩৬৪। ব্যতিক্রমী হ'য়ো না, ইষ্ট-নিষ্ঠ হও।

৩৬৫। প্রবৃত্তির শুভ বিনিয়োগ।

শব্দার্থ-সূচী

	শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

১। অট্ট-আলিঙ্গন—১৬৪ = বিরাট ভয়ংকর আলিঙ্গন।

২। অধিবেদনা—৩৪৮ = ধারণপোষণী জ্ঞান।

৩। অধিষ্ঠিতি—৫৮ = অধিষ্ঠান, আশ্রয়।

৪। অধিস্থিতি—৩৫৮ = আশ্রয়, অবলম্বন।

৫। অনুকম্পিত—৩৫০ = Similarly vibrated or resonated.

৬। অনুকল্পনা—১৬৪ = মানসিক চিন্তন, মনন।

৭। অনুকৃতি—৩৩৬ = কোন কিছুর অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্পাদন।

৮। অনুক্রমণা—১৩২ = অনুসরণপূর্ব্বক চলন, গতি।

৯। অনুক্রিয়—৩৯ = সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।

১০। অনুচলন – ৮ = অনুসৃত চলন।

১১। অনুদীপনা—৩৩১ = দীপ্তি, প্রকাশ, উত্তেজনা।

১২। অনুধায়নী—১০৪ = অনুধাবন বা পর্য্যালোচনা ক'রে চলে যা'।

১৩। অনুধায়িতা—১৬৩ = অনুধাবনপূর্ব্বক চলন।

১৪। অনুধ্যায়িতা—২৬৬ = অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

১৫। অনুনয়ী—৩০০ = কোন বিশেষ ভাবের দিকে নিয়ে চলে যা'।

১৬। অনুপোষণা—২২১ = যথাযোগ্য ধারণ-পোষণ করা।

১৭। অনুবীক্ষণা—৩৪০ = সম্যক দর্শন।

১৮। অনুবেদনা—৫৩ = অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।

১৯। অনুরঞ্জনা—২২৯ = বিশেষ কোন গুণে রঞ্জিত হ'য়ে ওঠার প্রেরণা।

২০। অনুরমণ—১৪৩ = প্রীতিকর চলন।

২১। অনুশায়িনী—১৭৬ = তন্মুখী ঝোঁক-সহ চলৎশীল।

২২। অনুশীলনা—২৯৬ = আচরণীয় কর্ম্ম।

২৩। অনুশ্রয়িতা—২০২ = আশ্রয়পূর্ব্বক চলন।

২৪। অনুসেবন—৭৪ = অনুসরণপূর্ব্বক সেবা।

২৫। অন্তঃশায়ী – ২৮৬ = অন্তরে স্থিত।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

২৬। অন্তরচারী—২০৯ = অন্তরে অর্থাৎ ভিতরে-ভিতরে বিচরণ করে যা'।

২৭। অন্তরাসী—১৬১ = Interested, আগ্রহশীল।

২৮। অপড়তা—১৫৮ = কারো বা কোন-কিছুর সঙ্গে পড়তা না-পড়া, খাপ না-খাওয়া।

২৯। অপহত—১৪৪ = অপঘাতপ্রাপ্ত।

৩০। অবক্রিয়া—৪৯ = অবকৃষ্ট (কুৎসিত) ক্রিয়া।

৩১। অবচাপন—৩৪১ = নিকৃষ্টভাবে চাপা।

৩২। অবচাপিত প্রবৃত্তি—৩৪১ = জোর ক'রে চেপে রাখা বা গুপ্ত প্রবৃত্তি।

৩৩। অবমর্ষিত—২২১ = স্পৃষ্ট, বিধৃত।

৩৪। অবমানী—৫৯ = অপমানকর।

৩৫। অবশায়িত—৫২ = অবকৃষ্টে (নিকৃষ্টে) আনতিপ্রবণ, ঝোঁকসম্পন্ন।

৩৬। অব্যয়ী-প্রজ্ঞা—১২৮ = যে-প্রজ্ঞার ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ নেই।

৩৭। অভিদীপনা—১৪০ = কোন-কিছু অভিমুখী দীপ্তি।

৩৮। অভিনিবেশী—১৩২ = মনোযোগ-সহ, আগ্রহশীল।

৩৯। অভিভূতি—১০ = Obsession; কোন-কিছুর প্রতি বদ্ধ এবং আবিষ্ট মনোভাব।

৪০। অভিসারণা—৩৬০ = গমন, চলন।

৪১। অমৃতনিষ্যন্দী—৩৪৯ = অমৃত বর্ষণ করে যে।

৪২। অর্জ্জনা—৩৩০ = অর্জ্জন, আয়, লাভ।

৪৩। অর্থনা—৩২০ = Meaningful go; অর্থসমন্বিত চলন।

৪৪। অসৎদম্ভী—১৬৭ = অসৎ দম্ভ-যুক্ত।

৪৫। অস্তি-দীপনা—১১২ = অস্তিত্বের (থাকার) দীপ্তি।

৪৬। অস্মিতা—৩৪৮ = 'আমি আছি' বা 'আমি আমি' ভাব।

৪৭। অহং-অনুরঞ্জনা—১১৩ = অহং-এর যে অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠা।

৪৮। আকম্পিত—৩৪৯ = অনুরণিত।

৪৯। আক্রুদ্ধ—৫৭ = খুব বেশী ক্রুদ্ধ।

৫০। আক্রুষ্ট—৫৩ = আক্রোশযুক্ত।

৫১। আক্ষেপী—২৫৯ = বিক্ষেপসৃষ্টিকারী।

৫২। আড়কাঠি—৯ = আড়াল বা জড়তা সৃষ্টিকারী।

শব্দ বাণী-সংখ্যা শব্দার্থ

৫৩। আত্মিক সম্বেগ—৩৫০ = আত্মার অর্থাৎ নিরন্তর চলমানতার সম্বেগ।

৫৪। আপূরণী—১১৬ = সর্ব্বতোভাবে পূরণকারী।

৫৫। আপোষণ—৩৪৮ = সর্ব্বতোভাবে পোষণ।

৫৬। আপ্তসুখী—২৩৭ = আত্মসুখী, যাতে নিজের সুখ হয়।

৫৭। আভিঘাতিক—২৯৫ = অভিঘাত (আঘাত)-কারী।

৫৮। আয়বাদ—৩২০ = বরবাদ, বর্জ্জন।

৫৯। আহৃতি—১৬০ = আহরণ।

৬০। ইরম্মদ-আবেগ—৩৪৮ = বজ্র-আবেগ। [ইরম্মদ = বজ্রাগ্নি]

৬১। ইষ্টাচারী—২২৪ = ইষ্টের আচার-যুক্ত।

৬২। ইষ্টার্থ-অপহারী—২৯৮ = ইষ্টের অর্থ অপহরণ করে যে।

৬৩। ঈষী-উদ্বেলনী—১৪৩ = ঈশ্বরীয় ভাবকে উদ্বেল ক'রে তোলে যা'।

৬৪। উচ্চল—২১০ = উন্নতিঅভিমুখে চলৎশীল।

৬৫। উচ্ছলা—৩১৭ = উচ্ছলতা, উচ্ছল হ'য়ে ওঠা।

৬৬। উজ্জয়িনী—৩৫৮ = জয়শীল।

৬৭। উৎকর্ষণা—৫১ = উন্নতিমুখী চলন।

৬৮। উৎসর্জ্জনা—৮ = বেড়ে চলে যে সৃষ্টি।

৬৯। উৎসারণা—১২৬ = বৃদ্ধিপর চলন।

৭০। উৎসারণী—৫৭ = উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।

৭১। উৎসারিত—৭১ = উন্নতির পথে জাগিয়ে তোলা।

৭২। উৎসৃজী—১৫৮ = ঊর্দ্ধচলনকে সৃষ্টি করে যা'।

৭৩। উদয়নী-গতি—৩৫৭ = উদয়ের (বৃদ্ধির) পথে নিয়ে যায় যা'।

৭৪। উদ্‌গমী—২২৯ = উদ্‌গত (প্রকাশিত) হ'য়ে ওঠে যা'।

৭৫। উদ্বর্ত্তনা—৩৫২ = বেড়ে-ওঠার পথে চলা।

৭৬। উদ্বর্ত্তনী—৯৫ = উন্নতির পথে থেকে চলছে যা'।

৭৭। উদ্বোধনী তাৎপর্য্যে—২৩ = উৎকৃষ্ট বোধের সৃষ্টি যাতে হয় এমনতর কর্ম্মকুশলতায়।

৭৮। উন্নতি-প্রবোধী—৩২৭ = উন্নতিকে প্রবুদ্ধ (বিকশিত) ক'রে তোলে যা'।

৭৯। উপচয়ী—* = পোষণ ও বর্দ্ধন-যুক্ত।

৮০। উল্লোল—৩২০ = মহাতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, বৃহৎ।

শব্দ বাণী-সংখ্যা শব্দার্থ

৮১। উজ্জ্বর্না—২৩ = বল ও প্রাণনসম্বেগ।

৮২। উজ্জী—* = শক্তিশালী, প্রাণবান।

৮৩। উষণ-দীপনা—২২৭ = (সৎভাবের) উত্তাপসৃষ্টিকারী দীপ্তি।

৮৪। একশাহী—১৮৬ = একই যেখানে শাহ্ (সম্রাট)।

৮৫। একায়নী—৩৪৯ = এক-এর পথে নিয়ে চলে যা'।

৮৬। একায়িত—৩২৩ = একভাবে ভাবিত, একচলনযুক্ত।

৮৭। ওজোদীপ্ত—৩২২ = তেজ ও বীর্য্যবত্তা-সমন্বিত।

৮৮। ঔপহাসিক—১৪০ = উপহাস থেকে জাত।

৮৯। কণ্ডূতি—৮৭ = চুলকানি, কিছু করার জন্য চঞ্চলতা।

৯০। কলগতি—২৫০ = সম্বেগশীল স্বতঃপ্রবহমান চলন।

৯১। কল্যাণগোপ্তা—২৩৬ = কল্যাণের রক্ষক।

৯২। কল্যাণ-পরিস্রবা—২৩৩ = কল্যাণ (মঙ্গল) পরিস্রুত বা ক্ষরিত হয় যাহাতে।

৯৩। কুশলকৌশলী—৩৪৮ = মঙ্গলকরভাবে কর্ম্মনিপুণ।

৯৪। কূট—৩৩১ = শ্রেষ্ঠ সুন্দর।

৯৫। কৃতঘ্নী—১২ = যা' কৃতঘ্নতা আনয়ন করে।

৯৬। কৃতি – ৬ = কর্ম্ম, কর্ম্মসম্বেগ।

৯৭। কৃতিধ্বজী—৩৫৬ = কৃতি যার ধ্বজা (চিহ্ন বা পতাকাস্বরূপ)।

৯৮। কৃতিবিভব-উদ্দীপনা—২২৫ = ক'রে, হ'য়ে ওঠার আবেগ।

৯৯। কেন্দ্রায়নী—১৯৬ = কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যায় যা'।

১০০। ক্লীবীদৈন্য—১১২—ক্লীবভাবযুক্ত দৈন্য।

১০১। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—৪৮ = কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেটা ভাল লাগা।

১০২। খুঁতো—৩২৮ = খুঁত (দোষ)-যুক্ত।

১০৩। গর্ব্বেপ্সা—৯৯ = গর্ব্ব (অহঙ্কার) দেখাবার ইচ্ছা।

১০৪। গৌরব-গর্ব্বী—১১৩ = গৌরব নিয়ে অহঙ্কার ক'রে বেড়ায় যারা।

১০৫। চিতিস্রোত—২০৬ – চেতন স্রোত।

১০৬। ছন্দ-প্রগতি—৩৪৮ = শৃঙ্খলাসমন্বিত গতিশীলতা।

১০৭। ছন্নতা—৯৬ = উন্মত্ততা, নষ্ট করার চলন।

১০৮। ছান্দিক—৩৩১ = ছন্দ (তাল) আছে যাতে, সুশৃঙ্খল।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

১০৯। ছেদ-সন্তপ্ত—১৮৭ = বিচ্ছিন্ন করার জন্য ক্লিষ্ট।

১১০। জলুসী—২৬ = জাঁকজমকপূর্ণ।

১১১। জাগৃতি-চলন—১৩৬ = জেগে ওঠার, বেড়ে চলার চলন।

১১২। জৈবী-সংস্থিতি—২২৯ = Biological make-up, জীবদেহের গঠন।

১১৩। তড়িৎ-সম্বেগে—১৬৪ = বিদ্যুতের গতির মতন দ্রুতগতিতে।

১১৪। তপানুচর্য্যা—২৬৬ = তপঃশীল চলন।

১১৫। তর্পণা—৩৬৩ = তৃপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

১১৬। তল্ছা—১৬৪ = তলে-তলে চলে যা'।

১১৭। তুরীয়—৫৮ = ত্বরমাণ, তীব্র।

১১৮। তৃপণ—৫৮ = তৃপ্তিকারী।

১১৯। ত্যাগ-প্রমুখ—২৪২ = ত্যাগকে মুখ্য (প্রধান) ক'রে চলে যা'।

১২০। দম্ভ-প্ররোচী—১৪০ = দম্ভকে প্ররোচনা (উৎসাহ) দেয় যা'।

১২১। দান্ত—২৬৫ = সংযমী, নিয়ন্ত্রিত।

১২২। দাম্ভিক মশক—৩৪২ = দম্ভযুক্ত মশক। [মশক = একপ্রকার বিশ্রী চর্ম্মরোগ]

১২৩। দীপনী—২০২ = দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

১২৪। দুঃস্থি—৪৯ = দুঃখে (কষ্টে) থাকা।

১২৫। দুরাগ্রহ—৩৪৮ = দুরন্ত আগ্রহ-যুক্ত।

১২৬। দ্যোতন-প্রতীক—৩৩৭ = দীপ্ত মূর্ত্তি।

১২৭। দ্যোতনা—২২৪ = প্রকাশ, উজ্জ্বলতা।

১২৮। দ্বন্দ্বীবৃত্তি—২৭ = কার্য্যসিদ্ধির পথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে যে-বৃত্তি (ব্যবহার বা চলন), go-between.

১২৯। ধী-তৎপর—২৬৪ = বোধ ও মেধাতে তৎপর।

১৩০। ধী-বীক্ষণা—৩৪০ = জ্ঞানসমন্বিত দৃষ্টি।

১৩১। ধুক্ষা—৮৩ = পীড়া, ক্লেশ।

১৩২। ধুক্ষিত—৫৭ = পীড়িত, ক্লিষ্ট।

১৩৩। ধৃতিকৃপণ—২৪৩ = ধারণপোষণ ক্রিয়ায় কৃপণ।

১৩৪। ধৃতিসম্বেগ—৬ = ধারণপোষণের আবেগ।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

১৩৫। নন্দন-উৎসারণী—৩৩৩ = আনন্দ এবং বৰ্দ্ধনাকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

১৩৬। নন্দনা—৩৫৩ = আনন্দদায়ক চলন।

১৩৭। নর্ত্তন-ছন্দ—৩৩১ = ছন্দময় চলন।

১৩৮। নায়ক প্রবৃত্তি—১৯৭ }
১৩৯। নায়ক বৃত্তি—৩৪৯ } = চালকবৃত্তি ; Master complex.

১৪০। নিকাশ—১৮৭ = শেষ, ধ্বংস।

১৪১। নিনড়—৩৮ = একটা গতিহীন জড় অবস্থা।

১৪২। নিবেশ—৩৬০ = প্রবেশ করা, অবলম্বন।

১৪৩। নিম-স্বীকার—৩২১ = অনিচ্ছাসত্ত্বে খানিকটা স্বীকার করা। [অনুরূপ প্রয়োগ 'নিমরাজি']

১৪৪। নিয়মনা—৩৯ = নিয়ন্ত্রিত বিন্যাস।

১৪৫। নিয়ামক-প্রবৃত্তি—৮৯ = চালক প্রবৃত্তি, Master complex.

১৪৬। নিরাকৃত—১১৩ = নিরাকরণ-প্রাপ্ত।

১৪৭। নিরাময়ী প্রগতি—২৬৫ = নিরাময় (সুস্থ) হওয়ার চলন।

১৪৮। পরাবর—৩৩৯ = শ্রেষ্ঠতম, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

১৪৯। পরাবর্ত্তনী প্রতিক্রিয়া—৩৪০ = পরবর্ত্তীতে ফিরে আসে যে-প্রতিক্রিয়া।

১৫০। পরাবৃত্তি—২২৭ = শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ; Master complex.

১৫১। পরাভূতি—১৬৭ = পরাভব, পরাজয়।

১৫২। পরামৃষ্ট—৫৯ = বিধ্বস্ত, বিনষ্ট।

১৫৩। পরামৃষ্টতা—১১৩ = বিধ্বস্তি, বিনাশ।

১৫৪। পরিপ্রেক্ষা—২৩৪ = বিচারমূলক চিন্তা ও দর্শন।

১৫৫। " —২৫০ = পরিপ্রেক্ষিত, perspective.

১৫৬। পরিবীক্ষণী—১৩৩ = সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন-সমন্বিত।

১৫৭। পরিব্যাপনা—২০৩ = সৰ্ব্বতোমুখী ব্যাপ্তি।

১৫৮। পাপাক্ত—৩৫৩ = পাপলিপ্ত।

১৫৯। পারিজাত-বিভব—৩৩৩ = পারগতা হইতে জাত সম্পদ।

১৬০। পারিজাত-নন্দনা—৩৫৮ = পারগতা হইতে জাত আনন্দ।

১৬১। পূরয়মাণ—৯৫ = পূরণ ও বর্দ্ধন ক'রে চলেছেন যিনি।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

১৬২। পূর্ব্বজাতিজ্ঞান—১৯৩ = পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান।

১৬৩। প্রতাপনা—৩৩৩ = প্রতাপ, পরাক্রম, তেজ।

১৬৪। প্রতিকূল-পরিবর্জ্জনা—২৫৮ = প্রতিকূল অর্থাৎ বিরুদ্ধ যা' তাকে ত্যাগ করা।

১৬৫। প্রবৃত্তি-প্ররোচী—২১৯ = প্রবৃত্তির পথে প্ররোচিত করে যা'।

১৬৬। প্রবৃদ্ধি—৩৫২ = সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধনা।

১৬৭। প্রবোধনা—৩৪৪ = জ্ঞান, বুদ্ধি।

১৬৮। প্রলুব্ধচিত্ত চেতন-প্রবৃত্তি—৩৪৭ = যে-প্রবৃত্তি অতিশয় লোভের দরুন সজাগ।

১৬৯। প্রীণন—২৬০ = প্রীত করা।

১৭০। প্রীতি-নন্দনা—২২৫ = ভালবাসার ব্যাপ্তি।

১৭১। প্রীতি-বীক্ষণা—১৬২ = ভালবাসার দরদভরা চোখ নিয়ে দেখা।

১৭২। বংশানুক্রমিকতা—৩২৭ = বংশের যে-ধারা পুরুষানুক্রমে চ'লে আসে; heredity.

১৭৩। বৎসল—৩২৯ = স্নেহযুক্ত।

১৭৪। বশী—২৩০ = ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁর বশে আছে।

১৭৫। বিকেন্দ্রিয়তা—১৬০ = কেন্দ্রহীন চলন।

১৭৬। বিক্ষেপী—৩২৮ = বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে যা'।

১৭৭। বিচারণা—৫৪ = বিচার-ক্রিয়া।

১৭৮। বিদ্বৎপনা—১০০ = বিদ্বানের ভাব, জ্ঞানীর রকম।

১৭৯। বিধান—৪৯ = শরীর ও মনের সংগঠন; System.

১৮০। বিধায়িত = ২২৩ = বিধানে ব্যবস্থিত।

১৮১। বিধ্বস্তি-বিলাপী—১৬০ = বিধ্বস্ত হওয়ার দরুন বিলাপ (শোক) করে যে।

১৮২। বিনায়ন—৪৬ } = বিহিত পথে নিয়ে যাওয়া।
১৮৩। বিনায়না—৩৩১ }

১৮৪। বিনায়িত—* = বিহিত পথে চালিত; adjusted.

১৮৫। বিনিষ্ঠ—৩৩৪ = বিহিত নিষ্ঠা-যুক্ত।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

১৮৬। বিন্যাসী-অনুশাসন—২৩৬ = সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত (Well arranged and regulated) হওয়ার অনুশাসন (বিধি)।

১৮৭। বিব্রতি—২৪৮ = বিব্রত (ব্যতিব্যস্ত) হওয়ার ভাব।

১৮৮। বিভব-বিভূতি—৩৩৩ = বিহিত পথে চ'লে হ'য়ে ওঠার ভিতর দিয়ে লব্ধ সম্পদ।

১৮৯। বিভ্রমী—১৪৪ = বিভ্রম সৃষ্টিকারী।

১৯০। বিশাসিত—৩২০ = সুনিয়ন্ত্রিত, সু-অনুশাসিত।

১৯১। বিষ-বিজৃম্ভী—১৩০ = বিষকে (বিষাক্ত ভাবকে) বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

১৯২। বিহ্বল স্ফুরণা—৫৪ = স্ফুরণা বা প্রকাশ আছে, কিন্তু তা' প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত।

১৯৩। বীর্য্য-উদ্দীপনা—৩৪৬ = সতেজ সম্বেগ।

১৯৪। বেঢং—৮ = বিকৃত বা নিন্দিত ভঙ্গী।

১৯৫। বেদনা—১৬৩ = বোধ, জ্ঞান।

১৯৬। বেহদ্দ তৎপরতা—৩২৪ = প্রবল গতি।

১৯৭। বৈদূর্য্য বচন—২০১ = চকমকানো বুলি।

১৯৮। বোধনা—৩৬১ = বুদ্ধি।

১৯৯। বোধায়নী—২৩৮ = বোধের (জ্ঞানের) পথে নিয়ে চলে যা'।

২০০। ব্যতিচার—২৯৫ = বিহিতত্বকে উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে যে-আচরণ।

২০১। ব্যয়িত—২৬ = ব্যয় বা খরচ করা।

২০২। ব্যাহতি—৩৩৯ = ব্যাঘাত, বাধা।

২০৩। ব্যাহৃতি—৩৪৮ = বিভাগ, বিচ্ছিন্নতা।

২০৪। ব্রাহ্মী-সম্বোধ – ৩৪১ = বিরাট ব্যাপ্তির বোধ।

২০৫। ভজন-বিগ্রহ—৯৩ = সেবা ও পূজার দেবতা।

২০৬। ভরণী—১৯ = ভরণ-পোষণের অবলম্বন।

২০৭। ভাঁওতা-ভরণী—১২১ = ভাঁওতাকে (ধাপ্পাবাজিকে) ভরণ করে যা'।

২০৮। ভাবানুকম্পিতা—৩৪৯ = হওন বা বোধনের অনুরণন ; sentiment.

২০৯। ভূমায়িত—২৬৬ = বিস্তারপ্রাপ্ত, বিস্তৃত, প্রসারিত।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

২১০। ভৃতি—২৫৮ = ভরণপোষণ।

২১১। ভ্রামক—২০৭ = ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী।

২১২। মদাত্যয়ী—৩৩৬ = অহঙ্কারপুষ্ট।

২১৩। মর্ষিত - ১৩২ = মর্দ্দিত, পিষ্ট।

২১৪। মানস-চিকিৎসক—৮৮ = মনের ডাক্তার।

২১৫। মানসবীক্ষণী যন্ত্র - ৩৩৪ = যে mechanism (কলাকৌশল)-এর সহায়তায় নিজের মনকে দেখা ও বিচার করা যায়।

২১৬। মিতি-চলন—১৫৮ = পরিমাপিত (measured) চলন।

২১৭। মূর্চ্ছনা—৫৮ = বর্দ্ধন, বাড়িয়ে তোলার ক্রিয়া।

২১৮। মেকদার—৮৬ = পরিমাণ, যোগ্যতা।

২১৯। ম্রিয়ল—২৩০ = মরণপন্থী।

২২০। যাগ-অভিসার—৩৩৭ = যজনশীল তন্মুখী চলন।

২২১। যোগাবেগ—৩৪৮ = যুক্ত হওয়ার আবেগ; Tendency to unification.

২২২। যৌগিক—২৬০ = যুক্ত হওয়ার আবেগ-সমন্বিত।

২২৩। রঙ্কনী বিভা—৩৩১ = কোন বিশেষ ভাবে অনুরণিত ক'রে তোলে যে-বিকাশ।

২২৪। রিপুবশী - * = (ষড়) রিপু যার বশে আছে।

২২৫। রাগত—৫৯ = রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ।

২২৬। রৌরুদ-সঙ্গীত—১৬৭ = তীব্র শোক-সৃষ্টিকারী সঙ্গীত।

২২৭। লাস্য—১৭ = প্রীতিকর চলন বা নৃত্যভঙ্গিমা বিশেষ।

২২৮। লোকহিতী—৩ = লোকের হিত (মঙ্গল) যাতে হয়।

২২৯। শাতন—৩ = বিশীর্ণ বা ছিন্ন ক'রে তোলে যা'; Satan.

২৩০। শাতনিক—১৮৭ = বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী; Satanic.

২৩১। শিবদ—৩৪৮ = মঙ্গলদায়ক।

২৩২। শীলসন্দীপ্ত—৩৫৪ = সাধু আচরণ ও অভ্যাসে ফুটন্ত।

২৩৩। শুভঙ্কর—২৩৬ = মঙ্গলকারী।

২৩৪। শুভ-বিনায়নী—* = শুভ'র পথে বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) করে যা'।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

২৩৫। শ্রদ্ধাস্রোতা—২৬৩=শ্রদ্ধার স্রোত-সমন্বিত।

২৩৬। শ্রমসুখপ্রিয়তা—৫৮=প্রিয়জনের জন্য শ্রম ক'রে যে সুখবোধ হয় সেটা ভাল লাগা।

২৩৭। শ্রদ্ধোৎসারিণী—২৫৮=শ্রদ্ধাকে উৎসারিত (বর্দ্ধিত) ক'রে তোলে যা'।

২৩৮। শ্রেয়সন্দীপী—৩২৬
২৩৯। শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী—৪৮ } =শ্রেয়মুখী চলনকে বা শ্রেয়ের প্রয়োজনকে যা' সম্যক প্রকারে দীপ্ত ক'রে তোলে।

২৪০। শ্লাঘ্যম্মন্যতা—৩৬০=নিজেকে শ্লাঘ্য (প্রশংসনীয়) মনে করা।

২৪১। সংযমন-তাৎপর্য্য—৩৩৪=সংযত করার তৎপরতা।

২৪২। সংশ্রয়ী—২১৭=আশ্রয় ক'রে চলে যে।

২৪৩। সংহতি—২৬৬=সমীচীনভাবে বিধৃত, সম্মিলিত।

২৪৪। সঙ্কোচনী তাৎপর্য্য—৩৬৪=সঙ্কুচিত করে যে তৎপরতা।

২৪৫। সত্তা-উৎসারিণী—২০৪=সত্তা বা অস্তিত্বের ধর্ম্মকে যা' উৎসারিত (প্রবৃদ্ধ) ক'রে তোলে।

২৪৬। সত্তা-সম্পোষী—১৩০=সত্তাকে সম্যকভাবে পোষণ করে যা'।

২৪৭। সন্দীপনা—*=সম্যকপ্রকারে দীপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

২৪৮। সন্ধিৎসু—৫৮=সন্ধানকারী।

২৪৯। সময়ান্তিক সচেতনতা—৯১=সময় পার হ'য়ে গেলে সচেতন হওয়া।

২৫০। সমাবর্ত্তন-সন্দীপনা—৬৪=ফিরে আসা ও প্রকট হওয়া।

২৫১। সম্বর্দ্ধনী বর্ত্ম—২২৭=বেড়ে ওঠার পথ।

২৫২। সম্বৃদ্ধ—২৪=সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।

২৫৩। সম্বৃদ্ধি—২৩=সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধন।

২৫৪। সম্বেগশালিন্যে—২২৭=আবেগের সাথে।

২৫৫। সম্বেদনা—৩৫১=সম্যক (সমীচীন) জ্ঞান বা বোধ।

২৫৬। সম্বোধ—৩৪১=সমীচীন বা সম্পূর্ণ বোধ।

২৫৭। সাত্বত—৮=জীবনীয়, সত্তাসম্বন্ধীয়; Existential.

২৫৮। সাথীয়া—১২৩=সাথী, সঙ্গী।

২৫৯। সানুচর্য্যা—১৪৪=অনুচর্য্যাপরায়ণ।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

২৬০। সাব্যুদ—৮৪ = সিদ্ধ, পাকা ; Confirmed.

২৬১। সামমন্ত্র—৩৩৭ = সমতা রক্ষিত হয় যে চলন-কৌশলে।

২৬২। সাম-স্বধা—২৩৬ = শান্তি, সাম্য ও পবিত্রতার অস্তিত্বকে ধারণ করেন যিনি।

২৬৩। সাম্য-বিভূতি—৩৫৬ = সমতাবিশিষ্ট বিশেষ হওনক্রিয়া ; Balanced becoming.

২৬৪। সুক্রিয়া—৩৪ = শুভ কর্ম্ম।

২৬৫। সুতর্পিত—৩৩০ = সুষ্ঠুভাবে তৃপ্ত ও প্রীত করা।

২৬৬। সুদর্শিতা—৩৩১ = সু (শুভ) দর্শন, কল্যাণাত্মক জ্ঞান।

২৬৭। সুদর্শী—৩৪৯ = সুষ্ঠু দর্শন আছে যার।

২৬৮। সুধায়িত—১ = শুভপথে ধাবনশীল।

২৬৯। সুবীক্ষণা—২২৩ = সুষ্ঠু এবং সমীচীন দর্শন।

২৭০। সুবীক্ষিত—২৬৪ = উৎকৃষ্ট ও সুন্দর দর্শন সমন্বিত।

২৭১। সুরদীপনা—৩৬৫ = সুর অর্থাৎ স্বর বা শাব্দিক স্পন্দনের দীপ্তি।

২৭২। সুস্থি-অনুচর্য্যা—৪৪ = সুস্থ থাকার জন্য অনুচর্য্যা (সেবা)।

২৭৩। সৌরত-সন্দীপনা—২৪৪ = সুরত (Libido) অর্থাৎ সত্তাগত সম্বেগের বিকাশ।

২৭৪। স্তেয়—২৯১ = চৌর্য্য, চোরের ক্রিয়া।

২৭৫। স্তোক-শিহরণা—৫৪ = মিথ্যা আশ্বাসে শিহরিত হ'য়ে ওঠা।

২৭৬। স্তোতন-আপ্যায়নী—৩৫৭ = স্তুতি (প্রশংসা) ও আপ্যায়না-যুক্ত।

২৭৭। স্ফুরণ-দীপনা—২২৯ = স্ফুরিত করার দীপ্তি।

২৭৮। স্ফুরণা—৩৪৪ = বিকাশ।

২৭৯। স্বল্পকৃষ্ট—৫১ = অতি কম কৃষ্টি (culture)-সম্পন্ন।

২৮০। স্বস্ত্যয়নী—৩২৬ = ভাল থাকার পথে যা' নিয়ে যায়।

২৮১। স্বার্থসন্ধুক্ষা—১৫০ = স্বার্থবোধের উত্তেজনা বা উদ্দীপনা।

২৮২। স্বার্থসম্বুদ্ধি—২৬০ = নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা।

২৮৩। স্রোতল—৩৫৪ = স্রোতযুক্ত।

২৮৪। হওন-তাৎপর্য্য—৩৫৪ = হ'য়ে ওঠার তৎপরতা।

২৮৫। হতাশানিষ্যন্দী—১৬৩ = হতাশা ক্ষরণ করে যা'।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা	শব্দার্থ

২৮৬। হিতপ্রসূ—৭৯ = মঙ্গলজনক।

২৮৭। হিতী—১১৫ = মঙ্গলকর।

২৮৮। হোম-আহুতি—৩৬৫ = আহ্বানপূর্ব্বক প্রীত করার যজ্ঞস্বরূপ।

২৮৯। হ্লাদন-তাৎপর্য্য—৫৮ = আহ্লাদিত (আনন্দিত) করার ক্রিয়া।

বিঃ দ্রঃ—তারকা (*)-চিহ্নিত শব্দগুলি বইয়ের প্রথমে নম্বরবিহীন বাণীতে অবস্থিত।

অনেকে বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা কঠিন, সব শব্দের মানে বোঝা যায় না। তাই, পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য বিকৃতি-বিনায়নার বর্ত্তমান সংস্করণের শব্দার্থ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সব শব্দের মানে জানলেও সম্পূর্ণ বাণীটির অর্থ বোধগম্য না-ও হ'তে পারে। তার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শের মূল সুরের সঙ্গে পরিচিতি চাই, জানা চাই তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্য। আর তখনই এই দিব্য বাণীরাজির তাৎপর্য্য যথাযথভাবে জানতে ও বুঝতে পারা সম্ভব হবে।

নিবেদক (শব্দার্থ-সংকলক)
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়